ইলহামী

ভবিষ্যৎবাণী

শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহ.) এর কাসিদা ও
আশ-শাহরান এর আগামী কথন

بسم الله الرحمن الرحيم

ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী

শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রহ.) এর কাসিদা ও আশ-শাহ্‌রান এর আগামী কথন

প্রকাশনায়ঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী

ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত দুইটি ইলহামী কবিতা কাসিদায় সওগাত ও আগামী কথন।

সংকলকঃ জিহাদুল ইসলাম

গ্রন্থসত্ত্বঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

কম্পিউটার কম্পোজঃ

প্রথম প্রকাশঃ ২০ নভেম্বর ২০১৮ ঈসায়ী, ১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪০ হিজরি।

প্রকাশনায়ঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

মুদ্রণঃ

হাদিয়াঃ ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র।

ওয়েবসাইটঃ https://www.gazwatulhind.com, https://dl.gazwatulhind.com/

ফেসবুকঃ https://www.facebook.com/mahmudgazwatulhind/

যোগাযোগঃ anonymoustigers@protonmail.com

ILHAMI VOBISSOTBANI – KASIDAY SOUGAT AND AGAMI KATHAN, EDITING JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY AKHIRUJJAMAN GOBESHONA KENDRA, BANGLADESH. COPYRIGHT: PUBLISHER. PUBLISHED: 20TH NOVEMBER, 2018 ISAYI, 13TH RABIUL AUWAL, 1440 HIJRI.

সংকলকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাছীরন ইলা ইয়াউমিদ্দীন আম্মা বা'দ,

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করতেছি যিনি আমাদের ও সব সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, যিনি ন্যায় বিচারক ও বিচার দিনের মালিক যার সিদ্ধান্তে কোন ভুল নেই এবং তার ওয়াদা সত্য আর তা অতি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে। লক্ষ কোটি সালাম ও দুরূদ ইমামুল মুরসালীন, খতামুন নাবী'য়ীন হযরত মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি এবং তার পরিবারগণের প্রতি, সাহাবাদের প্রতি, শুহাদাগণের প্রতি ও সত্যের সৈনিকদের প্রতি।

এটাই শেষ জামানা, যেখানে সত্যকে মিথ্যায় আর মিথ্যাকে সত্যে রুপান্তর করা হচ্ছে। মানুষ ডুবে আছে পাপাচারে, অন্ধবিশ্বাসে আর এটাই সেই সময় যখন আল্লাহ আমাদেরকে আযাবের দ্বারা ধ্বংস করে দিবেন। এটা চূড়ান্ত কেয়ামত না হলেও বড় একটি জাতি কেয়ামত হবে। যার ফলে পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ মানুষই মারা যাবে যা হাদিছে উল্লেখ এসেছে এবং তা এসেছে ইমাম মাহদীর আগমনের আলামত হিসেবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনে বলেন-

এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।
- সূরা বানী-ইসরাঈল (الإسرا), আয়াত: ৫৮

কিন্তু এই ধ্বংস আগের সেই বানী ইসরাঈল জাতি, সামুদ জাতি, 'আদ জাতি আর লুত নাবীর (আঃ) জাতির মত না। আমাদের শেষ নাবী ﷺ এসেছেন আমাদের জন্য রহমত হিসেবে, তাই আমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন না এবং আকাশ থেকেও আযাব দিবেন না। এই আযাব হবে আমাদের দুই হাতের কামাই এর ফলেই। এই আযাব দিবেন আমাদের উপর শত্রু চাপিয়ে দিয়ে। তাদের মাধ্যমেই আমাদের আযাব দিবেন। হাদিছের বর্ণিত সেই ফিতনার যুগ এটাই। আর কিসের অপেক্ষা আযাব আসার? উম্মত বুঝতে বুঝতে অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং বেশির ভাগই সতর্ককারীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। সর্বশেষ ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ১৯২৪ সালে ধ্বংস হয়ে যায়। আর হাদিছে রয়েছে ইসলামের

বড় কোন ক্ষতি হওয়ার ১০০ বছরের মাথায় তথা প্রতি শতাব্দীতে আল্লাহ একজন মুজাদ্দিদ বা দ্বীন সংস্কারক মনোনীত করে পাঠান। আর সেই সময়টি এখন একদমই নিকটে (২০২১-২০২৪) যখন সেই মুজাদ্দিদ এর আগমন ঘটবে, যিনি ইসলামকে পুনরায় সংস্কার করবেন ও সেই আগের মূল ইসলামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি এসেই চূড়ান্ত সতর্কবার্তা জানাবেন। আর আল্লাহ প্রত্যেক জাতিকে আযাব দেওয়ার আগে সেখানে সতর্ককারী পাঠায়। এটাই আল্লাহর নিয়ম। আগামীতে ধেয়ে আসা এই আযাব থেকে বাচতে হলে শিরক, পাপাচার, অন্ধবিশ্বাস, পীরপূজারী ত্যাগ করে ইসলামে পুরোপুরিভাবে ঢুকতে হবে ও পরিপূর্ণ দ্বীন মানতে হবে এবং দ্রুতই সেই সতর্ককারী মুজাদ্দিদকে খুজে বের করতে হবে। যিনি এই উম্মাহর রাহবার হয়ে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন ও এই জাতি কেয়ামত থেকে বাঁচার দিক-নির্দেশনা দিবেন যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এই আযাব থেকে মুক্তি দেন। এই মুক্তি যেন হয় দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করার মাধ্যমে কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যে তার দ্বীনের সাহায্য করবে আল্লাহ তার সাহায্য করবেন!" সুবহানাল্লাহ!
(আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই কথাগুলো বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন।)

"**ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী – কাসিদায় সওগাত ও আগামী কথন**" – শিরোনামে সংকলন করা আরেকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বইতে প্রাচীন দুইটি ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে। আর দেখা গিয়েছে এগুলো এই জামানার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আগামী কথন ২০১৮ সালে প্রকাশিত হলেও এটিও অনেক পুরাতন একটি কবিতা। কাসিদায়ে শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ বা কাসিদায় সওগাত লেখা হয় প্রায় ৮০০ বছরেরও আগে। আর তার অনেকগুলো ভবিষ্যৎবাণী করা কবিতা রয়েছে। তার মধ্যে শুধু এই জামানার সাথে যেটি সামঞ্জস্যপূর্ণ শুধু সেটি উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই কবিতা দুটি আমাদের জন্য এক ধরনের সতর্কবার্তা। আমরা এই ফিতনাময় জামানার অবস্থা সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারি যে আমাদের ধ্বংস বেশি দূরে নেই। তাই এখনি আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। আর এই কবিতা দুটিই এক ধরনের সতর্কবার্তা।

- জিহাদুল ইসলাম

http://t.me/anmdak

সূচিপত্র

ভূমিকা

এই বইটি সেই সকল মানুষদের জন্য যারা দুনিয়াবী বিভিন্ন ফিতনায় জড়িত কিন্তু বাস্তবতা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না ও যারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের ফিতনাগুলো সম্পর্কে অজ্ঞ। হাদিসে এসেছে যারা ফিতনা সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে ফিতনা তাদেরকে ছুতে পারবে না। কোন ঘটনা ঘটলেই মানুষ মনে করেন এটি স্বাভাবিক কিন্তু প্রত্যেকটি বড় ঘটনার পিছনে আল্লাহ তা'য়ালা রহস্য রেখে দিয়েছেন আর রেখেছেন আমাদের জন্য সংকেত বা আলামত বা নিদর্শন। বিভিন্ন ফিতনার হাদিসে অর্থাৎ মহানবী ﷺ এর বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণীর হাদিসের সাথে এই জামানার ঘটনাগুলো মিলে যাচ্ছে। আর তা থেকে বুঝতে পারছি আমরা শেষ জামানার শেষ সময়ে রয়েছি। আর সেই ভবিষ্যৎবাণীগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও। কিয়ামত পর্যন্ত সকল কিছুই আল্লাহ তার রসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কে জানিয়েছেন আর তার মাধ্যমে আমরা পরে জেনেছি। তাই যেকোনো ঘটনা দেখে, যেকোনো ফিতনার আলামত দেখে আমাদের সহজেই তা চিনে ফেলার সুযোগ রয়েছে এবং ফিতনা থেকে বেচে থাকারও উপায় রয়েছে। কিন্তু আমরা বেশির ভাগই গাফেল। তারপরও ফিতনার জামানাতে যেসব বিষয়ে ভ্রান্তি ছিল সেগুলো বিভিন্ন সময় আল্লাহর মনোনীত বান্দারা, মুজাদ্দিদরা গোপন বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা থেকে দিক নির্দেশনা ও ইলহাম পেয়ে তা মানবজাতির কল্যাণে লাগিয়েছেন ও দ্বীনকে সংস্কার করেছেন। আল্লাহ তার দ্বীনকে প্রতি শতাব্দীতেই সংস্কার করেন ও পুনরুজ্জীবিত করেন। তারা কুরআন-হাদিসের জ্ঞান ছাড়াও বিশেষ জ্ঞান প্রদত্ত হন যার মাধ্যমে তারা সঠিক-বেঠিক, ভালো-মন্দ অন্যদের থেকে আরো ভালো করে আলাদা করতে পারেন। এছাড়াও আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দারাও আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন। তারা উম্মাতকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য বিশেষ ইলম দিয়ে বিভিন্ন কিতাবাদি লিখেছেন এবং বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। আর সেই সকল ভবিষ্যৎবাণীগুলো সেই রসূলের ﷺ করা ভবিষৎবাণীকেই হুবহু সত্যায়ন করে।

এই যুগে অনেক মুসলিমরাই বাতেনি ইলম বা গুপ্ত ইলম বা ইলমে লাদুনি এর উপর বিশ্বাস রাখেনা। তারা বলে সব কিছুই জাহেরি ইলম বা প্রকাশ্য ইলম আর সেটি শরীয়তের মাধ্যমে পরিপূর্ণ। এই একটিতে বিশ্বাস না রাখার জন্য তারা ঈমান থেকে বের হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর কাছ থেকে বিভিন্ন সময় অনেকেই বাতেনি ইলম তথা বিশেষ জ্ঞান পেতে পারেন। এ বিষয়ে এই বইয়ের প্রথমেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা আপনাকে এই ভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিবে ইনশাআল্লাহ।

বইটিতে অনেক গত হওয়া ঘটনা উল্লেখের পাশাপাশি আগামিতে হতে যাওয়া ভবিষ্যৎবানী যা হাদিস থেকেও পাওয়া যায় তার কিছু অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহকে ভবিষ্যতের বিষয়ে সামান্য অবগত করার জন্যই এই প্রচেষ্টা। এই বইটিতে যারা সাহায্য করছে তাদের নাম আমি প্রকাশ করছি না। সবাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিক যারা এতে সাহায্য করেছে এবং ওই সকল সত্যের সৈনিকদের যারা সত্যের উপর অটল রয়েছে।

এই ইলহামী ভবিষ্যৎবাণীগুলো পড়ার পর মনে আরো প্রশ্ন জাগবে যেমন গাজওয়াতুল হিন্দ কখন হবে এবং এর ইমাম কে, সেনাপতি কে, তারা কোথা থেকে প্রকাশ পাবে, ইমাম মাহদী এর পরে অন্য ইমামগণদের পরিচয়, তাদের কথা হাদিসে আছে কিনা ইত্যাদি। সেই সকল তথ্য হাদিসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা বা এসকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ এর রচিত বই গুলো পড়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১ম পরিচ্ছেদ

ইলহাম বিষয়ে ভ্রান্তি নিরসন

১ জাহেরি ইলম ও বাতেনি ইলম বা ইলমে লাদুনি কি?

ইল্‌ম দুই প্রকার। যথাঃ
১। জাহেরি ইল্‌ম (প্রকাশ্য জ্ঞান)।
২। বাতেনি ইল্‌ম (গুপ্ত জ্ঞান)।

১। জাহেরি ইলম (প্রকাশ্য জ্ঞান): আমাদের এই জামানা অনুসারে জাহেরি ইলম (প্রকাশ্য জ্ঞান) হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ, হাদিস, ইজমা-কিয়াস অর্থাৎ এক কথায় বলতে শারীয়াহ। এগুলো সব আমাদের কাছে প্রকাশ্য জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়া। অজু করার পদ্ধতি, কুরাআন পড়ার জ্ঞান, ইসলামী শরীয়তী বিধিবিধান ও ফিকহ সম্পর্কিত জ্ঞান, যা আমাদের শেষ রসূল ও নবী ﷺ এর মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। যা আমরা প্রচেষ্টা করলেই অর্জন করতে পারি যেটাকে ইসলামী জ্ঞানার্জনও বলতে পারি।
২। বাতেনি ইলম (গুপ্ত জ্ঞান): এটি আল্লাহ তায়ালা হতে পাওয়া বিশেষ জ্ঞান। যা আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে দান করতে পারেন। এই জ্ঞান কোন প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জন সম্ভব নয়। এটি কোন রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই আসে।
এই সম্পর্কে বলা এখন খুবই ভয়ংকর। কারণ অনেক মানুষ গুপ্ত জ্ঞান বলতে এখন কিছুই বিশ্বাস করে না। তারা বলে সব জ্ঞান প্রকাশ্য। গুপ্ত জ্ঞান বলতে কিছু নেই। রসূল ﷺ কোন বিষয় আমাদের অনবগত করে যাননি আরো ইত্যাদি ব্যাখ্যা। আবার অনেকে এটাকে সুফিবাদ এর একটা ব্যাপার বলে ধরে নেয়। এই বিষয় নিয়ে এত বিভ্রান্তি কারণ এই বাতেনি ইলম এর কথা আবার মাজার পূজারীরাও বলে থাকে, তারা বলে থাকে তাদের আর নামাজ, রোজা এর দরকার নেই, তারা বাতেনি ইলম পেয়ে গেছে বা মারিফত পেয়ে গেছে। যদিও তারা মিথ্যা বলে এ ব্যাপারে কিন্তু বাতেনি ইলম এর প্রতি অবশ্যই ঈমান রাখতে হবে।

যেমন হযরত দাউদ আঃ কে আল্লাহ তায়ালা লৌহকে গরম করে পিটিয়ে বিভিন্ন আকৃতি দেওয়ার কৌশল শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগের গত হয়ে যাওয়া

নবীদের এই জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা দেননি। আবার স্বপ্নের তাবীর করার জ্ঞান ইত্যাদি। এই সকল জ্ঞান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে দেন এবং বিভিন্ন অলি-আউলিয়ারাও পেয়ে থাকেন তবে তাদের সরাসরি ইলহাম না হয়ে অনেক সময় স্বপ্ন বা কাশ্ফ যোগে হয়ে থাকে।

কিন্তু যেখানে ইমাম ও আল্লাহর মনোনীত খলীফা-বান্দাদের কথা সেখানে তারা সরাসরি ইলহামপ্রাপ্ত হন ও সরাসরি অন্তঃকরণ হয়ে থাকে। আর তারা ইলমে লাদুনি এর অধিকারী হয়ে থাকেন। ইলমে লাদুনির কথা কুরআন মাজীদের সূরা কাহফে আলোচিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

فَوَجَدا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

অর্থঃ অতঃপর তাঁরা উভয়ে (হযরত মূসা ও হযরত ইউশা আঃ) আমার বান্দাদের এমন একজনের দেখা পেলেন, যাঁকে আমি আমার কাছ থেকে বিশেষ রহমত দান করেছি এবং তাঁকে আমি আমার পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি"। (সূরা কাহফ, আয়াতঃ ৬৫)

হাদিসে এসেছে,

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ উপহার হলো তারা ইলহাম পাবে। যেমন আমার জামানাই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পেয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ ইলহাম কি? তিনি বললেন, গোপন ওহী। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলবেন।

- (কিতাবুল ফিরদাউস, ৭৯৬)

হযরত আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর আনসারী আল বদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলে পাক ﷺ বলেছেন, পূর্ববর্তী যুগে আল্লাহ তা'আলা বনি ইসরাইলের নিকট বারো জন ইমাম পাঠিয়েছিলেন, আর তারা ছিল ওহী প্রাপ্ত। আর আমার উম্মতদের মধ্যেও বারো জন ইমাম থাকবে, যারা আল্লাহর নির্দেশনা পাবে।

- (কিতাবুল ফিরদাউস, ৭৯৭)

২ ইলহাম ও ওহীর মধ্যে পার্থক্য

ওহী কি?

ওহী বা ওয়াহী (আরবি: وحي) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন সূক্ষ্ম ও গোপন ইশারা, যা ইশারাকারী ও ইশারা গ্রহণকারী ছাড়া তৃতীয় কেউ টের পায় না। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে এ শব্দটি ইলকা বা মনের মধ্যে কোনো কথা নিক্ষেপ করা ও ইলহাম বা গোপনে শিক্ষা ও উপদেশ দান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারিক ভাবে ওহী দ্বারা ইসলামে আল্লাহ কর্তৃক রসূলদের প্রতি প্রেরিত বার্তা বোঝানো হয়। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে,

"নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ওহী পাঠিয়েছি, যেমন ওহী পাঠিয়েছি নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট এবং আমি ওহী পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া‘কূব, তার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের নিকট এবং দাঊদকে প্রদান করেছি যাবূর।" [আল-কুরআন ৪:১৬৩]

ওহী মূলত আসতো রসূলদের কাছে। আর যেগুলো শরীয়াহ এর সেগুলো ওহীতে আসা বার্তাই। এটা ইলহামের চেয়ে বেশি ভারী ও বেশি মর্যাদার। তবে সব ওহী কিন্তু শরীয়াহ না। যেমন দাউদ (আঃ) কে আল্লাহ তায়ালা শিখালেন কিভাবে লোহাকে পিটিয়ে কিছু তৈরি করা যায়, ধারালো অস্ত্র বা বর্ম ইত্যাদি। এই জ্ঞান তখন অন্য কারো কাছে ছিল না। এটা তখন করা ফরজ বা সুন্নত বা নফল ও ছিল না। এটা একটা গোপন শিক্ষা যা দ্বীনের জন্য তখন কাজে লাগানো যেত।

কাশফ ও ইলহাম

প্রথমেই বলে নেই, কাশফ, ইলহাম, স্বপ্ন এগুলো শরীয়তের কোন দলিল না। তবে আল্লাহ অনেক অজানা জিনিস জানিয়ে দিতে পারেন এর মাধ্যমে যা তার জন্য উপকারি হবে। যেমন মানুষ আল্লাহর কাছে ভালো না খারাপ কিছু জানার জন্য ইস্তেখারা করে। এর নামাজ পড়ে ও দুয়া করে।

কাশ্‌ফ কি?

কাশ্‌ফ মানে হল অজানা কোন বিষয় নিজের কাছে প্রকাশিত হওয়া। এ কাশফ কখনো সঠিক হয় আবার কখনো মিথ্যা হয়। কখনো বাস্তবসম্মত হয়, কখনো বাস্তব পরিপন্থী হয়। তাই এটি শরীয়তের দলীলতো নয়ই, উপরন্তু এটিকে শরীয়তের কষ্টিপাথরে যাচাই করা আবশ্যক।

এমনিভাবে কাশফ ইচ্ছাধীন কোন বিষয় নয় যে, তা অর্জন করা শরীয়তে কাম্য হবে বা সওয়াবের কাজ হবে। অনুরূপ কাশফ হওয়ার জন্য বুযুর্গ হওয়াও শর্ত নয়। বুযুর্গ তো দূরের কথা, মুমিন হওয়াও শর্ত নয়। কাশফ তো ইবনুস সাইয়্যাদের মত দাজ্জালেরও হতো। সুতরাং কাশফ বুযুর্গ হওয়ার দলীল হতে পারে না।

- (মাওকিফুল ইসলঅম মিনাল ইলহাম ওয়াল কাশফি ওয়াররুয়া ১১-১১৪; রূহুল মাআনী ১৬/১৭-১৯; শরীয়ত ও তরীকত কা তালাযুম ১৯১-১৯২; শরীয়ত ও তরীকত ৪১৬-৪১৮; আত তাকাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাউফ ৩৭৫-৪১৯)

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহঃ বলেন, ‘‘বুযুর্গদের যে কাশফ হয়ে থাকে, তা তাঁদের ক্ষমতাধীন নয়। হযরত ইয়াকুব আঃ এর ব্যাপারটি লক্ষ্য করুন। কত দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছেলে ইউসুফ আঃ এর কোন খবর তাঁর ছিল না। অথচ খবর না পাওয়ার কারণে যে কষ্ট তিনি পেয়েছেন তা সবারই জানা। কাঁদতে কাঁদতে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যদি কাশফ ইচ্ছেধীন কোন কিছু হতো, তাহলে ইয়াকুব আঃ কেন কাশফের মাধ্যমে খবর পেলেন না? আর যখন বিষয়টি জানার সময় হল, তখন বহু মাইল দূর হতে হযরত ইউসুফ আঃ এর জামার ঘ্রাণ পর্যন্ত পেতে লাগলেন। সুতরাং, কাশফ যখন কারো ইচ্ছেধীন নয়, তখন এটাও অপরিহার্য নয় যে, বুযুর্গদের সর্বদা কাশফ হতেই থাকবে।’’

- (ইলম ও আমল, বাসায়েরে হাকীমুল উম্মত-২১৫-২১৬)

কাশ্ফ হতে অর্জিত জ্ঞান কতটুকু আমলযোগ্য?

কাশ্ফ মূলত আরবী শব্দ। যার অর্থ উম্মুক্ত হওয়া, বাতেনী রহস্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া। তরিকতের দৃষ্টিতে কাশ্ফ হচ্ছে এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি, যার সাহায্যে প্রকৃত অলি, গাউস ও সাধক বাতেনী জগতের দৃশ্য, অদৃশ্য বিষয়াদি এবং আল্লাহ্ তা'আলার জাত ও সিফাতকে জানতে প্রয়াস পান। এবং ভবিষ্যত জগতের অনেক কিছু তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে এটা অর্থাৎ কাশ্ফ প্রকৃত আল্লাহ্র বন্ধুদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হতে খাস দয়া ও করুণা। কোন কোন তরিকতপন্থী সূফির নিকট কাশ্ফ লব্ধ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। কিন্তু ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত শাহ্ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ অনেক বুজর্গানে দ্বীন প্রসিদ্ধ ও হকপন্থী তরিকতের ইমামদের উক্তি উদ্ধৃতি পূর্বক লিখেছেন যে, আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রসূল তথা শরিয়তের বিধি-বিধানকে ওলিদের কাশ্ফ অতিক্রম করতে পারে না। কুরআন ও প্রিয়নবীর ﷺ সুন্নাহ্ তথা ওহীর মাধ্যমে যে ইলম অর্জিত অর্থাৎ ইলমে দ্বীন এটাই মূলজ্ঞান। প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাধক-অলিকুল শিরমণি, সৈয়্যদুনা হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আমাদের সূফীদের ইলম (হাল ও কাশ্ফ) হল মহান আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও রসূলে পাক ﷺ -এর সুন্নাত দ্বারা আবদ্ধ। আর যে কাশ্ফের স্বপক্ষে কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রসূল সাক্ষ্য দেয় না তা কোন বস্তুই নয়। আর তাই প্রকৃত অলিদের ইলম তথা কাশ্ফ অর্জিত জ্ঞান কখনো কিতাবুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও সুন্নাতে রসূলের বাইরে যাবে না। যদি সামান্য পরিমাণও বাইরে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে তা প্রকৃত ইলম নয়, প্রকৃত সূফীদের কাশ্ফও নয়। বরং নিছক মূর্খতা। আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন, সে বহু কাশ্ফের অধিকারী ব্যক্তিকে ধোকায় পতিত করে। ফলে ঐ ধরনের কাশ্ফের দাবীদার ভন্ডরা সেটাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনে করে। এটার উপর আমল করে নিজে যেমন পথভ্রষ্ট হয় অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে। ঐ জন্যই শরিয়ত তরিকতের প্রখ্যাত ও প্রকৃত শায়খ ও ইমামগণ কাশ্ফ দ্বারা অর্জিত ইলমের/জ্ঞানের উপর আমল করার পূর্বে তা কিতাবুল্লাহ্ তথা আল্লাহর কিতাব ও

সুন্নাতে রসূলের মাপকাঠিতে যাচাই করে নেন। যদি কাশ্ফে অর্জিত জ্ঞান কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতের অনুরূপ হয় তবেই তা আমলযোগ্য, নতুবা তা পরিত্যাজ্য এবং আমল যোগ্য নয়। বরং তা শয়তানের প্রতারণা মনে করতে হবে।

- (ফতোয়ায়ে রজভীয়া: কৃত- ইমাম আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা বেরলভী রহ. ও সাবয়ে সানাবেল: কৃত- মীর আবুল ওয়াহিদ বিলগরামী ইত্যাদি)

ইলহাম কি?

ইলহামের পারিভাষিক অর্থ হল, চিন্তা ও চেষ্টা ছাড়াই কোন কথা অন্তরে উদ্রেক হওয়া। ইলহাম কাশফেরই প্রকার বিশেষ। ইলহাম সহীহ হলে তাকে ইলমে লাদুন্নী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কথা হল ইলহামও স্বপ্নের ন্যায় কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আবার কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। যে ইলহাম শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কিত নয় এবং তার বিষয়বস্তু শরীয়তপন্থী নয় বা যে ইলহাম শরীয়তের কোন হুকুম আহকাম সম্পর্কিত কিন্তু এর পক্ষে শরীয়তের দলীলও বিদ্যমান থাকে, শুধু এ ধরণের ইলহামকেই সহীহ ইলহাম বলা হবে এবং ধরা হবে এটি আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে হয়েছে। এটি আল্লাহ তাআলার নিয়ামত বলে পরিগণিত হবে। এ ব্যাপারে তাঁর শোকর আদায় করা দরকার। আর যদি ইলহামে উপরোক্ত শর্তগুলো না পাওয়া যায়, তাহলে ধরে নেয়া হবে যে তা শয়তানের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরণের ইলহাম থেকে বিরত থাকা এবং তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা আবশ্যক।

- (ফাতহুল বারী-১২/৪০৫, কিতাবুত তাবীর, বাব-১০, রূহুল মাআনী-১৬/১৬-২২, তাবসিরাতুল আদিল্লা-১/২২-২৩, মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইলহাম ওয়াল কাশফি ওয়াররুয়া-১১-১১৪)

এক কথায় যদি বলা হয় এই জামানা অনুসারে- "ঐ সকল বাতেনী ফয়েজ [ইলহাম] যা জাহেরের [শরীয়তের] পরিপন্থী তা ভ্রান্ত।"

- (তাফসীরে রূহুল মাআনী-১৬/১৯)

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لِمَّةً، وَلِلْمَلَكِ لِمَّةً، فَأَمَّا لِمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ، وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لِمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ مِنَ الْآخَرِ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ قَرَأَ {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا} البقرة: ٢٦٨

নিশ্চয় মানুষের অন্তরে শয়তানের পক্ষ থেকেও কথার উদ্রেক হয়, ফেরেশতার পক্ষ থেকেও কথার উদ্রেক হয়। ফেরেশতার উদ্রেক হল, কল্যাণের প্রতি প্রতিশ্রুতি দান এবং হকের সত্যায়ন করা। যে ব্যক্তি এটি অনুভব করবে, তাকে বুঝতে হবে যে, তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, তাই তার প্রশংসা করা উচিত। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয়টি অনুভব করবে, তাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করতে হবে। অতঃপর তিনি [সূরা বাকারার ২৬৮ নং] আয়াত পাঠ করেন, অর্থাৎ শয়তান তোমাদের অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অধিক অনুগ্রহের ওয়াদা করেন।

- (সুনানুল কুবরা লিননাসায়ী, হাদীস নং-১০৯৮৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৯৯৭; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস নং-৪৯৯৯; সুনানে তিরমিজী, হাদীস নং-২৯৮৮)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ উপহার হলো তারা ইলহাম পাবে। যেমন আমার জামানাই উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পেয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ ইলহাম কি? তিনি বললেন, গোপন ওহী। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলবেন।

- (কিতাবুল ফিরদাউস, ৭৯৬)

তবে যদি তা ইসলামী শরীয়তের সাথে বিপরীত না হয়, তাহলে তাকে কি করতে বলা হয়েছে তা আপনারা উপরের ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝেছেন। হাদিসে এসেছে তার

প্রশংসা করা উচিত। এই শেষ জামানার প্রত্যেক ইমামগণ ইলহাম প্রাপ্ত হবেন। যেমন ইমাম মাহমুদ, ইমাম মাহদী, ইমাম মানসূর, ইমাম জাহজাহ আর সর্বশেষ আসবেন ঈসা (আঃ) আসবেন যিনি আমাদের শেষ নবীর (ﷺ) কুরআনের শরীয়তই মানবেন। ইলহাম মূলত এক ধরনের বার্তা যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় সেটির বার্তা বাহকও হচ্ছেন রুহুল আমিন, রুহুল কুদ্দুস হজরত জিবরাইল (আঃ)। এমন কি ইমাম মহাদি এর সময় সে নিজেই ইমাম মাহদী এর সত্যায়ন করবেন মানুষকে প্রকাশ্যে। সিরাত থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো যাতে এর প্রমান পাওয়া যায়-

নবী করীম ﷺ প্রচার-মাধ্যমের গুরুত্বকে কখনো অবহেলা করেননি, বরং মিডিয়াযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সে যুগের প্রচলিত প্রচার মাধ্যমকে সময় ও সুযোগ মতো পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ইসলামপূর্ব যুগে কাবার দেয়ালকে সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কাফেররা বিভিন্ন কুৎসামূলক কথা রটনা করত। তখন নবী ﷺ 'রসূলের কবি' খ্যাত হযরত হাস্সান বিন সাবেত রা. কে বলতেন, 'হে হাস্সান! আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে জবাব দাও। আল্লাহ রূহুল কুদস (জিবরাইল) দ্বারা তোমাকে সাহায্য করবেন।' নির্দেশ পালনার্থে হযরত হাস্সান বিন সাবেত রা. নিজের ইলহামী কাসীদার (কবিতার) সাহায্যে কাফের-মুশরিক ও ইসলামের শত্রুদের এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন যে, তাদের কয়েক পুরুষ পর্যন্ত তারা একথা ভুলতে পারত না। এখানে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান দিয়ে সে কবিতা লিখতো।

সর্বপ্রথম যেটি জানা দরকার, এই জামানায় আর কেউ ওহী পাবে না। আর যে বলবে সে ওহী পাচ্ছে, সে নিশ্চয়ই মিথ্যাই বলছে ও ভ্রান্ত দাবি করছে। এমন কি ইমাম মাহদী যে গুপ্ত ইলম পাবে সেটি ইলহাম হবে। সেটি ওহী এর চেয়ে হালকা হয়ে থাকে ভারে। আর এ দিয়ে কখনই শরীয়াহ পরিবর্তন করা যাবে না। যদি ইলহাম থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান শরীয়াহ এর বিপরীত হয় তাহলে তা ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। হাদিসে এসেছে,

হযরত ইমাম বাকের) রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম কাজিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, যামানার ইমামগণ ইলহাম প্রাপ্ত হন, আর ইমাম মাহদীও আল্লাহর গোপন বাণী পাবেন।

- (কিতাবুল ফিরদাউস, ১০৮৬)

আর যারা মুজাদ্দিদ, আল্লাহর মনোনীত বান্দা হবেন, ইমাম হবেন, তারা আল্লাহ থেকে সব সময় সরাসরি ইলহাম প্রাপ্ত হবেন এবং অনেক অজানা বিষয় তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। ইলহাম দিয়ে আগামীর অনেক রহস্য জানা যায় যদি সে আসলেই আল্লাহ এর প্রিয় বান্দা, মনোনীত বান্দা হয়। আর গুপ্ত জ্ঞান আল্লাহর কাছেই। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন। এতে কারো হাত নেই।

স্বপ্ন কি?

হাদিসে সরাসরি এসেছে, স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ ভাগের ১ ভাগ। এটিও ইলহামের মত আল্লাহ প্রদত্ত হতে পারে আবার শয়তান থেকেও হতে পারে। স্বপ্নে অনেক কিছু মানুষ দেখতে পারে। শেষ জামানায় মুমিন ব্যাক্তিদের স্বপ্নগুলো সত্যি হবে এবং স্বপ্নেও রুহুল কুদ্দুস আসতে পারেন বার্তা নিয়ে। তবে তা বিশেষ ব্যাক্তিদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

৩ ইলহাম সত্য এবং সহীহ দলিল দ্বারা প্রমাণিত

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন, তিনিই একমাত্র গায়েব জানেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এই কথা বলা নেই যে, তিনি গায়েবের বিষয়গুলো অন্য কাউকে জানাবেন না। তিনিই একমাত্র গায়েব জানেন এটি যেমন সত্য, তেমনি আল্লাহ তায়ালা গায়েবের অনেক বিষয় মাখলুককেও জানান, সেটিও সত্য। অর্থাৎ গায়েবের বিষয়ে মাখলুকের কোন স্বাধীন জ্ঞান নেই। গায়েবের বিষয় সম্পর্কে জানার নিজস্ব কোন ক্ষমতা মাখলুকের নেই। কেউ যদি দাবী করে যে, সে চাইলেই গায়েবের যে কোন বিষয় সম্পর্কে

জেনে নিতে পারে তাহলে তা হবে সুস্পষ্ট শিরক। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নিভর্শীল। তিনি কাকে, কখন, কোথায় কোন গায়েব সম্পর্কে জানাবেন একমাত্র তিনিই ভালো জানেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদেরকে ওহী পাঠানোর মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করতেন আর তাঁর অন্যান্য প্রিয় বান্দাদের স্বপ্ন এবং ইলহামের মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন। ইলহামের পারিভাষিক অর্থ হল, চিন্তা ও চেষ্টা ছাড়াই কোন কথা অন্তরে উদ্রেক হওয়া। ইলহামও স্বপ্নের ন্যায় কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, আবার কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। যে ইলহাম শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কিত নয় বা যে ইলহাম শরীয়তের কোন হুকুম আহকাম সম্পর্কিত কিন্তু এর পক্ষে শরীয়তের দলীলও বিদ্যমান থাকে, শুধু এ ধরনের ইলহামকেই সহীহ ইলহাম বলা হবে এবং ধরা হবে এটি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়েছে। এটি আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত বলে পরিগণিত হবে। আর যদি ইলহামে উপরোক্ত শর্তগুলো না পাওয়া যায় তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, তা শয়তানের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরনের ইলহাম থেকে বিরত থাকা এবং তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা আবশ্যক। [ফাতহুল বারী, ১২/৪০৫ ।। কিতাবুত তাবীর, বাব ১০]

বাতেনী ইলম বা ইলহাম এর দলীল

১) আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে হযরত মারইয়াম আঃ এর ঘটনা উল্লেখ করেছেনঃ সে বলল, নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রভূর প্রেরিত দূত। আমি তোমাকে পবিত্র একটি ছেলে দেওয়ার জন্য এসেছি। [সূরা মারইয়াম, আয়াত নং ১৯]

সর্বজন বিদিত একটি বিষয় হলো, হযরত মারইয়াম আঃ আল্লাহর নবী বা রসূল ছিলেন না। তিনি একজন সত্যবাদী বিদূষী নারী ছিলেন। সুতরাং তিনি যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, সেটি জিবরাইল আঃ এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জানিয়েছেন।

২) হযরত মূসা আঃ এর মায়ের ঘটনা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ আমি মূসার মায়ের কাছে ওহী পাঠালাম যে, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাকো।

যখন তুমি তার জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তাকে সাগরে নিক্ষেপ করবে আর তুমি কোন চিন্তা ও ভয় করবে না। নিশ্চয়ই আমিই তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে আমার রসূলদের অন্তর্ভূক্ত করবো। [সূরা কাসাস, আয়াত ৭]

হযরত মূসা আঃ এর মা নবী ছিলেন না। তার নিকট আল্লাহ তায়ালা যে সংবাদ পাঠিয়েছেন এটিও একটি গায়েবের সংবাদ। অর্থাৎ আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রসূলদের অন্তর্ভূক্ত করবো, এটি গায়েবের বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা আঃ এর মাকে এটি পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন।

৩) আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহাফে হযরত খিজির আঃ এর সম্পর্কে বলেছেনঃ অতঃপর তারা উভয়ে আমার একজন নেককার বান্দার দেখা পেল, যাকে আমি আমার রহমত দান করেছি এবং আমার পক্ষ থেকে বিশেষ ইলম দান করেছি। [সূরা কাহাফ, আয়াত ৬৫]

হযরত মূসা আঃ ও হযরত খিজির আঃ এর ঘটনা সবারই জানা রয়েছে। হযরত খিজির আঃ অনেকগুলো ঘটনা ঘটান, যেগুলো সব ছিলো গায়েবের সাথে সম্পর্কিত। এই গায়েবগুলো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানত না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহাফের ৬৫ নং আয়াতে বলেছেন, আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ ইলম দান করেছি। এখানে বিশেষ ইলম দ্বারা গায়েবের ইলম উদ্দেশ্য। এ আয়াতের তাফসীরে সকলেই উল্লেখ করেছেন এখানে বিশেষ ইলম দ্বারা গায়েবের ইলম উদ্দেশ্য। কাযী শাওকানী ফাতহুল কাদীরে বলেনঃ আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন কিছু গায়েবের সংবাদ দিয়েছেন যা একমাত্র তিনিই জানেন। [ফাতহুল কাদীর, পৃষ্ঠা ৩৯০, বিন্যাসঃ ড. সুলাঈমান আল আশরক, প্রকাশনায়ঃ দারুস সালাম রিয়াদ]

ইমাম বাগাভী রহঃ এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে বিশেষ ইলম শিখিয়েছি অর্থাৎ ইলহামের মাধ্যমে কিছু বাতেনী ইলম শিখিয়েছি। আর খিজির আঃ অধিকাংশ আলেমের মতে নবী ছিলেন না। [মায়ালিমুত তানজীল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৮৪]

৪) আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেনঃ তিনি তাদের অগ্র ও পশ্চাত সম্পর্কে অবগত। তাঁর ইলমের কোন অংশ কেউ অবগত হতে পারে না, তবে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন অবগত করান। [সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৫]

ইমাম বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ তার ইলমের কোন অংশ কেউ জানে না, তবে যাকে ইচ্ছা তিনি তা জানান অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে বিশেষ ইলম শিক্ষা দেন। [আল আসমা ওয়াস সিফাত, ইমাম বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ ,পৃষ্ঠা ১৪৩]

ইমাম ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ আল্লাহর ইলমের ব্যাপারে কেউ অবগত হতে পারে না, তবে আল্লাহ তায়ালা কাউকে যদি অবহিত করেন তাহলে সে অবগত হতে পারে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতের তাফসীর]

৫) আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেনঃ তিনিই অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। অতএব তিনি তার গায়েবী বিষয় সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না। তবে তার মনোনীত রসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে তিনি তার সামনে ও পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন। [সূরা জিন, আয়াত ২৬-২৭]

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ এখানে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছু জানেন। কোন সৃষ্টি তাঁর কোন ইলম সম্পর্কে জানতে পারে না, তবে যাকে তিনি জানান কেবল সেই জানতে পারে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৮৪]

ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেনঃ আমাদের আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অনেক আয়াতে গায়েব সম্পর্কিত জ্ঞানকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। তবে তাঁর নির্বাচিত বান্দাদেরকে কিছু গায়েবের সংবাদ দিয়ে থাকেন। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর নিকটই গায়েবের ইলম রয়েছে। গায়েবের ইলম পর্যন্ত পৌছার রাস্তা সম্পর্কে তিনিই পরিজ্ঞাত। তবে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন, যাকে ইচ্ছা তার থেকে গোপন রাখেন। [তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২]

ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে লিখেছেনঃ কুরআনের স্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা আঃ তারা কী খায় ও সঞ্চয় করে সে সম্পর্কে বলেছেন এবং হযরত ইউসুফ আঃ তাদের খাদ্যের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। গায়েব সংক্রান্ত এ বিষয়গুলো অবহিত হওয়ার বিষয়টি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, তিনিই গায়েব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তিনি কারও সম্মুখে গায়েব প্রকাশ করেন না, তবে তার নির্বাচিত রসূল ব্যতীত। কেননা এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, রসূলগণ কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত। আর রাসূলের অনুসারী ওলীগণ তাদের কারণেই কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাদের মাধ্যমেই সম্মানিত হন। রসূল ও ওলীর কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য হলো রসূল ওহী পাঠানোর সবগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন, আর ওলী শুধু স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন। [ফাতহুল বারী, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৫১৪]

কাযী শাওকানী তাফসীরে ফাতহুল কাদীরে লিখেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা কোন কোন বান্দাকে কিছু কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন। [ফাতহুল কাদীর, কাযী শাওকানী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২০]

তাফসীরে বায়যাবীতে এসেছেঃ ফেরেশতাদের মাধ্যমে গায়েব অবহিত হওয়ার বিষয়টি রসূলগণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ওলীগণ কিছু কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন ইলহামের মাধ্যমে। [তাফসীরে বায়যাবী, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৩৬৪]

সংক্ষিপ্ত কথা হলো, গায়েবের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর নিকট। তিনি ছাড়া কেউ গায়েব জানে না। তবে ফেরেশতা, নবী-রসূল, ওলী ও অন্যান্যদেরকে যদি আল্লাহ তায়ালা গায়েব সম্পর্কে অবহিত করান তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যতটুকু জানান, তারা কেবল ততটুকুই জানতে পারেন।

৪ গায়েব কি?

গায়েব এর বিষয় শুধু মাত্র আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি তা থেকে যে কাউকে অবগত করেন সে ঠিক ততটুকুই জানতে পারে যতটুকু ঠিক জানানো হয়। কিন্তু অনেক জানা বিষয় যা আমাদের নবী ﷺ ১৪০০ বছর আগেই জানিয়ে গেছেন সেগুলোকেও আজ গায়েব এর বিষয় বলে আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও গায়েব কি তা সম্পর্কে তারা অবগত নন। কেয়ামত হবে এটা ভবিষ্যতের একটি কথা আর এটি হবে তা চূড়ান্ত। কিন্তু কেয়ামত কবে হবে তা আবার গায়েব এর জ্ঞান। এর কারণ কেয়ামত হবে নিশ্চিত তা জানানো হলেও কবে কোন সময় হবে তা আল্লাহ তায়ালা কাউকে জানান নি। আর আল্লাহ তায়ালা যেটি জানান নি সেটি জানার ক্ষমতা কারো নেই। এ বিষয়ে একটি হাদিসই উত্তম উত্তর দিতে পারবে-

হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট থেকে বর্ণিতঃ "আমি যেন দেখতে একটি জাতিকে দেখতে পাচ্ছি, হাতুড়ির ঘা খাওয়া ঢালের মতো যাদের মুখমণ্ডল স্পষ্ট দৃশ্যমান, যারা রঙ্গিন রেশমী কাপড় পরিহিত এবং উন্নত জাতের অশ্ব চালনা করছে, সেখানে হত্যাযজ্ঞ এতটা অধিক যে, আহতরা নিহতদের লাশের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পার হচ্ছে। ঐ যুদ্ধে পলায়নকারীদের সংখ্যা যুদ্ধবন্দীদের চেয়ে অনেক কম।" এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলোঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞানের সাথে পরিচিত।" হযরত আলী (রাঃ) হেসে বনি কালব গোত্রের ঐ লোককে বললেনঃ "হে বনি কালব গোত্রীয় ভ্রাতা! এটি গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞান নয়; বরং এ হচ্ছে এক ধরনের অবগতি যা একজন জ্ঞানী অর্থাৎ রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট থেকে শিখেছি। কারণ গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞান কেবল কিয়ামত সংক্রান্ত জ্ঞান এবং যা কিছু মহান আল্লাহ পাক এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন তা। আর আয়াত টি হচ্ছেঃ একমাত্র মহান আল্লাহই কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি মাতৃগর্ভসমূহে যা আছে সব ব্যাপারে জ্ঞাত, আর কোন ব্যাক্তি জানেন না যে, তার জীবন (আয়ু) কোথায় শেষ হয়ে যাবে...। একমাত্র

মহান আল্লাহ মাতৃগর্ভে যা আছে- ছেলে না মেয়ে, সুন্দর না কুৎসিত, দাতা না কৃপণ, সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা এবং কোন ব্যাক্তি দোজখের অগ্নির দাহ্য কাষ্ঠ, কোন ব্যক্তি বেহেস্তি এবং কোন ব্যাক্তি নবীদের সাথী সে সম্পর্কে জ্ঞাত। অতএব, গায়েব সংক্রান্ত যে জ্ঞান মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই জানে না তা হচ্ছে ঠিক এটিই। যা কিছু বলা হয়েছে তা ছাড়া আর সবকিছু হচ্ছে এমন জ্ঞান যা মহান আল্লাহ তার রসূল ﷺ কে শিখিয়েছেন। মহানবী ﷺ আবার তা আমাকে শিখিয়েছেন এবং আমার জন্য দোয়া করেছেন যাতে করে মহান আল্লাহ তা আমার হৃদয়ে স্থাপন করেন দেন এবং আমার অন্তঃকরণ তা দিয়ে পূর্ণ করে দেন।" (নাহজুল বালাগাহ, খুতবা নং ১২৮)

কুরআনের সেই আয়াতটি- "কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই আছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, জরায়ুতে কী আছে তা তিনিই জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে, কেউ জানে না কোন জায়গায় সে মরবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বাধিক অবহিত।" (সূরা লুকমান ৩১: আয়াত ৩৪)

তো এ থেকে জানা গেল গায়েব কোনগুলো আর এক ধরনের অবগতি যা জ্ঞানীদের থেকে পাওয়া জ্ঞান কোনগুলো। গায়েবী জ্ঞান যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানবে না তা হচ্ছে-

১। কেয়ামত কবে কখন হবে।

২। কে কোথায়, কখন, কবে মৃত্যুবরণ করবে।

৩। মাতৃগর্ভে যা আছে।

৪। তাদের তাকদিরে কি আছে।

৫। কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী হবে।

এছাড়া আর সকল বিষয়ের জ্ঞান আমাদের নবী ﷺ থেকে আমাদের পর্যন্ত অনেকাংশ পৌঁছেছে।

২য় পরিচ্ছেদ

কাসিদায় শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ

১ কাসিদায় শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ বা কাসিদায় সওগাত

ক্বাসীদাহ বা কাসিদা এই শব্দ এর অর্থ দিয়ে মূলত বুঝায় বড় প্যারার বা বড় ছন্দ নিয়ে লেখা কবিতা। যেকোন বড় প্যারা এর কবিতাকেই কাসিদা বলা যাবে। এবং অনেক দেশে যেকোনো কবিতাকেই কাসিদা শব্দ দ্বারা পরিচয় করানো হয়, ইংরেজি ভাষায় পোয়েম (poem) এর মত। আর আমাদের দেশে এই শব্দটিই এখন ব্যবহার হয় শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ (রঃ) এর ভবিষ্যৎবাণী করা কবিতাকে চিনাতে। কাসিদায়ে সওগাত নামেও ব্যাপক পরিচিত। এটি লেখা হয়েছিল মূল ফার্সি ভাষায়। তিনি কয়েকটি কবিতা লিখেছেন যেগুলো সবই ইলহামী জ্ঞান থেকে লেখা এবং তার মধ্যে তিন (৩) টি কবিতা বাংলায় ছাপা হয়েছে। ২ টি কবিতা যেগুলো লেখা হয়েছিল মুসলিম মোঘল সম্রাটদের জামানার সময় সম্পর্কে ও তারও আগে বা পরের জামানা সম্পর্কে, যা বহু সময় আগেকার ঘটনাগুলো প্রকাশ করেছিল তার কবিতায় তা হুবহু মিলে গেছে আরো আগেই এবং এখন ৩য় কবিতাটির কিছু অংশ বাকি যা আগামীর ঘটনার সাথে মিলে যাবে আশা করা যায়। এটি খুব প্রচলিত একটি কবিতা যার প্যারায় লেখা কথা বা ভবিষ্যৎবাণী গুলো এই জামানার সাথে মিলে যাচ্ছে এবং এর ৮০ ভাগ কথা গুলো হুবহু মিলে গেছে যা এটি সত্য প্রমান করতে যথেষ্ট। আর এই কবিতার লেখার সাথে হাদিসেরও কোন বিপরীত পাওয়া যায় না বিধায় এর গ্রহণ যোগ্যতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এজন্য এই কবিতাকে ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী বলা হয় কারণ, এই কবিতার অনেক কথা জামানার সাথে মিলে যায় যেগুলো হাদিস গ্রন্থ বা সেগুলোর বর্ণনাগুলো থেকেও আগামীতে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত পাওয়া যায় না। এটি হাদিস শাস্ত্রের বাহিরের জ্ঞান যেমন বাতেনি জ্ঞান বা ইলমে লাদুনি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান দিয়ে লেখা তা প্রমান করে। এই কবিতাগুলী আমাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি আমরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করি তাহলে হয়তো আমাদের কিছু উপকার ছাড়া ক্ষতি হবে না। ইলহাম কি তা নিয়ে উপরে আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

লেখক শাহ নিয়ামাতুল্লাহ রহঃ এর কাসিদার ইতিহাস

কাসিদায়ে শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ বা কাসিদায় সওগাত বিস্ময়কর ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত এক কাশফ ও ইলহামের কাসীদা। জগদ্বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল হযরত শাহ নিয়ামতউল্লাহ (র) আজ থেকে ৮৫২ বছর পূর্বে হিজরী ৫৪৮ সাল মুতাবিক ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন এ কাসিদা। কালে কালে তাঁর এ কাসিদার এক-একটি ভবিষ্যৎবাণী ফলে গেছে আশ্চর্যজনকভাবে। মুসলিম জাতি বিভিন্ন দুর্যোগকালে এ কাসীদা পাঠ করে ফিরে পেয়েছে তাদের হারানো প্রাণশক্তি, উদ্দীপিত হয়ে ওঠেছে নতুন আশায়। ইংরেজ শাসনের ক্রান্তিকালে এ কাসীদা মুসলমানদের মধ্যে মহাআলোড়ন সৃষ্টি করে। এর অসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড কার্জনের শাসনামলে (১৮৯৯-১৯০৫) এ কাসীদা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ফারসী ভাষায় রচিত হযরত শাহ নিয়ামতউল্লাহ (র)-এর এ সুদীর্ঘ কবিতায় ভারত উপমহাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বের ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। আল্লাহ্র অনেক প্রিয় বান্দাগণ মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে গায়েবের বিষয় সম্পর্কে ইলহাম পেয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে যে, কোন সৃষ্টি জীবের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই যে, সে ইচ্ছা করলেই গায়েবের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে এই জ্ঞান দান করে থাকেন। উপমহাদেশের ইলমী জনক শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহঃ তার ইলহামী ইলম দিয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ সাওয়াতিউল ইলহাম রচনা করেন।অনুরূপ হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ রহঃ তার ইলহামী জ্ঞানের কিছু অংশ একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এটি লিখার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতিটি ভবিষ্যৎবাণী হুবহু মিলে গিয়েছে।কবিতার ৩৭ নং প্যারা থেকে বিশেষভাবে খেয়াল করুন। কারণ এর পূর্বের লাইনগুলো অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাওয়ায় শুধুমাত্র বর্তমান ও ভবিষতে কি ঘটতে পারে এটাই আমাদের দেখার বিষয়। কিছুটা দীর্ঘ হলেও ধৈর্য সহকারে পড়লে "গাজওয়াতুল হিন্দ" সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ।

আমাদের দূর্ভাগ্যই বলা চলে, পাকিস্তানি মুসলিম ভাইদের মাঝে কাসীদাগুলো বেশ পরিচিত, প্রসিদ্ধ এবং সমাদৃত অথচ বাংলাদেশে এ সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞানই নেই। কবিতাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত ‘‘কাসিদায়ে সাওগাত’’ বইতে পাবেন। এই ছাড়াও মদিনা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত ‘‘মুসলিম পুনঃজাগরণ প্রসঙ্গ ইমাম মাহদী’’ বইতেও পাবেন। মাহমুদ প্রকাশনী থেকেও এটি বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় ‘‘শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ রহঃ এর ভবিষ্যৎবাণী’’ নামে। আর যারা উর্দু বুঝেন তারা এই নিয়ে ৮ পর্বের সিরিজ আলোচনা শুনতে পারেন, পাকিস্তানী বিশেষজ্ঞ জায়েদ হামিদ খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা সহকারে উনার সকল ভবিষ্যৎবাণী (ইলহাম) তুলে ধরেছেন। বাংলা ভাষায় রুহুল আমীন খান অনূদিত শাহ নিয়ামতুল্লাহ রহঃ এর একটি কবিতা ১৯৭০/৭১ এর দিকে এদেশে প্রকাশিত হয়েছিল। নিম্নে এ কাসীদার সারমর্ম প্রদত্ত হলো।

২ কাসিদায় শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ এর সারমর্ম

ভারতীয় উপমহাদেশেঃ

১. এখানে তুর্কী মুঘলদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, ২. তাদের পতনের পর প্রতিষ্ঠিত হবে ভিনদেশী খ্রিস্টানদের রাজত্ব, ৩. তাদের শাসনকালে মহামারী আকারে প্লেগ এবং চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং এতে বহু প্রাণহানি ঘটবে, ৪. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যাবে কিন্তু এখানে অঞ্চলে-অঞ্চলে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে স্থায়ী শত্রুতার বীজ বপন করে যাবে, ৫. ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে, ৬. অযোগ্য লোকেরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে, ৭. মানুষের আইন-কানুনের প্রতি কোন শ্রদ্ধা থাকবে না, ঘুষ, দুর্নীতি, অশ্লীলতা, জেনা, ব্যাভিচার, অরাজকতার সয়লাব সৃষ্টি হবে (উপরোক্ত ভবিষ্যৎবাণীগুলো ইতোমধ্যে হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে)।

৮. মুসলমানদের উপর বিধর্মীরা মহাজুলুম ও অত্যচার চালাবে, তাদের জান-মালের কোন মূল্য থাকবে না, তাদের রক্তের সাগর বয়ে যাবে, ঘরে ঘরে কারবালার মত আহাজারী সৃষ্টি হবে, ৯. এরপর পাঞ্জাবের প্রাণকেন্দ্র মুসলমানদের দখলে আসবে, হিন্দুরা সেখান থেকে পালিয়ে যাবে, ১০. অনুরূপ হিন্দুরা মুসলমানদের একটি বৃহৎ শহর দখল করে নিয়ে পাইকারীভাবে মুসলিম নিধন চালাবে, ১১. নামধারী এক মুসলিম নেতা এক জঘন্য চুক্তি স্থাপন করে হিন্দুদের সাহায্য করবে, ১২. এরপর দুই ঈদের মধ্যবর্তী এক সময়ে বিশ্ব জনমত হিন্দুদের বিপক্ষে চলে যাবে, ১৩. মুহররম মাসে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বীর বিক্রমে অগ্রসর হবে, ১৪. সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহ নামের দুই মহান নেতা মুসলিম ফৌজের নেতৃত্বে দিয়ে প্রচণ্ড লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পরবে, ১৫. সীমান্তের মুসলিম বীরগণ বীরদর্পে ভারতের দিকে অগ্রসর হবে, ১৬. ওদিকে ইরানী, আফগান ও দক্ষিণা সেনাগণও সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে সমগ্র ভারতবর্ষ বিজয় করে বিজয় ঝাণ্ডা উড্ডীন করবে, ১৭. উপমহাদেশব্যাপী ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, ১৮. কোথাও দ্বীন-ঈমান বিরোধী কোন তৎপরতা আর অবশিষ্ট থাকবে না, ১৯. ছয় অক্ষরবিশিষ্ট নাম যার প্রথম অক্ষর ‘গাফ’ এমন এক সুবিখ্যাত হিন্দু বণিক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম পক্ষে যোগদান করবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেঃ

১. রাশিয়া ও জাপানে প্রচণ্ড লড়াই হবে, ২. অবশেষে তাদের মধ্যে সন্ধি হবে কিন্তু তা স্থায়ী হবে না, ৩. জাপানে ভয়াবহ এক ভূমিকম্প হবে, ৪. ইউরোপে চার বছর ব্যাপী এক মহাযুদ্ধ হবে (প্রথম মহাযুদ্ধ)। এতে এক কোটি ত্রিশ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটবে, ৫. প্রথম মহাযুদ্ধের ২১ বছর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবে, ৬. এর এক পক্ষে থাকবে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, চীন ও রাশিয়া, অপর পক্ষে থাকবে জার্মান, জাপান ও ইটালী, ৭. বিজ্ঞানীগণ এ যুদ্ধে অতি ভয়াবহ আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে, ৮. প্রাচ্যে বসে পাশ্চাত্যের কথা ও সঙ্গীত শ্রবণের যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে, ৯. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছয় বছর স্থায়ী হবে এতে জানমালের

অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি হবে, ১০, দুনিয়াব্যপী যুলম-অত্যাচার, নগ্নতা, অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে (উপরোক্ত ভবিষ্যৎবাণীসমূহ ইতোমধ্যে হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে)। ১১. পাশ্চাত্যের দাম্ভিক ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতার মদে মত্ত হয়ে সারা দুনিয়ায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, তার চরম পরিণতি ভোগ থেকে তাদের নিস্তার নেই, ১২. তৃতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। আলিফ অদ্যাক্ষরের দেশের (ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা হতে পারে) কোন চিহ্ন থাকবে না। কেবল ইতিহাসেই তার নাম অবশিষ্ট থাকবে, ১৩. খ্রিস্টশক্তির চূড়ান্ত পতন সাধিত হবে। তারা আর কোনদীন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ১৪. এ সময় দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত হবেন হযরত ইমাম মাহদী।

আলোচিত মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং যুগে যুগে ফলে যাওয়া ভবিষ্যৎবাণী সমূহঃ

- ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী।
- হিন্দু কতৃক বাংলাদেশ দখল সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।
- আমাদের দেশের একজন মুনাফিক নেতার নামের প্রথম ও শেষ অক্ষর সহ ভবিষ্যৎবাণী যে কিনা এদেশকে মুশরিকদের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করবে।
- গাজওয়ায়ে হিন্দ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।
- তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এবং মানচিত্র থেকে আমেরিকা/ইংল্যান্ডের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী।
- ইমাম মাহদী এর আগমনের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী।

৩ কাসিদায় শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ বা কাসিদায় সওগাত ও ব্যাখ্যা

١

پار ینه قصه شویم ازتازه هند گویم

آفاتِ قرن دویم که افتاد از زمانه

(১) পশ্চাতে রেখে এই ভারতের অতীত কাহিনী যত
আগামী দিনের সংবাদ কিছু বলে যাই অবিরত।

ব্যাখ্যাঃ ভারত = ভারতীয় উপমহাদেশ।

٢

صاحب قرانِ ثانی نیز آلِ گور گانی

شاہی کنند اما شاہی چوں ظالمانه

(২) দ্বিতীয় দাওরে হুকুমত হবে তুর্কী মুঘলদের
কিন্তু শাসন হইবে তাদের অবিচার যুলুমের।

ব্যাখ্যাঃ দ্বিতীয় দাওর= ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়। শাহবুদ্দীন মুহম্মাদ ঘোরী রহিমাহুল্লাহ উনার আমল (১১৭৫ সাল) থেকে সুলতান ইব্রাহীম লোদীর শাসনকাল (১৫২৬ সাল) পর্যন্ত প্রথম দাওর। এবং সম্রাট বাবর শাসনকাল (১৫২৬ সাল) থেকে ভারতে মুসলিম দ্বিতীয় দাওর।

٣

عیش ونشاط اکثر گیرد جگه بخاطر

کم میکنند یکسر آں طرز ترکیانه

(৩) ভোগে ও বিলাসে আমোদে-প্রমোদে মত্ত থাকিবে তারা
হারিয়ে ফেলিবে স্বকীয় মহিমা তুর্কী স্বভাব ধারা।

ব্যাখ্যাঃ মুঘল শাসকদের অনেকই আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন। তবে কেউ কেউ প্রকৃত ইসলামী আইন কানুন ও শরীয়তের আমল থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন।

٤

رفته حکومت ازشمال آید بغیر مهمان

اغیار سکه رانند ازضرب حا کمانه

(৪) তাদের হারায়ে ভিন দেশী হবে শাসন দণ্ডধারী
জাকিয়া বসিবে, নিজ নামে তারা মুদ্রা করিবে জারি।

ব্যাখ্যাঃ ভিন দেশী = ইংরেজদের বোঝানো হয়েছে।

٥

بعد آں شود چو جنگے باروسیاں وجاپاں

جاپان فتح یابد بر ملك روسیانه

(৫) এরপর হবে রাশিয়া জাপানে ঘোরতর এক রণ
রুশকে হারিয়ে এ রণে বিজয়ী হইবে জাপানীগণ।

٦

سرحد جدا نمایندازجنگ بازآیند

صلح کنند اما صلح منافقانه

(৬) শেষে দেশ-সীমা নিবে ঠিক করে মিলিয়া উভয় দল
চুক্তিও হবে কিন্তু তাদের অন্তরে রবে ছল।

ব্যাখ্যাঃ বিশ শতকের প্রারম্ভে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জাপান কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে পীত সাগর, পোর্ট অব আর্থার ও ভলডিভস্টকে অবস্থানরত রুশ নৌবহরগুলো আটক করার মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে রাশিয়া জাপানের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

৭

طاعون وقحط یکجا گردودبه هند پیدا

پس مؤمناں بمیرند ہرجا ازیں بہانہ

(৭) ভারতে তখন দেখা দিবে প্লেগ আকালিক দুর্যোগ
মারা যাবে তাতে বহু মুসলিম হবে মহাদুর্ভোগ।

ব্যাখ্যাঃ **১৮৯৮-১৯০৮** সাল পর্যন্ত ভারতে মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে প্রায় ৫ লক্ষ লোকের জীবনাবসান হয়। ১৭৭০ সালে ভারতে মহাদূর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। বংগ প্রদেশে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এ থেকে উদ্ভুত মহামারিতে এ প্রদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায়।

৮

يك زلزله كه آيد چوں زلزله قيامت

جاپاں تباه گردد يك نصف ثالثانه

(৮) এরপর পরই ভয়াবহ এক ভূকম্পনের ফলে
জাপানের এক তৃতীয় অংশ যাবে হায় রসাতলে।

ব্যাখ্যাঃ **১৯৪৪** সালে জাপানের টোকিও এবং ইয়াকুহামায় প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

৯

تاچار سال جنگے افتد به برّغربی،

فاتح الف بگردد بر جیم فاسقانه

(৯) পশ্চিমে চার সালব্যাপী ঘোরতর মহারণ,
প্রতারণা বলে হারাবে এ রণে জীমকে আলিফগণ।

ব্যাখ্যাঃ **১৯১৪-১৯১৮** সাল পর্যন্ত চার বছরাধিকাল ধরে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। জীম = জার্মানি এবং আলিফ = ইংল্যান্ড।

١٠

جنگ عظیم باشد قتل عظیم سازد

یك صد وسی ویك لك باشد شمارجانه

(১০) এ সমর হবে বহু দেশ জুড়ে অতীব ভয়ঙ্কর
নিহত হইবে এতে এক কোটি ত্রিশ লাখ নারী-নর।

ব্যাখ্যাঃ ব্রিটিশ সরকারের তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রথম মহাযুদ্ধে প্রায় **১** কোটি **৩১** লক্ষ লোক মারা যায়।

١١

اظہار صلح باشد چو صلح پیش بندی

بل مستقل نباشد ایں صلح درمیانه

(১১) অতঃপর হবে রণ বন্ধের চুক্তি উভয় দেশে
কিন্তু তা হবে ক্ষণভঙ্গুর টিকিবে না অবশেষে।

ব্যাখ্যাঃ **১৯১৯** সালে প্যারিসের ভার্সাই প্রাসাদে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে "ভার্সাই সন্ধি" হয় কিন্তু তা টিকেনি।

١٢

ظاہر خموش لیکن پہنا کنند سامان

جیم والف مکرر رو درمبارزانه

(১২) নিরবে চলিবে মহাসমরের প্রস্তুতি বেশুমার।
জীম ও আলিফে লড়াই ঘটিবে বারংবার।

١٣

وقتیکه جنگ جاپاں باچیں فتاده باشد

نصـــرانیـــاں به پیکار آیند باهمـــانه

(১৩) চীন ও জাপানে দু'দেশ যখন লিপ্ত থাকিবে রণে
নাসারা তখন রণ প্রস্তুতি চালাবে সঙ্গোপনে।

ব্যাখ্যাঃ নাসারা মানে খ্রিষ্টান।

١٤

پس سـالِ بست ویکم آغـاز جنگ دویم

مـهلك تریـن اول باشـد به جـارحـانه

(১৪) প্রথম মহাসমরের শেষে একুশ বছর পর
শুরু হবে ফের আরো ভয়াবহ দ্বিতীয় সমর।

ব্যাখ্যাঃ ১ম মহাযুদ্ধ সমাপ্তি হয় ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সূচনা হয় ১৯৩৯ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় প্রায় ২১ বছর।

١٥

امـــداد هندیاں هم از هند داده بـاشـــد

لاعلم ازیں کـه باشد آں جمله رائیگانه

(১৫) হিন্দ বাসী এই সমরে যদিও সহায়তা দিয়ে যাবে
তার থেকে তারা প্রার্থিত কোন সুফল নাহিকো পাবে।

ব্যাখ্যাঃ ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত যে সকল আশ্বাসের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের সহায়তা করেছিল, যুদ্ধের পর তা বাস্তবায়ন করে নি।

١٦

آلاتِ برق پیما اسلاح حشربر پا

سازند اهل حرفه مشهور آں زمانه

(১৬) বিজ্ঞানীগণ এ লড়াইকালে অতিশয় আধুনিক
করিবে তৈয়ার অতি ভয়াবহ হাতিয়ার আনবিক।

ব্যাখ্যাঃ মূল কবিতায় ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে “আলোতে বকর” যার শাব্দিক অর্থ বিদ্যুৎ অস্ত্র। অনুবাদক বিদ্যুৎ অস্ত্রের পরিবর্তে আনবিক অস্ত্র তরজমা করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা হিরোসিমা নাগাসাকিতে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে। এতে লাখ লাখ বেসামরিক লোক নিহত হয়। কবিতায় বিদ্যুৎ অস্ত্র বলতে মূলত আনবিক অস্ত্রই বুঝানো হয়েছে।

١٧

باشی اگر بمشرق شنوی کلام مغرب

آید سرود غیبی بر طرز عرشیانه

(১৭) গায়েবী ধ্বনির যন্ত্র বানাবে নিকটে আসিবে দূর
প্রাচ্যে বসেও শুনিতে পাইবে প্রতীচীর গান সুর।

ব্যাখ্যাঃ গায়েবী ধ্বনির যন্ত্র রেডিও এবং টিভি।

١٨

دوالف وروس هم چیں مانند شهد شیریں

هر الف وجیم اولی هم الف ثانیانه

(১৮) মিলিত হইয়া “প্রথম আলিফ” “দ্বিতীয় আলিফ” দ্বয়
গড়িয়া তুলিবে রুশ চীন সাথে আতাত সুনিশ্চয়।

১৯

بابرق تیغ رانند کوه غضب دوانند
تا آنکه فتح یا بداز کینه وبهانه

(১৯) ঝাপিয়ে পড়িবে "তৃতীয় আলিফ" এবং দু জীম ঘাড়ে
ছুড়িয়া মারিবে গজবী পাহাড় আনবিক হাতিয়ারে,
অতি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতম ধ্বংসযজ্ঞ শেষে
প্রতারণা বলে প্রথম পক্ষ দাড়াবে বিজয়ী বেশে।

ব্যাখ্যাঃ প্রথম আলিফ = ইংল্যান্ড, দ্বিতীয় আলিফ = আমেরিকা, তৃতীয় আলিফ = ইটালি এবং দুই জীম = জার্মানি ও জাপান।

২০

ایں غزوه تابه شش سال ماندبد هر پیدا
پس مرد ماں بمیرند هرجا ازیں بهانه

(২০) জগৎ জুড়িয়া ছয় সাল ব্যাপী এই রণে ভয়াবহ,
হালাক হইবে অগণিত লোক ধন ও সম্পদসহ।

ব্যাখ্যাঃ জাতিসংঘের হিসাব মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৬ কোটি লোক মারা গিয়েছিল।

২১

نصرانیاں که باشند هندوستاں سپا رند
تخم بدی بکا رند از فسق جاودا نه،

(২১) মহাধ্বংসের এ মহাসমর অবসানে অবশেষে
নাসারা শাসক ভারত ছাড়িয়া চলে যাবে নিজ দেশে,
কিন্তু তাহারা চিরকাল তরে এদেশবাসীর মনে
মহাক্ষতিকর বিষাক্ত বীজ বুনে যাবে সেই সনে।

ব্যাখ্যাঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালে আর ভারত উপমহাদেশ থেকে নাসারা তথা ইংরেজ খ্রিস্টানরা চলে যায় ১৯৪৭ এ। এই প্যারার দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা দুই রকম আছে। ক) এই অঞ্চলের বিভেদ তৈরী করার জন্য ইংরেজ খ্রিস্টানরা কাশ্মীরকে হিন্দুদের দিয়ে প্যাচ বাধিয়ে যায়। খ) ইংরেজরা চলে গেলেও তাদের সংস্কৃতি এমনভাবে রেখে গেছে যে, এই উপমহাদেশের লোকজন এখনও সব যায়গায় ব্রিটিশ নিয়ম-কানুন ভাষা সংস্কৃতি অনুসরণ করে।

٢٢

تقسیم هند گردد دردو حصص هو یدا

آشوب ور نج پیدا ازمکرواز بهانه

(২২) ভারত ভাঙ্গিয়া হইবে দু'ভাগ শঠতায় নেতাদের
মহাদূর্ভোগ দূর্দশা হবে দু'দেশেরই মানুষের।

ব্যাখ্যাঃ দেশভাগের সময় মুসলমানরা আরো অনেক বেশি এলাকা পেত। কিন্তু সেই সময় অনেক মুসলমান নেতার গাদ্দারির কারণে অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিন্দুদের অধীনে চলে যায়। ফলে কষ্টে পরে সাধারণ মুসলমানরা। এখনও ভারতের মুসলমানরা সেই গাদ্দারির ফল ভোগ করছে।

٢٣

بے تاج پادشاهاں شاهی کنندناداں

اجراکنند فرماں فی الجمله مهملانه

(২৩) মুকুটবিহীন নাদান বাদশা পাইবে শাসনভার
কানুন ও তার ফর্মান হবে আজেবাজে একছার।

٢٤

ازرشوت وتساهل دانسته ازتغافل
تاویل باب باشد احکام خسروانه

(২৪) দুর্নীতি ঘুষ কাজে অবহেলা নীতিহীনতার ফলে
শাহী ফর্মান হবে পয়মাল দেশ যাবে রসাতলে।

ব্যাখ্যাঃ সমসাময়িক দুর্নীতি বুঝানো হয়েছে।

٢٥

عالم زعلم نالاں داناز فہم گریاں
ناداں برقص عریاں مصروف والہانہ

(২৫) হায় আফসোস করিবেন যত আলেম ও জ্ঞানীগণ
মূর্খ বেকুফ নাদান লোকেরা করিবে আস্ফালন।

٢٦

ازامت محمد(صـ) سرزد شوند بے حد
افعال مجرمانہ اعمال عاصیانہ

(২৬) পেয়ারা নবীর উম্মতগণ ভুলিবে আপন শান
ঘোরতর পাপ পঙ্কিলতায় ডুবিবে মুসলমান।

٢٧

شفقت بہ سرد مہری تعظیم دردلیری
تبدیل گشتہ باشد از فتنہ زمانہ

(২৭) কালের চক্রে স্নেহ-তমীজের ঘটিবে যে অবসান
লুণ্ঠিত হবে মানী লোকদের ইজ্জত সম্মান।

۲۸

همشیره بابرادر پسران هم به مادر
پدران هم بدختر مجرم به عاشقانه

(২৮) উঠিয়া যাইবে বাছ ও বিচার হালাল ও হারামের
লজ্জা রবে না, লুণ্ঠিত হবে ইজ্জত নারীদের।

۲۹

حلت رود سراسر حرمت رود سراسر
عصمت رود برابر ازجبر مغویانه

(২৯) পশুর অধম হইবে তাহারা ভাই-বোনে, মা-বেটায়
জেনা ব্যাভিচারে হইবে লিপ্ত পিতা আর কন্যায়।

۳۰

بے مہرگی سراید بے پردگی درآید،
عفت فروش باطن معصوم ظاهرانه

(৩০) নগ্নতা আর অশ্লীলতায় ভরে যাবে সব গেহ
নারীরা উপরে সেজে রবে সতী ভেতরে বেচিবে দেহ।

۳۱

دختر فروش باشند عصمت فروش باشند
مردان سفله طینت باوضع زاهدانه

(৩১) উপরে সাধুর লেবাস ভেতরে পাপের বেসাতি পুরা
নারী দেহ নিয়ে চালাবে ব্যবসা ইবলিস বন্ধুরা।

٣٢

شــوق نماز و روزه حج وزكــوة وفطره
كم گـــردد وبرآيد يك بارخـــاطرانه

(৩২) নামায ও রোজা, হজ্জ্ব যাকাতের কমে যাবে আগ্রহ
ধর্মের কাজ মনে হবে বোঝা দারুন দূর্বিষহ।

٣٣

خــون جگر نيــوشم بارنج باتو گــويم
للّه ترك گـــرداں ايں طرز راهبـــانه

(৩৩) কলিজার খুন পান করে বলি শোন হে বৎসগণ
খোদার ওয়াস্তে ভুলে যাও সব নাসারার আচরণ।

٣٤

قــهــر عظيم آيد بهــر سـزاكــه شـايد
اجــراء خــدا بســازديك حكم قـاتـلانه

(৩৪) পশ্চিমা ঐ অশ্লীলতা ও নগ্নতা বেহায়ামি
ডোবাবে তোদের, খোদার কঠোর গজব আসিবে নামি।

ব্যাখ্যাঃ শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ তার এই কাসিদাতে উল্লেখ করেছেন যে পশ্চিমাদের চাল-চলন যারা অনুসরণ করবে তাদের উপর আল্লাহর কঠিন গজব আসবে।

٣٥

مسلم شوند كشته افتاں شوندو خيزاں
آزدست نيـــزه بنداں يك قـــوم هندوانه

(৩৫) ধ্বংস নিহত হবে মুসলিম বিধর্মীদের হাতে
হবে নাজেহাল, ছেড়ে যাবে দেশ, ভাসিবে রক্তপাতে।

ব্যাখ্যাঃ এইখানে বিধর্মীদের হাতে যে জাতি বা দেশের মুসলিমরা নাজেহাল হবে সেটি হচ্ছে মিয়ানমারের মুসলিমরা। আজ যারা রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। তাদের উপর যে গনহত্যা চলেছে তার কারণ হয়তো আগের প্যারায় বলা ব্যাখ্যার কারনে। তারপর তারা দেশ ছেড়ে দেশান্তর হয়। দেশে রক্তপাতেই ভেসেছিল এই মিয়ানমার মুসলিমদের গণহত্যার কারণে। আর দেখা যায় ২০১৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে ২০১৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত মিয়ানমার মুসলিমদের উপর গণহত্যা চলে যার কারণে তারা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। আর এই ভবিষ্যৎবাণী পুরোপুরি মিলে গেছে।

৩৬

ارزاں شود برابر جائداد و جان مسلم
خوں می شود روانه چوں بحر بیکرانه

(৩৬) মুসলমানের জান-মাল হবে খেলনা মুল্যহত
রক্ত তাদের প্রবাহিত হবে সাগর স্রোতের মত।

৩৭

ازقلب پنج آبی خارج شوند ناری
قبضه کنند مسلم بر ملك غاصبانه

(৩৭) এরপর যাবে ভেগে নারকীরা পাঞ্জাব কেন্দ্রের
ধন সম্পদ আসিবে তাদের দখলে মুমিনদের।

ব্যাখ্যাঃ এখানে পাঞ্জাব কেন্দ্রের বলতে কাশ্মীর মনে করা হয়। গাজওয়াতুল হিন্দ অর্থাৎ হিন্দুস্তানের যুদ্ধের পূর্বে মুসলিমরা সর্বপ্রথম ভারতের কাছ থেকে একটি এলাকা দখল করে নেবে। আশা করা যায়, এটা হচ্ছে পাকিস্তান সীমান্তলগ্ন পাঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীর এলাকা। কারণ কাশ্মীরের স্থানীয় মুজাহিদ, আল কায়েদা, তালেবান সহ আরো অনেক জিহাদি গ্রুপ ব্যাপক আকারে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে জম্মু কাশ্মীরকে ভারতের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য।

٣٨

بر عکس ایں برآید درشہر مسلمانان

قبضہ کنند ہندو بر شہر جابرانہ

(৩৮) অনুরূপ হবে পতন একটি শহর মুমিনদের
তাহাদের ধনসম্পদ যাবে দখলে হিন্দুদের।

٣٩

شہر عظیم باشد اعظم ترین مقتل

صد کربلا چو کر بل باشد بخانہ خانہ

(৩৯) হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে চালাইবে তারা ভারি
ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা ক্রন্দন আহাজারি।

ব্যাখ্যাঃ ৩৮ ও ৩৯ নং প্যারায় বলা হয়েছে, মুসলিমরা যখন কাশ্মীর দখল করে নেবে তারপরই হিন্দুরা মুসলিমদের একটি এলাকা দখলে নেবে এবং সেখানে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। মুসলমানদের ধন-সম্পদ ভারতের হিন্দু মুশরিকরা লুটপাটের মাধ্যমে নিয়ে নেবে, মুসলিমদের ঘরে ঘরে কারবালার ন্যায় রূপধারণ করবে। কিন্তু আপনি কি জানেন মুসলিমদের যে দেশটা ভারতের হিন্দুরা দখলে নিয়ে এ ধরনের হত্যা ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে সেটা কোন দেশ? ধারণা করা হয় সেটি আপনার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। অর্থাৎ মুসলিমরা কাশ্মীর জয় করার পর হিন্দুরা বাংলাদেশ দখল করবে। পরবর্তী প্যারাগুলো পড়লে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে ইনশা আল্লাহ।

٤٠

رہبر ز مسلمانان درپردہ یارایناں

امداد دادہ باشد از عہد فاجرانہ

(৪০) মুসলিম নেতা অথচ বন্ধু কাফেরের তলে তলে,
মদদ করিবে অরি কে সে এক পাপ চুক্তির ছলে।

ব্যাখ্যাঃ বর্তমান সময়ে এই উপমহাদেশে এ ধরনের নেতার অভাব নেই। যারা উপর দিয়ে মুসলমানদের নেতা সেজে থাকে কিন্তু ভেতর দিয়ে কাফিরদের এক নম্বর দালাল। সমগ্র ভারত উপমহাদেশের নেতারা নামধারী মুসলিম হবে কিন্তু গোপনে গোপনে হিন্দুবান্ধব হবে। মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য ভারত সরকাররের সাথে গোপনে পাপ চুক্তি করবে।

٤١

ایں قصہ بین العیدین ازش ون شرطیں

سازد ہنود بدرا معتوب فی زمانہ

(৪১) প্রথম অক্ষরে থাকিবে শীন এর অবস্থান
শেষের অক্ষরে থাকিবে নূনও বিরাজমান
ঘটিবে তখন এসব ঘটনা মাঝখানে দু'ঈদের
ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক জালিম হিন্দুদের।

ব্যাখ্যাঃ ইসলাম ধ্বংসকারী এই মুনাফিক শাসককে চেনার উপায় হল তার নামের প্রথম অক্ষর হবে আরবি অক্ষর শীন অর্থাৎ বাংলা অক্ষর "শ" এবং শেষের অক্ষর হবে আরবি অক্ষর নুন অর্থাৎ বাংলা অক্ষর "ন"। একটু খেয়াল করলে তিনি কে চিনতে পারবেন। আর এসব ঘটনা ঘটবে দুই ঈদের মাঝে। প্রিয় ভাইয়েরা একটু কল্পনা করুন, এদেশে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢুকে আপনার পিতা, আপনার ভাই ও আত্মীয় স্বজনদের নির্মমভাবে হত্যা করবে, আপনার মা বোনদের ধর্ষণ করবে তখন কি অবস্থা হবে আপনার? আপনি ভেবেছেন কি আপনার সাজানো সংসার, আপনার চাকুরী, আপনার ব্যবসার ভবিষ্যৎ কি? সময় খুব অল্প। তাই হিন্দু মালাউনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি নিন। এছাড়া আর কোন পথ নেই।

٤٢

ماه محرم آید باتیغ بامسلمان
سازند مسلم آندم اقدام جارحانه

(৪২) মহরম মাসে হাতিয়ার হাতে পাইবে মুমিনগণ
ঝঞ্ঝার বেগে করিবে তাহারা পাল্টা আক্রমণ।

٤٣

بعد آں شود چوشورش در ملك هند پیدا
عثمان نماید آندم اك عزم غازیانه

(৪৩) সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যাপিয়া প্রচণ্ড আলোড়ন
"উসমান" এসে নিবে জিহাদের বজ্র কঠিন পণ!

ব্যাখ্যাঃ উসমান একটি তরবারির নাম।

٤٤

نیز آن حبیب الله صاحبقراں من اللّٰه
گیردز نصرة الله شمشیر از میانه

(৪৪) "সাহেবে কিরান" ও "হাবীবুল্লাহ" হাতে নিয়ে শমসের।
খোদায়ী মদদে ঝাপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধের।

ব্যাখ্যাঃ এখানে মুসলিমদের দুইজন সেনাপতির কথা বলা হয়েছে। একজন হবেন সাহেবে কিরান বা প্রজন্মের সৌভাগ্যবান। আরেকজন "হাবীবুল্লাহ"।

٤٥

ازغازیان سرحد لرزدزمین چو مرقد
بهر حصول مقصد آیندو الهانه

(৪৫) কাপিবে মেদিনী সীমান্ত বীর গাজীদের পদভারে
ভারতের পানে আগাইবে তারা মহারণ হুঙ্কারে।

ব্যাখ্যাঃ আক্রমণকারীরা ভারত উপমহাদেশের হিন্দু দখলকৃত এলাকার বাইরে থাকবে এবং হিন্দু দখলকৃত এলাকা দখল করতে হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে যাবে মেদেনীপুর দিয়ে।

٤٦

غلبه کنند همچو مورو ملخ شباشب
حقا که قوم افغان باشند فاتحانه

(৪৬) পঙ্গপালের মত ধেয়ে এসে এসব “গাজীয়ে দ্বীন”
যুদ্ধে জিতিয়া বিজয় ঝাণ্ডা করিবেন উড্ডিন।

٤٧

یکجا شوند افغان هم دکنیان وایران
فتح کنند اینان کل هند غازیانه

(৪৭) মিলে এক সাথে দক্ষিণী ফৌজ ইরানী ও আফগান
বিজয় করিয়া কবজায় পুরা আনিবে হিন্দুস্তান।

ব্যাখ্যাঃ হিন্দুস্তান সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের দখলে আসবে। আর এই দলের সাথে ইরানী ও আফগান বাহিনী পরে মিলিত হবে।

٤٨

کشته شوند جمله بد خواه دین وایماں
خالق نماید اکرام از لطف خالقانه

(৪৮) বরবাদ করে দেয়া হবে দ্বীন ঈমানের দুশমন
অঝোর ধারায় হবে আল্লাহ’র রহমত বর্ষণ।

٤٩

ازگ شش حروفی بقال کینه پرور
مسلم شود بخاطر ازلطف آں یگانه

(৪৯) দ্বীনের বৈরী আছিল শুরুতে ছয় হরফেতে নাম
প্রথম হরফ গাফ সে কবুল করিবে দ্বীন ইসলাম।

ব্যাখ্যাঃ ছয় অক্ষর বিশিষ্ট একটি নাম যার প্রথম অক্ষরটি হবে “গাফ”। গাফ মূলত উর্দু-ফার্সিতে ব্যবহার করা একটি অক্ষর। যা দিয়ে বাংলা ‘গ’ শব্দটি বুঝায়। এই নামে এমন এক প্রভাবশালী হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম পক্ষে যোগদান করবেন। তিনি কে তা এখনো বুঝা যাচ্ছে না।

٥٠

خوش می شود مسلماں از لطف وفضل یزداں
کل هند پاك گردد ازرسم هندوانه

(৫০) আল্লাহ’র খাস রহমাতে হবে মুমিনেরা খোশদিল
হিন্দু রসুম রেওয়াজ এ ভূমে থাকিবে না এক তিল।

ব্যাখ্যাঃ ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম তো দূরে হিন্দুদের কোন রসম রেওয়াজও থাকবে না।

٥١

چوں هندهم بمغرب قسمت خراب گردد
تجدیدیاب گردد جنگ سه نوبتانه

(৫১) ভারতের মত পশ্চিমাদেরও ঘটিবে বিপর্যয়
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে ঘটাইবে মহালয়।

ব্যাখ্যাঃ বর্তমান সময়ে স্পষ্ট সেই তৃতীয় সমরের প্রস্তুতি চলছে। অর্থ্যাৎ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মুসলমাদের বিরুদ্ধে কাফিররা যুদ্ধ করছে তথা জুলুম নির্যাতন করছে। এই জুলুম নির্যাতনই তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে রূপ নিয়ে এক সময় তাদের ধ্বংসের

কারণ হবে। এখানে বলা হচ্ছে মহালয় বা কিয়ামত শুরু হবে যাতে পশ্চিমারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে আর পুরো বিশ্বই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এই যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার ফলে পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই মারা যাবে।

٥٢

کا هد الف جهاں که نقطه زونماند
إلاکه نام ویادش باشد مؤرخانه

(৫২) এ রণে হবে "আলিফ" এরূপ পয়মাল মিসমার
মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার।

ব্যাখ্যাঃ এ যুদ্ধের কারণে আলিফ = আমেরিকা এরূপ ধ্বংস হবে যে, ইতিহাসে শুধু তার নাম থাকবে কিন্তু বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। বর্তমানে মুছে যাওয়ার আগাম বার্তা স্বরূপ দেশটিতে আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং অর্থনৈতিক মন্দা চরমভাবে দেখতে পাচ্ছি। আর সামনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে।

٥٣

تغریر غیب یابد مجرم خطاب گیرد
دیگر نه سرفراز وبر طرزراهبانه

(৫৩) যত অপরাধ তিল তিল করে জমেছে খাতায় তার
শাস্তি উহার ভুগতেই হবে নাই নাই নিস্তার
কুদরতী হাতে কঠিন দণ্ড দেয়া হবে তাহাদের
ধরা বুকে শির তুলিয়া নাসারা দাড়াবে না কভু ফের।

٥٤

دنیا خراب کرده باشند بے ایماناں
گیرند منزل آخر فی النار دوزخانه

(৫৪) যেই বেঈমান দুনিয়া ধ্বংস করিল আপন কামে
নিপাতিত শেষ কালে সে নিজেই জাহান্নামে।

৫৫

راز یکه گفته ام من دریّکه سفته ام من

باشد برائے نصرت استاد غائبانه

(৫৫) রহস্যভেদী যে রতন হার গাথিলাম আমি তা, যে
গায়েবী মদদ লভিতে, আসিবে উস্তাদসম কাজে।

৫৬

عجلت اگر بخواهی نصرت اگر بخواهی

کن پیروی خدارا احکام قد سیانه

(৫৬) অতি সত্বর যদি আল্লাহ'র মদদ পাইতে চাও
তাহার হুকুম তালিমের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দাও।

ব্যাখ্যাঃ বর্তমানে সমস্ত ফিতনা হতে হিফাজত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমস্ত হারাম কাজ থেকে খাস তওবা করা। সেটা হারাম আমল হোক কিংবা কাফের মুশরিক প্রণীত বিভিন্ন নিয়ম কানুন হোক।

৫৭

چوں سال بہتری ازکان زهوقا آید

مہدی حروج سازد در مہد مہدیانه

(৫৭) "কানা জাহুকার" প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত
ইমাম মাহদী দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত।

ব্যাখ্যাঃ "কানা যাহুকা" সূরা বনী ইসরাইলের ৮১ নং আয়াতের শেষ অংশ। যার অর্থ মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য। পূর্ব আয়াতটির অর্থ "সত্য সমাগত মিথ্যা বিলুপ্ত"। অর্থাৎ যখন মিথ্যার বিনাশ কাল উপস্থিত হবে তখন উপযুক্ত সময়েই আবির্ভূত হবেন "ইমাম মাহদী"। উনার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে বাতিল ধ্বংস হবে। তাহলে বনী ইসরাইলের আয়াত ৮১+ভারতের সত্য মিথ্যার বিভক্ত বা পাকিস্থান নামে

ভাগ হয়, ১৯৪৭+৮১=২০২৮ সালে মাহদী আসবেন। আর অসংখ্য হাদিস দ্বারা এটি প্রমাণিত যে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ২০২৮ সালে হবে।

৫৮

خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش

درسال کنتُ کنزاً باشد چنیں بیانه

(৫৮) চুপ হয়ে যাও ওহে নেয়ামত এগিও না মোটে আর
ফাঁস করিও না খোদার গায়বী রহস্য আসরার
এ কাসিদা বলা করিলাম শেষ "কুনতু কানযান" সালে
অদ্ভুত এই রহস্য গাঁথা ফলিতেছে কালে কালে।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, গায়েবী খবর যা খোদা তাকে দান করেছেন তা আর প্রকাশ করবেন না। আর "কুনতু কানযান" সাল অর্থাৎ হিজরি সন ৫৪৮ মোতাবেক ১১৫৮ ইংরেজি সাল হচ্ছে এ কাসিদার রচনা কাল। এটা আরবি হরফের নাম অনুযায়ী সাংকেতিক হিসাব। আরবী হরফের নাম অনুযায়ী তার যোগফল হয় সর্বমোট = ৫৪৮।

৩য় পরিচ্ছেদ

আগামী কথন

১ আগামী কথন ও লেখক পরিচিতি

আগামী কথন ২০১৮ সালে প্রকাশিত হওয়া আরেকটি ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী এবং এটাও ছন্দ আকারে লিখিত হয়েছে। যিনি এটি লিখেছেন অবশ্যই সেই ব্যাক্তি ইলমে লাদুনি বা বাতেনি ইলম প্রাপ্ত ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এটিও কাসিদার মত পুরানো একটি পুঁথিমালা। লেখক তা অনেক পরে প্রকাশ করেছেন।

লেখক আশ-শাহ্‌রান এর পরিচয়

আগামী কথনও একটি ইলহামী কাসিদা বা কবিতা যা ২০১৮ সালে গায়েবি মদদে আল্লাহর একজন মনোনীত ব্যাক্তির দ্বারা প্রকাশ হয় এবং তিনি এটির ব্যাখ্যাও নিজেই প্রদান করেছেন যার কথা হাদিসের সাথে শতভাগই মিলে যায়, তবে কিছু এমন বিষয়ও এনেছেন যা আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে জানিয়েছেন যা হয়তো হাদিসে পাওয়া যেত না। আর সেই আল্লাহর মনোনীত বান্দার নামই আশ-শাহ্‌রান। এটি তিনি একশতটি প্যারাতে লিখেছেন ছন্দ আকারে আর প্রতি প্যারাতে চারটি করে লাইনে সাজিয়েছেন। শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহ এর ইলহামী ভবিষ্যৎবানী সম্বলিত কবিতা বা কাসিদা এর সাথেও এর অনেক ঘটনার মিল রয়েছে তবে এটি থেকে আরো অনেক ভবিষ্যৎবাণী পাওয়া যায় যা ভবিষ্যতে হতে যাচ্ছে। এই আশ-শাহ্‌রান এর পরিচয় আগামীতে পূর্ণাঙ্গ ভাবে জানানো হবে। তার পরিচয় বর্তমানে গুপ্ত থাকা একটি হিকমতের বিষয়।

২ আগামী কথন কবিতা ও ব্যাখ্যা

প্যারাঃ (১)

সূচনাতেই প্রশংসা তার,
যিনি সৃষ্টি করেছেন জমিন ও আকাশ।
অতীত থাক, আগামীর কিছু কথা,
আমি করিবো প্রকাশ।

প্যারাঃ (২)

বিংশ শতকের বিংশ সনের,
কিছু করে হের ফের।
প্রকাশ ঘটিবে ভন্ড মাহাদী,
ভুখন্ড তুরস্কের।

ব্যাখ্যাঃ লেখক তার ভবিষ্যৎবাণী কবিতাতে বর্ণনা করেছেন। বিংশ শতকের বিংশ সন বলতে ২০২০ সালকে বুঝিয়েছে। ২০২০ সালের কিছু সময় হের ফের করে (হতে পারে তা ২০১৯ সালের শেষের দিক থেকে শুরু করে ২০২১ সালের শেষ সময় পর্যন্ত। আল্লাহ আলিম)। ২০২০ সালের কিছু হেরফের করে একজন ভন্ড নিজেকে ইমাম মাহদী বলে দাবি করবে। সেই ভন্ড তুরস্ক ভুখন্ডের অধিবাসী হবে। এখানে সরাসরি দাবি করার সাল লেখক উল্লেখ করেন নি। হয়তো এখানে কোন রহস্য আছে।

প্যারাঃ (৩)

স্বপ্ত বর্ণে নামের মালা,
'হা' দিয়ে শুরু তার।
খতমে থাকিবে 'ইয়া' - সে,
মাহাদীর মিথ্যা দাবিদার।

ব্যাখ্যাঃ তার নাম আরবিতে ৭ টি হরফেতে হবে। যার প্রথম হরফ টি হবে 'হা' এবং শেষের হরফ টি হবে 'ইয়া'। আর সেই ব্যাক্তিটি যদিও নিজেকে ইমাম

মাহদী বলে দাবী করবে, প্রকৃত পক্ষে সে হলো একজন মিথ্যুক, জালিয়াত, প্রতারক, শয়তান। সে প্রকৃত ইমাম মাহদী নয়।

প্যারাঃ (৪)

বাংলা ভূমির দ্বীনের সেনারা,
করিবে মিথ্যার প্রতিবাদ।
জালিমের ভূখন্ড হয়েছিল দু' ভাগ,
সত্য ভাগে হবে ভন্ড বরবাদ।

ব্যাখ্যাঃ "বাংলা ভূমির দ্বীনের সেনা" বলতে লেখক (আশ-শাহরান) বাংলাদেশের ঈমানদার নির্ভিকদের বুঝিয়েছেন। "করিবে মিথ্যার প্রতিবাদ" বলতে লেখক (আশ-শাহারান) বুঝিয়েছেন যে সেই ভন্ড যখন নিজেকে ইমাম মাহাদী বলে দাবি করবে তখন তারা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাবে। ‘‘জালিমের ভূখন্ড হয়েছিল দু' ভাগ’’ বলতে লেখক বুঝিয়েছেন যে কোন এক জালিম ভূখন্ড বিভক্ত হয়ে এক ভাগ সত্য দ্বীন কায়েম ছিল - সেই ভাগের দ্বারাই সেই ভন্ড "মাহাদী" র ধ্বংস হবে। আর সেই জালিমের ভূখন্ড টি হলো "বর্তমান ভারত" যা ইতিপূর্বে বিভক্ত হয়ে "পাকিস্তান" হয়। আর পাকিস্তানে আল্লাহর দ্বীন কায়েম ছিল। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে যে সেই ভন্ড মাহাদীকে পাকিস্তানের মুমিন সেনারা হত্যা করবে।

প্যারাঃ (৫)

প্রস্তুতি নিবে ক্ষুদ্র সেনারা,
"শীন"-"মীম" এর নীড়ে।
দিয়ে জয় গান -"আল্লাহ মহান",
আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) ভবিষ্যৎবাণীতে বলেছেন যে, কোন এক দেশের কোন এক স্থানে মুসলিম মুমিন, ঈমানদার সেনারা শত্রু দল কে আঘাত করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে তারা সংখ্যায় এখন সীমিত। তবে একটি বাক্য লক্ষণীয় যে, ‘‘শীন-মীম এর নিড়ে’’ তারা প্রস্তুত হচ্ছে। কথাটির তর্জমা এরূপ যে, যে মুমিন সেনারা প্রস্তুত হচ্ছে তাদের আমীর দুইজন। একজন প্রধান আমীর। এবং

অন্যজন নায়েবে আমীর বা প্রধান আমীরের সহচর। তাদের একজনের নামের প্রথম হরফ শীন এবং অন্যজনের মীম দিয়ে শুরু।

প্যারাঃ (৬)

অতি সত্তর পাঞ্জাব কেন্দ্রে,
গাইবে মুমিনেরা জয়গান।
একটি শহর আসিবে দখলে,
ঈমানদারদের খোদার দান।

ব্যখ্যাঃ লেখক আশ-শাহরান এই প্যারাতে বলেছেন যে, পাঞ্জাব কেন্দ্রে অর্থাৎ কাশ্মীরে মুমিনদের সাথে কাফেরদের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে। যা বর্তমানে চলছে। সেই যুদ্ধে দ্রুতই মুমিনদের বিজয় হবে। কাফেরদের পরাজয় ঘটবে। মুমিনেরা কাশ্মীর শহর দখল করবে এবং তাতে দ্বীন কায়েম করবে। অর্থাৎ, বোঝা গেলো যে, বর্তমানে কাশ্মীর নিয়ে যে যুদ্ধটি চলছে, তাতে অতিসত্ত্বর মুমিনদের বিজয় হবে। ভারতের কাছ থেকে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিবে মুমিনগণ। এই বিজয়ের মাধ্যমে, মহান আল্লাহ মুমিনদের একটি শহর দান করবেন এবং শাহ নিয়ামাতুল্লাহর কাসিদা ও আশ-শাহরান এর আগামী কথন এর ভবিষ্যৎবানীর পূর্ন বাস্তবিক প্রতিফলন ঘটাবে।

প্যারাঃ (৭)

অতঃপর দেখবে নদী পাড়ে,
সকল বিশ্ববাসীগণ।
চাকচিক্কেই হয়না সোনা,
বুঝবেনা তা লোভীদের মন।

ব্যখ্যাঃ আগামী কথন কবিতায় লেখক (আশ-শাহরান) এই প্যারায় বলেছেন যে, কাশ্মীর বিজয় হওয়ার পর হঠাৎ কোন একদিন নদীর পাড়ে বিরাট একটি সোনার পাহাড় দেখতে পাবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ এর সেই হাদিসটির বাস্তবায়ন হবে যে, "কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না যতদিন না ফুরাত নদী থেকে সোনার পাহাড় ভেসে না উঠবে। তোমরা কেউ তখন থাকলে তা থেকে কোন অংশই নিবে না"। আগামী কথনে বলা হয়েছে যে, ‘‘চাকচিক্কেই হয়না সোনা,

বুঝবেনা তা লোভিদের মন'' - এর দ্বারা আসলে এটা বোঝানো হয়েছে যে, ঐ সোনা খাটি সোনার মত চকচক করলেও তা আসলে একটি বড় পরীক্ষা যে কার ঈমান কেমন। কে আল্লাহ ও তার রসূলের ﷺ নিষেধ মান্য করে আর কারা সীমালঙ্ঘন করে।

প্যারাঃ (৮)

একটি "শীন", দুইটি "আলিফ",
তিন ভুখন্ডেই হবে ঝড়।
বিদায় জানালো মহাদূত,
তার তের-নব্বই-এক পর।

ব্যখ্যাঃ এই পর্বে লেখক আশ-শাহরান, একটু অস্পস্ট ভাবে বাক্য উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সেই ফুরাত নদীর স্বর্নের পাহাড় দখলে আনার জন্য তিনটি রাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে পরবে। সেই ৩ টি দেশের নামের প্রথম হরফ এখানে লেখক উল্লেখ করছেন। আর তা হলো, (১) শীন (২) আলিফ এবং (৩) আলিফ। যেহেতু ফুরাত নদী তুরস্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে, আরবের পাশ দিয়ে শাম বা শিরিয়া অঞ্চল দিয়ে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, (১) শীন হলো শাম বা সিরিয়া অঞ্চল এবং (২) আলিফ হলো ইরাক। তাহলে (৩) নং আলিফ কোন দেশ? (পরবর্তী প্যারায় প্রকাশিত)

এখন প্রশ্ন হলো কবে কত সালে এই সোনার পাহাড় প্রকাশ পাবে? এ প্রসঙ্গে (আশ-শাহরান) বলেছেন যে, ''বিদায় জানালো মহাদূত, তার তের নব্বই এক পর''। কে এই মহাদূত? আমরা সবাই জানি যে, মানবতার মুক্তির মহা দূত হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ । তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় জানিয়েছেন ৬৩২ খ্রীঃ তে। আর **১৩-৯০-১** মানে লেখক এখানে **১৩৯১** বছর বুঝিয়েছেন। সুতরাং ৬৩২+১৩৯১ = ২০২৩। অর্থাৎ, এখানে লেখক (আশ-শাহরান) ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন যে, আগামী ২০২৩ সালের যে কোন সময়ই ফুরাত নদী থেকে স্বর্নের পাহাড় ভেসে উঠবে। যেটা কিয়ামতের অন্যতম আলামত।

প্যারাঃ (৯)

যে ভূমি থেকে দিয়েছিলো নিষেধ,
খোদার প্রিয় নবী।
নিষেধ ভুলিবে, করিবে রণ,
তাতে হইবেনা কামিয়াবি।

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক (আশ-শাহরান) বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ যে দেশ থেকে ঐ স্বর্নের খনি দখল করতে যাওয়ার নিষেধ করেছিলেন তার নিষেধ ভুলিয়া ঐ দেশটিও লোভের বশিভুত হয়ে ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করতে লড়াই করবে। অর্থাৎ, সৌদি আরবও যুদ্ধ করবে সোনার লোভে।
এই প্যারা থেকে প্রমানিত যে, (৩) নং আলিফ নামক দেশটি হলো "আরব/সৌদি আরব"! একটি বিষয় এখানে রয়ে যায় তা হচ্ছে আরব তো আইন দিয়ে তাহলে আলিফ দিয়ে কিভাবে হয়। এখানে দুইটি বিষয় হতে পারে। একটি হচ্ছে যে এই আলিফ দ্বারা বাংলার আ অক্ষর কে বুঝিয়েছে যা দিয়ে আরব লেখা হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আলিফ দিয়েও আরব লেখা হয়। কিছু জায়গায় এরকম দেখাও গিয়েছে। তাহলে যে ৩টি দেশ আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর নিষেধ অমান্য করে ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করতে যুদ্ধের সুচনা করবে সেই ৩ টি দেশ হলো, (১) শাম বা সিরিয়া, (২) ইরাক ও (৩) আরব। কিন্তু কেউই সেই যুদ্ধে সফলতা পাবে না।

প্যারাঃ (১০)

দুপক্ষ কাল চলিবে লড়াই,
দখল করিতে জলাংশ।
প্রতি নয় জনের, সাত জনই হায়,
হইবে সে রনে ধ্বংস।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) ভবিৎষত বানিতে বলেছেন যে, ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় দখল করার জন্য শিরিয়া, আরব ও ইরাক দুই (২) পক্ষ কাল সময় ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। আমরা জানি যে, ১ পক্ষ কাল সময় = ১৫ দিন। সুতরাং, ২ পক্ষ কাল = ৩০ দিন। অর্থাৎ, সোনার খনি দখল করতে ১ মাস যুদ্ধ চালাবে সিরিয়া, ইরাক ও আরব। ২০২৩ সালের যে কোন মুহর্তে। আর সেই

যুদ্ধে যত জন অংশ গ্রহন করবে তাদের প্রতি ৯ জনের মধ্যে ৭ জন করেই মারা পরবে।

প্যারাঃ (১১)

যেখান থেকে এসেছিলো ধন,
চলে যাবে সেথায় ফের।
বুঝছোনা কেন? এটা তোমাদের,
পরীক্ষা ঈমানের।

ব্যখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন যে, ঐ সোনার খনি যেখান থেকে এসেছিল আবার সেখানেই ফেরত চলে যাবে। অর্থাৎ, ফুরাত নদী থেকে যে সোনার খনি উঠবে, তা ১ মাসের কিছু কম-বেশ সময়ের মধ্যেই আবার জলের মধ্যে ডুবে যাবে। অদৃশ্য হয়ে যাবে। মাঝখানে মহান আল্লাহ মানুষের ঈমানের পরীক্ষা নিবেন। (আমরা জানি যে ইরাক, আরব ও সিরিয়া তিনটি দেশই ইসলামিক দেশ। আর তারাই নাকি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিষেধ লঙ্ঘন করে ফিতনায় পতিত হবে! [ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী] তাই তো আল্লাহ তাদের গজবে ধ্বংস করবেন)

প্যারাঃ (১২)

একটি শহর পেয়েছে মুমিনেরা,
হারাইবে অনুরুপ একটি।
স্বাধীনতার অর্ধ-শতাব্দীরও পর,
হাত ছাড়া হবে দেশটি।

ব্যখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান উল্লেখ করেছেন যে একটি শহর মুমিনরা পাবে। (কাশ্মীর) যা ৬ নং প্যারায় বলা হয়েছে যে মুনিনেরা দখল করবে। আবার একটি শহর তাদের হাতছাড়া হবে। অর্থাৎ, হিন্দুস্থান আবারো একটি দেশ দখল করে নিবে যেখানেও মুমিনরা বসবাস করে। যে দেশটি দখল করবে, সে দেশটি তার ৫০ বছরেরও কিছুকাল পূর্বে স্বাধীনতা লাভ করেছিলো। হতে পারে ৫২ - ৫৩ বছর। যেহেতু অর্ধশতাব্দীর পর বলা নেই। বলা আছে "অর্ধ শতাব্দীরও পর"। (উপরক্ত ব্যখ্যাঃ আশ-শাহরানের মূল গ্রন্থ হতে নেওয়া)

তবে আশ-শাহরান উল্লেখ করে না বললেও ইঙ্গিত করেছেন যে সেটা কোন দেশ। পরবর্তী প্যারা গুলোতে তা আরো স্পষ্ট হবে।

প্যারাঃ (১৩)

পঞ্চ হরফ "শীন"-এ শুরু,
"নুন" -এ খতম নাম।
মিত্র দলের আশ্রয়েতে,
নেতা হইবে অপমান।

ব্যখ্যাঃ এখানে লেখক আশ-শাহরান এক জন দেশ প্রধানের কথা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুমিনরা যে দেশটি হারাবে সে দেশটির প্রধান এর নাম ৫ টি হরফের হবে। তার প্রথম অক্ষর হবে, শীন=শ এবং শেষ অক্ষর হবে নুন=ন। সেই নেতার সাথে মুশরিক দলের মিত্রতা বা বন্ধুত্ব থাকবে। আর সেই বন্ধু দলই তাকে ঠকিয়ে তার দেশ কেড়ে নিবে।

প্যারাঃ (১৪)

ফিতর-আযহার মাঝখানেতে,
বোঝাইবেন আল্লাহ তা'য়ালা।
মুসলিম নেতা হয়েও,
কাফেরের বন্ধু হবার জ্বালা।

প্যারাঃ (১৫)

ছাড়বে সে যে শাসন গদি,
থাকবেনা বেশি আর।
দেশের লোকে দেখে তাকে,
জানাইবে ধিক্কার।

ব্যখ্যাঃ (১৪)+(১৫)

এই দুই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান উল্লেখ করেছেন যে, জালিম হিন্দুরা যে ভূমিটি দখল করে নিবে সে ভূমির নেতার সাথে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার মধ্যেই কাফের নেতা ও সেই মুসলিম নেতা যার ভূমি দখল করা হবে তাদের উভয়ের মধ্যে এমন কোন কিছু একটা হবে যার ফলে সেই মুসলিম নেতাটিকে

আল্লাহ সরাসরি বুঝিয়ে দিবেন যে মুসলিমদের নেতা হয়েও কাফেরদের বন্ধু হলে কি অপমানিত হতে হয়, আল্লাহ কতটা শাস্তি প্রদান করেন। শাহ নিয়ামাতুল্লাহর ক্বাসিদাহ তেও এই ধরনেরই একটি ভবিষ্যৎবাণী করা আছে। তাতে বলা আছে যে,

“মুসলিম নেতা অথচ বন্ধু
কাফের তলে তলে
মদদ করিবে অরি কে সে এক
পাপ চুক্তির ছলে”।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারাঃ ৪০)

অর্থাৎ, সেই দুই নেতার মধ্যে গোপনে হয়তোবা কোন একটি চুক্তি হবে। যা কঠিন পাপ। এরই ফল স্বরূপ আগামী কথন এর ১৫ নং প্যরায় বলেছেন যে, সেই নামধারী মুসলিম নেতা তার শাসন গদি হারিয়ে ফেলবে। সে মিত্রদলের চক্রান্তের শিকার হবে। তার দেশটি কাফেররা দখল করবে। দেশের লোকে তাকে ধিক্কার দিতে থাকবে। (ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী)

প্যারাঃ (১৬)

কাশ্মীর হারিয়ে কাফের জাতি,
ক্ষিপ্ত থাকিবে যখন।
ছলনা বলে দুসনের মাঝেই,
তারা করিবে পার্শভূম দখল।

ব্যখ্যাঃ এ প্যারার ব্যখ্যাতে (আশ-শাহরান) বলেছেন যে, কাশ্মীর নিয়ে মুমিনদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হলে সে যুদ্ধে মুমিনদের বিজয় আসবে। অর্থাৎ, মুমিনগণ তা দখল করে নিবে। ভারতের মুশরিকরা তা হারিয়ে ফেলবে।

অতঃপর, কাশ্মীর হারিয়ে তারা (হিন্দু ভারতবাসী) যখন ক্ষিপ্ত থাকবে, তখন তারা কাশ্মীর হারানোর দুই (২) বছরের মধ্যেই তাদেরই কোন একটি পার্শভুম অর্থাৎ পাশের ভূমি/দেশ দখল করে নিবে। যে ভূমিটি দখল করবে, তার নেতার কথাই পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুসলিম হয়েও মুশরিক (মূর্তিপূজক) দের সাথে বন্ধুত্ব থাকবে। তারপর তার বন্ধুরাই তার দেশটি দখল করে নিবে। (ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী)

কিন্তু সে ভূমি টি আসলে কোন দেশ? মূর্তিপূজারীরা সেই মুসলিমদের দেশটি দখল করে সেখানে কি করবে? প্রশ্ন কি জাগছে মনে? প্রশ্ন থাকলে উত্তর তো থাকবেই।

প্যারাঃ (১৭)

পাপে লিপ্ত হিন্দবাসী, সে ভূমে,
ছাড়াইবে শোয়া কোটি ছয় খুন।
চোখের সামনে ইজ্জত হারাইবে,
লক্ষ-কোটি মা বোন।

প্যারাঃ (১৮)

সময় থাকতে হয়ে যেও জোট,
সেই সবুজ ভুখন্ডের যুবকগন।
অচিরেই দেখবে চোখের সামনে,
হত্যা হবে কত প্রিয়জন।

ব্যাখ্যাঃ (১৭)+(১৮)

এই দুইটি প্যারায় লেখক (আশ-শাহরান) উল্লেখ করছেন যে, যে ভূমিটি হিন্দুস্থানেরা দখল করে নিবে সেই ভূমি দখল করার পর তারা সেখানে একাধারে গনহত্যা চালাতে থাকবে। নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে থাকবে। লক্ষ-কোটি মা বোনের ইজ্জত হরণ করবে। কতজন মানুষ হত্যা করবে সে সম্বন্ধে লেখক (আশ-শাহরান) একটি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। আর তা হলো, "পাপে লিপ্ত হিন্দবাসী সে ভূমে, ছাড়াইবে শোয়া-কোটি ছয় খুন"।

অর্থঃ ভারত সেই দেশটি দখল করার পর সেই দেশে শোয়া কোটি = ১ কোটি ২৫ লক্ষ এবং, আরও একটি সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তা হলো ছয় (৬) এর অর্থ ৫ টি হয়। আর তা হলো, ১। শোয়া কোটি ৬ শত।

২। শোয়া কোটি ৬ হাজার। ৩। শোয়া কোটি ৬ লক্ষ। ৪। শোয়া কোটি এবং আরও ৬ কোটি। বা, ৫। শোয়া কোটি কে ৬ দ্বারা গুন করা। যা হয় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ।

(বিঃ দ্রঃ এখানে আগামী কথনের ১৯ নং প্যারায় বলা আছে যে,

"আহাজারি আর কান্নায় ভারী
সে ভূমি হইবে ঘোর কারবালা"
(আগামী কথন, প্যারাঃ ১৯)

এবং কাসিদাতেও বলা আছে,
"হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে
চালাইবে তারা ভারী।
ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা
ক্রন্দন আহাজারি"।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারাঃ ৩৯)

অর্থঃ দুই ভবিষ্যৎবাণীর বইতেই প্রমান পাওয়া যাচ্ছে যে, যে ভূমিটি হিন্দুস্থানেরা দখল করে নিবে সেখানে তারা এমন হত্যা-ধ্বংস চালাবে যে "দ্বিতীয় কারবালা" সংঘটিত হবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রচুর মানুষ হত্যা হবে। তাই ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হবে সেটিই প্রসিদ্ধ মত। এখানে প্রশ্ন হলো কোন দেশে এই বিপদটি ঘনিয়ে আসতে চলেছে?
*সেটা ভারতের পাশের দেশ।
*মুসলমানদের দেশ।
*সে দেশের রাজা নামধারি মুসলিম হবে এবং কাফেরদের বন্ধু হবে।
*সেই ভূমিটিকে সবুজের ভূমি বলা হবে।
তাহলে ধারনা করতে পারছেন কি সেটা কোনদেশ?

প্যারাঃ (১৯)
আহাজারী আর কান্নায় ভারী,
সে ভূমি হইবে ঘোর কারবালা।
খোদার মদদে "শীন" "মীম" সেক্ষণে,
আগাইবে করিতে শত্রুর মুকাবিলা।

ব্যখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক বলেছেন যে, হিন্দুস্থান যে দেশটি দখল করবে, সে দেশের ঘরে ঘরে কারবালা শুরু করে দিবে। ৭ কোটি ৫০ লক্ষ (কিছু কমবেশ, আল্লাহ আলিম) মানুষ হত্যা করবে। মুসলমানদের এই বিপদে আল্লাহ সাহায্য

পাঠাবেন। এখানে উল্লেখ্য হলো, মুসলমানদের সেই বিপদ মুক্তির উছিলা হবে দুই জন। শীন ও মীম হরফ দিয়ে তাদের নাম শুরু হবে। তারা আল্লাহর প্রেরিত দূত হবে। এখন স্মরণ করুন, আগামী কথন এর ৫ নং প্যারা। সেখানে বলা আছে যে,

"প্রস্তুত নিবে ক্ষুদ্র সেনারা,
"শীন" "মীম" এর নিড়ে।
দিয়ে জয়গান আল্লাহ মহান,
আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে"।
(আগামী কথন, প্যারাঃ ৫)

তাহলে বোঝা গেলো যে, হিন্দুস্থানীরা যখন মুসলমানদের একটি দেশ দখল করে সেখানে "দ্বিতীয় কারবালা" শুরু করবে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত একটি দল সেই শত্রুর মোকাবিলা করতে সামনে অগ্রসর হবে। তাহলে সে সময়ই এই শীন এবং মীম এর প্রকাশ ঘটবে। ইংশাআল্লাহ।

প্যারাঃ (২০)

'শীন' সে তো 'সাহেবে কিরান',
'মীম'-এ 'হাবীবুল্লাহ'!
জালিমের ভূমিতে ঘটাইবে মহালয়,
সাথে আছে 'মহান আল্লাহ'!

ব্যখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক (আশ-শাহরান) পূর্বে আলোচিত "শীন" ও "মীম" এর পরিচয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "শীন" হলো "সাহেবে কিরান" এবং "মীম" হলো "হাবীবুল্লাহ"! অর্থাৎ, শীন হরফ দিয়ে যার নামটি শুরু তার উপাধি হলো সাহেবে কিরান! মীম হরফ দিয়ে যার নামটি শুরু তার উপাধি হলো হাবীবুল্লাহ! এখন প্রশ্ন হলো কে এই সাহেবে কিরান? আর কে এই হাবীবুল্লাহ? এই সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর কথা এসেছে আজ থেকে প্রায় ৮৫০ বছর পূর্বে শাহ নিয়ামাতুল্লাহর লেখা ভবিষ্যৎবাণীর কবিতা "কাসিদায় সওগাত" এ। বলা হয়েছে,

"সাহেবে কিরান, হাবীবুল্লাহ হাতে নিয়ে শমসের।
খোদায়ি মদদে ঝাপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধের"।

অর্থাৎ, বোঝা গেলো যে, এই শীন ও মীম বা সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহ ই গাজওয়াতুল হিন্দের মহানায়ক।

প্যারাঃ (২১)

"হাবীবুল্লাহ" প্রেরিত আমীর,
সহচর তার "সাহেবে কিরান"।
কিরানের হাতে থাকিবে জিহাদের,
কুদরতি অস্ত্র "উসমান"!

ব্যখ্যাঃ এখানে লেখক (আশ-শাহরান) দুইটি ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করলেন, তা হলো,

১। "মীম" হরফে নামের শুরু তার উপাধিই হলো "হাবীবুল্লাহ"। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত নেতা বা আমীর বা ইমাম।

২। "শীন" হরফে নামের শুরু তার উপাধিই হলো "সাহেবে কিরান"। তিনিও আল্লাহ প্রদত্ত কিন্তু নেতা নয়। প্রধান নেতা (হাবীবুল্লাহ)-র সহচর বা বন্ধু! (যেমন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর সহচর বা বন্ধু ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাদের নেয়।)

হাবীবুল্লাহ = আল্লাহর বন্ধু। এবং, সাহেবে কিরান = শনি ও বৃহস্প্রতি গ্রহ বা শুক্র ও বৃহস্প্রতি গ্রহ একই রৈখিক কোণে অবস্থানকালীন সময়ে যে যাতকের জন্ম হয় অথবা এ সময়ে যে যাতকের ভ্রূন মাতৃগর্ভে সঞ্চার হয় সেই যাতক কে "সাহেবে কিরান" বা "অতি সৌভাগ্যবান" বলা হয়। আর বলা হয়েছে যে, হিন্দুস্থানের মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের এই যুদ্ধের মূল চরিত্রই হলো তারা দুজন। ১। সাহেবে কিরান। ২। হাবীবুল্লাহ।

আর যুদ্ধের সময় এই সাহেবে কিরানের হাতেই থাকবে একটি কুদরতি অস্ত্র। যার নাম ‘‘উসমান’’ যা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। এই সাহেবে কিরান, হাবীবুল্লাহ এবং উসমান অস্ত্রকে নিয়ে শাহ নেয়ামতউল্লাহ তার কাসিদাতে উল্লেখ করে বলেছেন যে,

‘‘সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যপিয়া প্রচন্ড আলোড়ন।
উসমান এসে নিবে জিহাদের বজ্র কঠিন পণ’’।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারাঃ ৪৩)

এবং

“সাহেবে কিরান, হাবীবুল্লাহ হাতে নিয়ে শমশের।
খোদায়ি মদদে ঝাপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধের”।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারাঃ ৪৪)

এখানে "উসমান" বলতে এই নামের একটি "অস্ত্র" কে বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধের সময় সাহেবে কিরান হাতে ধারন করবে। এবং হাবীবুল্লাহ সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদান করবেন । (ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী)

প্যারাঃ (২২)

বীর গাজিগন আগাইবে জিহাদে,
করিবে মরন-পণ মহারণ!
খোদার রাহে করিবে হত্যা,
অসংখ্য কাফেরকে মু'মিন গন।

ব্যখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান একটি সুস্পষ্ট বিষয় তুলে ধরেছেন। আর তা হলো, গাজওয়াতুল হিন্দ (হিন্দুস্থান বিজয়ের যুদ্ধ)। আগামী কথন এর ২২ নং প্যারা থেকে প্রমানিত যে, হিন্দুস্থানে ইসলাম কায়েম করার যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে (গাজওয়াতুল হিন্দ) সেই মহা যুদ্ধের মূল চরিত্র বা এই গাজওয়াতুল হিন্দের আমীর ও সেনাপতিই হলো সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহ।
তাদের নেতৃত্বেই অসংখ্য মুমিনগণ হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হবেন গাজওয়াতুল হিন্দের সত্যায়ন ঘটাতে অর্থাৎ, হিন্দুস্থান যে দেশটি দখল করে "দ্বিতীয় কারবালা" শুরু করবে, সেই দেশ থেকেই গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য মুমিনগণ ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর নেতৃত্বে। আর তা কাশ্মীর বিজয় মুমিনদের দখলে যাওয়ার, দুই (২) বছরের মধ্যেই সংঘটিত হবে। (কাসিদায় সওগাত ও আগামী কথন এর ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী!)

প্যারাঃ (২৩)

সে ক্ষনে মিলিবে দক্ষিনী বাতাস,
মুমিনদের সাথে দুই আলিফদ্বয়।
মুশরিক জাতি পরাজয় মানবে,
মুমিনদের হইবে বিজয়।

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় আশ-শাহরান ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন যে, সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর নেতৃত্বে গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য যখন মুমিনগণ ভারতে দিকে অগ্রসর হবে ও যুদ্ধ চালাবে তখন মুমিনদের সাহায্যের তাগিদে মহান আল্লাহ তাআলা দুইটি ইসলামী দল বা দেশকে মুমিনদের দলে যোগ করিয়ে দিবেন। সেই দুইটি দল বা দেশের নামের প্রথম হরফ হবে আরবির "আলিফ" হরফ দিয়ে। বীর গাজী মুমিনদের সাথে তারা যোগদান করে হিন্দুস্থানের মুশরিকদের পরাজিত করবে। হিন্দুস্থান পুরোপুরি মুমিন মুসলিমদের দখলে চলে আসবে। এই প্রসঙ্গে হযরত শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ) তার ভবিৎষত বাণীর কবিতা বই কাসিদায় সওগাত এ ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন যে, যখন মুমিনেরা সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর নেতৃত্বে ভারত বিজয়ের জন্য ভারতে মহা যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন মুমিনদের পাশে,

“মিলে একসাথে দক্ষিনী ফৌজ, ইরানি ও আফগান।
বিজয় করিয়া কবজায় পুরা, আনিবে হিন্দুস্থান”।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারাঃ ৪৭)

আগামী কথনের এই প্যারায় বলা আছে যে, গাজওয়াতুল হিন্দের সময় সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর দলে যে দুই দেশ যোগ দিবে এবং হিন্দুস্থান বিজয় করে পুরোপুরি মুসলমানদের দখলে আনবে সেই দেশ দুইটি হলো, ১। ইরান। ও ২। আফগানিস্তান। অতএব, জানা গেলো যে, সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর দলে ইরান এবং আফগানিস্তানের মিলিত হবার পর এই তিন (৩) দলের সংঘবদ্ধ শক্তির উছিলায়ই মহান আল্লাহ গাজওয়াতুল হিন্দে মুসলমানদের বিজয় দান করবেন। যে বিজয়ের ওয়াদার ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে মহান আল্লাহ তার প্রিয় রসূল ﷺ এর মাধ্যমে অনেক পূর্বেই দান করেছিলেন। এবং কাসিদায় সওগাতে শাহ নিয়ামাতুল্লাহ এবং আগামী কথন এ আশ-শাহরান ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী করেছেন।

প্যারাঃ (২৪)

দ্বীন থেকে দূরে ছিলো সে যে,
ছয় (৬) হরফেতে তাহার নাম।
প্রথমে "গাফ" খতমে "শাহা",
স্ব-পরিবারে আনিবে ঈমান।

ব্যখ্যাঃ আলহামদুলিল্লাহ। এই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান বলেছেন যে,যখন গাজওয়াতুল হিন্দ অর্থাৎ, হিন্দুস্থান বিজয়ের যুদ্ধ চলবে এর কোন এক সময় হিন্দুস্থানের একজন মূর্তিপূজারী ইসলাম ধর্ম গ্রহন করবে এবং তার পরিবারও ইসলাম কবুল করবে! এখন কথা হলো, হাজার হাজার বেধর্মিরাইতো ইসলাম কবুল করবে। তাহলে এই ব্যাক্তিটির নামই কেন প্রকাশ করা হলো? কে এই ব্যক্তিটি? লেখক আশ-শাহরান তার আংশিক পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তার নাম ৬ টি অক্ষরে হবে। প্রথম অংশ হবে "গাফ" এবং শেষের অংশ হবে, "শাহা"! (পদবি) অর্থাৎ নাম টি হবে, "শ্রী" "গাফ - -" "শাহা"। বিশেষ লক্ষনীয় বিষয় যে, এই ব্যক্তিটির সমন্ধে শাহ নেয়ামতউল্লাহ (র) তার বিখ্যাত ভবিষ্যৎবাণীর কবিতা কাসিদায় সওগাত এ বলেছেন যে,

“দ্বীনের বৈরি আছিলো শুরুতে ছয় হরফেতে নাম।
প্রথম হরফে "গাফ"-সে কবুল করিবে দ্বীন ইসলাম”।
(কাসিদায় সওগাত,প্যারাঃ ৪৯)

অতএব, বোঝা যাচ্ছে যে ঐ ব্যাক্তিটির দ্বারা ইসলামের অনেক উপকারিতা রয়েছে।

প্যারাঃ (২৫)

হিন্দুস্থানেই হিন্দু রেওয়াজ,
থাকিবেনা তিল পরিমান।
আল্লাহর খাছ রহমত হবে,
মুমিনদের উপর বরিষান।

ব্যাখ্যাঃ এই প্যারায় লেখক আশ-শাহরান বলেছেন যে, গাজওয়াতুল হিন্দের পর হিন্দুস্থানে হিন্দুদের শিরকি কুফুরি কোন প্রকার রীতিনীতিও থাকবে না এবং হিন্দুদের কোন চিহ্ন ও থাকবে না। এ সময়টি তখনই আসবে যখন কাশ্মীর বিজয় হবে এবং এর দু বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে হিন্দুস্থানীরা দ্বিতীয় কারবালা করবে। তারপর মুমিনগণ সাহেবে কিরান ও হাবীবুল্লাহর নেতৃত্বে ভারত পানে গাজওয়াতুল হিন্দ বা হিন্দের যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হবে। এর আগে থেকেই তাদের নীড়ে ক্ষুদ্র সেনারা বা ক্ষুদ্র দল গোপনে জিহাদের (গাজওয়াতুল হিন্দের) প্রস্তুতি নিতে থাকবে।

প্যারাঃ (২৬)

অন্যত্র পশ্চিমা বিশ্ব তখন,
সৃষ্টি করিবে বিপর্যয়।
তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে,
ঘটাইবে বড় মহালয়।

ব্যাখ্যাঃ যখন গাজওয়াতুল হিন্দ চলতে থাকবে ঠিক ঐ সময়ই পশ্চিমা বিশ্বে বিরাটাকার বিপর্যয় নেমে আসবে। এর ফলশ্রুতিতে ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হবে।

প্যারাঃ (২৭)

দ্বিতীয় বিশ্ব সমর শেষে,
আশি বর্ষ পর।
শুরু হবে ফের অতি ভয়াবহ,
তৃতীয় বিশ্ব সমর।

ব্যাখ্যাঃ লেখক আশ-শাহ্রান প্রকাশ করেছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হবার ৮০ বছর পর আরো ভয়াবহ আকারে ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হবে। আমরা সবাই জানি যে, ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে ১৯৪৫ সালে। অতএব, ১৯৪৫+৮০=২০২৫ সাল। অর্থাৎ, ২০২৫ সালেই গাজওয়াতুল হিন্দ চলাকালীন সময়ই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হবে।

প্যারাঃ (২৮)

কুর্দি কে এ রনে করিবে ধ্বংস,
কঠিন হস্তে আরমেনিয়া।
আরমেনিয়ায় ঝড় তুলিবে,
সম্মুখ সমরে রাশিয়া।

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহ্রান বলেছেন, কুর্দিকে এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস করবে আরমেনিয়া। এবং আরমেনিয়ার সাথে লড়াইয়ে মাতবে রাশিয়া। কুর্দি =যারা ইরাক, সিরিয়া, ও ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় এবং তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় বাসিন্দা। আরমেনিয়া = ইরানের উত্তরে এবং তুরস্কের পূর্বদিকে, কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মাঝে অবস্থিত।

প্যারাঃ (২৯)

রাশিয়া পাইবে কঠিন শাস্তি,
মাধ্যম হইবে তুরস্ক।
তাহার পরেই এই মাধ্যমকে,
কুর্দি করিবে ধ্বংস।

ব্যাখ্যাঃ তারপর রাশিয়ায় আক্রমন চালাবে তুরস্ক। আর ঠিক তখন তারপরই তুরস্ককে কুর্দি জাতি আক্রমন করে ধ্বংস করে দিবে।

প্যারাঃ (৩০)

এরই মাঝেই চালাবে তান্ডব,
পার্শদেশ কে হিন্দুস্থান।
বজ্রাঘাতে হইবে ধ্বংস,
বেইমানের হাতে পাকিস্থান।

ব্যাখ্যাঃ এর মাঝেই ভারত তখন পাকিস্থানের উপর তান্ডব চালাবে। তারা বজ্রাঘাতে (পারমানবিক বোমা হামলার মাধ্যমে) পাকিস্থানকে ধ্বংসপ্রাপ্ত করবে। তবে এর আগেই প্যারাতে বলা আছে যে হিন্দুস্তান মুমিনদের দখলে যাবে। এখানে প্যারা দিয়ে একটির পরে আরেকটি বুঝিয়েছে কিন্তু এইসব ঘটনা একসাথে চলতে থাকবে। যখন হিন্দুস্তান মুমিনদের দখলে যাওয়া শুরু হবে ঠিক তখনই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা শেষ মারণাস্ত্র হিসেবে পারমাণবিক বোমা পাকিস্তানে ছুড়বে এবং পাকিস্তান ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তবে পুরোপুরি ধ্বংস হবে না তবে তা ব্যাপক ক্ষতির কারণ হবে।

প্যারাঃ (৩১)

তাহার পরেই হিন্দুস্থান কে,
ধ্বংস করিবে তিব্বত।
তিব্বত কে করিবে সে রনে তখন,
একটি আলিফ বধ।

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহরান বলেছেন যে, যখন পাকিস্থান কে ভারত ধ্বংস করে দিবে তখন চিন (তিব্বত) তখন আবার ভারতকে ধ্বংস করে দিবে। এখানে ভারতকেও

পারমাণবিক বোমা দ্বারা আঘাত করার কথা এসেছে। এইসব ঘটনাগুলো সমসাময়িক সময়েই হতে থাকবে। আর এখানে ভারতকে ধ্বংস মানে পুরোপুরি ধ্বংস নয় তবে তা ব্যাপক ক্ষতির কারণ হবে। এবং তার পরপরই চিনকে আবার একটি দেশ ধ্বংস করবে, বধ করবে। সে দেশটির নাম আরবীতে "আলিফ" হরফে শুরু।

প্যারাঃ (৩২)

চতুর্মূখী বজ্রাঘাতে সে,
"আলিফ" হইবে নিঃশ্বেষ।
ইতিহাসে শুধুই থাকিবে নাম,
মুছে যাবে সেই দেশ।

ব্যাখ্যাঃ আলিফ নামক দেশটিকে তারপর চতুর্মূখী আক্রমন চালানো হবে। যার ফলে ইতিহাসে শুধু ঐ দেশটির নামই কেবল থাকবে, কিন্তু তার বিন্দু পরিমান চিহ্নও থাকবেনা। উল্লেখ্য যে সেই আলিফ নামক দেশটির পূর্ণ নাম হলো "অ্যামেরিকা"। শাহ নিয়ামাতুল্লাহ (র) তার কাসিদায় সওগাত এ বলেছেন যে,

“এ রনে হবে আলিফ এরুপ, পয়মাল মিশমার,
মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার”।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারা ৫২)

যে বেঈমান দুনিয়া ধ্বংস করিলো আপন কামে
নিপাতিত সে শেষকালে নিজেই জাহান্নামে।
(কাসিদায় সওগাত, প্যারা ৫৪)

অতএব বোঝা গেলো, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন দিক (দেশ) থেকে পারমাণবিক বোমার আক্রমন হবে অ্যামেরিকার উপর, এতে অ্যামেরিকা নিঃচিহ্ন হয়ে যাবে।

প্যারাঃ (৩৩)

বিশ্ব রনে কালো ধোয়ায়,
অন্ধকার থাকিবে আকাশ।
দেখিবে তখন জগৎবাসী,
দুখানের দশম বাণীর প্রকাশ।

ব্যাখ্যাঃ লেখক আশ-শাহরান প্রকাশ করেছেন যে, যখন ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে, ঐ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ধোয়ার কারনে আকাশ দিনের বেলায়ও অন্ধকার দেখাবে। আর মানুষ সেই দিন সূরা আদ-দুখানের ১০ নং বাণীর বাস্তবতা দেখতে পাবে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "অতএব,আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যে দিন আকাশ সুস্পষ্ট ধোয়ায় ছেয়ে যাবে!" (সুরাঃ আদ-দুখান। আয়াতঃ ১০)

প্যারাঃ (৩৪)

সাত মাস ব্যাপি ধোয়ার আযাবে,
বিশ্ব থাকিবে লিপ্ত।
দুই-তৃতীয়াংশ মানব হারাইবে প্রান,
রব থাকিবেন ক্ষিপ্ত।

ব্যাখ্যাঃ এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাত (৭) মাস ধোয়ার কারনে পৃথিবী অর্ধ-অন্ধকার থাকিবে। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, "কিয়ামতের বড় ১০ টি আলামতের মধ্যে একটি হলো আকাশ কালো ধোয়ায় ছেয়ে যাবে"। আর এই যুদ্ধের এই অবস্থার কারণটা হয়তো আমরা সবাই বুঝতেই পারছি যে, ২০২৫ সালে যদি এরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই তা অতি আনবিক, হাইড্রোজেন, পারমাণবিক সহ সকল প্রকার শক্তিশালী যুদ্ধ অস্ত্র ব্যবহৃত হবে। যার বিস্ফোরণের ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর আকাশ ধোয়ায় ঘিরে যাবে। অসংখ্য অগনিত মানব-দানব, পশুপাখি, গাছপালা মারা যাবে। ফসল উৎপাদন হবে না! অনাহারে, দুর্ভিক্ষে মারা যাবে। হাদিস অনুযায়ী ইমাম মাহদীর প্রকাশের পূর্বে দুই (২) ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে।

(১) স্বেত মৃত্যু = ৩য় বিশ্বযুদ্ধের কারনে পরিবেশ নষ্ট হয়ে ১-২ বছর ফসল উৎপাদন না হওয়ার ফলে সংঘটিত দুর্ভিক্ষ (খরা) -র কারনে।

(২) লোহিত বা লাল মৃত্যু = যুদ্ধে রক্তপাতের কারনে যে মৃত্যু।

প্যারাঃ (৩৫)

ভয়ংকর এই শাস্তির কারণ,
বলে যাই আমি এক্ষণে।
নিম্নের কিছু কথা তোমরা,
রাখিও স্মরণে ।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, এই ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে মানুষজাতিকে এতটা কঠিন শাস্তি কেন দেওয়া হবে? তার কিছু কারণও রয়েছে, যা তিনি প্রকাশ্যে এনেছেন।

প্যারাঃ (৩৬)

মহা সমরের পূর্বে দেখিবে,
প্রকাশ পাইবেন "মাহমুদ"।
পাশে থাকিবেন "শীন" ও "জ্যোতি",
সে প্রকৃতই রবের দূত।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ বলেছেন যে, ‘‘যখন কোন জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন ততক্ষন পর্যন্ত আমি ধ্বংস করিনা, যতক্ষন না সেখানে আমার পক্ষ থেকে একজন সতর্ককারী না পাঠাই’’। ইতিহাসও তাই বলে। তাহলে ২০২৫ সালে যে এতটা ধ্বংসলীলা চলবে তা বর্তমানে বিশ্বের দিকে তাকালেই বুঝতে পারছি যে কেন! তাহলে নিশ্চই ধ্বংসের পূর্বেই একজন সতর্ককারীকে আল্লাহ পাঠাইবেন। তারই পরিচয় লেখক আশ-শাহরান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সেই আল্লাহ প্রদত্ত ব্যাক্তিটির পরিচয়টা হলো তিনি ইমাম মাহমুদ। তার পাশে থাকবে "শীন" যিনি হবেন ইমাম এর সহচর বা বন্ধু। শীন হলো তার নামের ১ম হরফ, তার পুরো নাম ‘‘শামীম বারাহ’’। একটু স্মরণ করুন, আগামী কথন এর (৫), (১৯), (২০) এবং (২১) নং প্যারাগুলো। সেখানে বলা আছে "শীন" ও মীম" এর কথা (যারা গাজওয়াতুল হিন্দের সেনাপতি ও নেতা)। বলা আছে-

শীন সেতো সাহেবে কিরান
মীম এ হাবীবুল্লাহ। (২০)
এবং আরো বলা আছে যে,
হাবীবুল্লাহ প্রেরিত আমীর
সহচর তার সাহেবে কিরান। (২১)

অতএব, "মীম" হরফে শুরু নাম মাহমুদ, তার উপাধি হলো হাবীবুল্লাহ। (আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রধান নেতা বা আমীর বা ইমাম এবং প্রতি শত বছরে আগমনকারী মুজাদ্দিদ বা দ্বীন সংস্কারকের একজন। তিনিই গাজওয়াতুল হিন্দের আমীরুল মুজাহিদিন বা মুজাহিদদের নেতা বা আমীর।)

শীন হরফে নামের শুরু শামীম বারাহ তার উপাধি হলো সাহেবে কিরান। তিনিই সেই গাজওয়াতুল হিন্দের সেনাপতি এবং উসমানী তরবারির ধারক-বাহক। (তিনিও আল্লাহর মনোনিত ব্যাক্তি এবং প্রধান আমীরের সহচর বা নায়েবে আমীর বা বন্ধু।)

অর্থাৎ, এই ইমাম মাহমুদই হচ্ছেন হাবীবুল্লাহ এবং তার সহচর বন্ধু শামীম বারাহ-ই হচ্ছেন সাহেবে কিরান আর এখানে তাদের উপাধি নামগুলো বলা হয়েছে। তাদের দুজনের নেতৃত্বেই গাজওয়াতুল হিন্দ সংঘটিত হবে। তাদের পরিচয় ২০২৫ সালের পূর্বেই প্রকাশিত হবে, ইংশাআল্লাহ। এবং তাঁর আগে থেকে ক্ষুদ্র সেনারা তাদের নীড়ে গোপনে প্রস্তুত হতে থাকবে। তাদের নাম কিছু দিনের মধ্যেই সব জায়গায় শোনা যাবে। (ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী)

(৩৭)

হিন্দুস্থান থেকে যদিও একজন,
জানাইবে "মাহমুদ" এর দাবি।
খোদা করিবেন সেই ভন্ডকে ধ্বংস,
সে হইবেনা কামিয়াবি।

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহরান বলেছেন যে, ইমাম মাহমুদের প্রকাশের সমসাময়িক কালে ভারত থেকে একজন ভন্ড নিজেকে "ইমাম মাহমুদ" বা হাবীবুল্লাহ বলে দাবি জানাবে। কিন্তু সে কোনরূপ সফলতা পাবেনা। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিবেন।

প্যারাঃ (৩৮)

হাতে লাঠি, পাশে জ্যোতি,
সাথে সহচর শীন।
মাহমুদ এসে এই জমিনে,
প্রতিষ্ঠা করিবেন দ্বীন।

ব্যাখ্যাঃ এখানে ইমাম মাহমুদের কথা বলা হয়েছে। তার হাতে একটি লাঠি থাকবে। (হয়তো বিশেষ গুন সমৃদ্ধ)। পাশে জ্যোতি থাকবে (হয়তো জ্যোতি বলতে এখানে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে)। এবং সাথে থাকবে সহচর শীন

অর্থাৎ শামীম বারাহ (সাহেবে কিরান)! আর মাহমুদ পরিশেষে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবেন। (গাজওয়াতুল হিন্দের মাধ্যমে)

প্যারাঃ (৩৯)

সত্যসহ করিবেন আগমন ,
তবুও করিবে অস্বীকার।
হক্বের উপর করবে বাতিল,
কঠিন অন্যায়-অবিচার।

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহরান বলেছেন যে, ঐ ইমাম মাহমুদ সত্য সহ আগমন করবেন। তবুও তাকে অস্বীকার করবে অধিকাংশ মানুষ। আর সেই হক পন্থীদের উপর বাতিলপন্থী খুবই অন্যায়-অবিচার করবে।

প্যারাঃ (৪০)

অবিশ্বাসী জাতির উপর,
গজব নাজিল হবে তখন।
পঁচিশ সনের মহা সমরে,
ধোয়ার আযাব আসিবে যখন।

ব্যাখ্যাঃ আমরা কুরআনে বর্নিত ইতিহাসে পাই যে, হযরত সালেহ (আ) কে অবিশ্বাস করায়, সামুদ জাতি ধ্বংস হয়েছিল। হযরত হুদ (আ) কে অবিশ্বাস করায়, আদ জাতি ধ্বংস হয়েছিল। হযরত লূত (আ) কে না মানায়, তার জাতি ধ্বংস হয়েছিল। হযরত নূহ (আ) কে না মানার কারনে গোটা পৃথিবীর উপর প্লাবনের আযাব এসেছিলো। তারই ধারাবাহিকতায়, ইমাম মাহমুদকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার, অবিচার-অত্যাচার করার কারনে ২০২৫ সালে এই আযাব নাজিল হবে তা হলো সেই ৩য় বিশ্ব যুদ্ধ এবং এর পরে ধোয়ার বা দুখানের সেই আযাব যা কুরআন ও হাদিসে অনেক আগে থেকেই বলা হয়েছে।

প্যারাঃ (৪১)

লিখে রাখা আছে খুজে দেখো,
তবে, মহানবীর (সঃ) পূথিতে।
আধুনিকতার হইবে ধ্বংস,
পৃথিবী ফিরে যাবে অতিতে।

ব্যাখ্যাঃ এই অংশে বলা হয়েছে যে, হাদিসে বলা আছে, "পৃথিবী আধুনিকতায় পৌছাবে। অতপর, তা আবার ধ্বংস হবে। পৃথিবী আবার প্রাচিন যুগে ফেরত যাবে"। সুতরাং, এই ২০২৫ সালের ৩য় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমেই তা হবে।

প্যারাঃ (৪২)

থাকবেনা আর আকাশ মিডিয়া,
থাকবেনা আনবিক অস্ত্র।
ফিরে পাবে ফের, ইতিহাস দৃশ্য,
ঘোড়া-তরবারির চিত্র।

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক বলেছেন যে, ২০২৫ সালের পর, আকাশ মিডিয়া (টিভি, রেডিও, টেলিফোন, কৃত্তিম উপগ্রহ) কিছুই থাকবেনা। আনবিক, পারমানবিক বা আধুনিক কোন অস্ত্র থাকবে না। পুনরায় ইতিহাস দৃশ্য চলে আসবে। ঘোড়া তরবারির ব্যবহার শুরু হবে। এটি সেই ১৪৫০ বছর আগের মুহাম্মাদ ﷺ এর বলা ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়ন।

প্যারাঃ (৪৩)

গায়েবি ধ্বনির যন্ত্র ধ্বংস,
নিকটই হবে দুর।
প্রাচ্যে বসে শুনবেনা আর,
প্রতিচির গান সুর।

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহরান বলেছেন, গায়েবি ধ্বনির যন্ত্র (টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও, সাউন্ড সিস্টেম) সবকিছু চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা এখন বহুদূরের রাস্তা দ্রুতই পার করি, কিন্তু তখন কাছের রাস্তাকেই দূরের মনে হবে। কারণ, ২০২৫ সালের পর দ্রুতগামী যানবাহন থাকবেনা। এবং পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে বসে আর অন্য প্রান্তের গান-সুর আর শোনা যাবে না।

প্যারাঃ(৪৪)

সৃষ্টির উপর হাত খেলানোর,
করেছো দুঃসাহসিকতা।
শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে,
তাইতো এই বিধ্বংস্ততা।

ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে যে, ২০২৫ সালের গজব নাজিল হবার আরও একটি বড় কারণ হলো, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির উপর হাত খেলিয়েছে। (যেমনঃ অত্যাধুনিক রোবট, টেষ্টটিউব বেবি, জেন্ডার চেঞ্জ, প্লাস্টিক সার্জারি, হাইব্রিড উদ্ভিদ ও প্রানী সহ সৃষ্টির নানাবিধ পরিবর্তন ইত্যাদি)

প্যারাঃ (৪৫)

বাংলায় তোমরা করেছো পূজা,
মুশরিকি "বা'আল" দেবতার।
মুসলিম হয়েও কেন তোমরা,
হারাচ্ছো নিজেদের অধিকার?

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক বুঝিয়েছেন যে, ২০২৫ সালের পূর্বেই বাংলার ভূমিতে, বা'আল দেবতার পুজা করা হবে বা এখনও হচ্ছে। (উল্লেখ্য যে, হযরত ইলিয়াস (আঃ), আল-ইয়াছা (আঃ), যুলকিফল (আঃ) এবং হযরত মিকাইয়া (আঃ), ইয়াছিন (আঃ), হযরত আর (আঃ), সহ অসংখ্য নবি-রসূলগণ, বর্তমান ফিলিস্থান, সিরিয়া সহ আশ পাশে বা'আল দেবতার পূজার বিরুদ্ধে আগমন করেছিলেন। কারণ, বা'আল দেবতার রাজত্ব চলতো সেসব অঞ্চলে।)
এখানে বা'আল দেবতা বলতে পূর্বপুরুষের বা ব্যাক্তিপূজাকে বুঝিয়েছে, যেগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল করে থাকে।

প্যারাঃ (৪৬)

আধুনিকতার কারনে মানুষ,
লিপ্ত নগ্নতা-অশ্লীলতায়।
বে পর্দা নারী, মূর্খ আলেম তাইতো,
পঁচিশে ধ্বংস হবে সব অন্যায়।

ব্যাখ্যাঃ এই পর্বের ব্যাখ্যা হয়তো বোঝানোর অপেক্ষা রাখেনা। আধুনিকতার জন্য মানুষ যে কতটা নগ্নতা আর অশ্লিলতায় ডুবে যাচ্ছে তা সবাই জানেন। আর দুইটি বড় কারণ হলো,

১। বেপর্দা নারীর সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি থেকে বৃদ্ধিতর হচ্ছে।

২। মূর্খ আলেমের অভাব নেই। যারা ভ্রান্ত ফতোয়াবাজী, পেট পূজারী, ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী।

এই সকল কারণের সমষ্টিতেই ২০২৫ সালে আযাব, গজব নাজিল হবে।

প্যারাঃ (৪৭)

আকাশে আলামত; জন্ম হলো,
দ্বিতীয় আবু সুফিয়ান।
চল্লিশ বছরে প্রকাশ পাবে,
দুটি শক্তিতে সে বলিয়ান।

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক, মুহাম্মাদ ﷺ এর হাদিছ থেকে কথা বলেছেন। হাদিছে বলা আছে, “ইমাম মাহদীর প্রকাশের পূর্বে দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানির প্রকাশ ঘটবে। দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের জন্মের সময় আকাশে আলামত দেখা যাবে। সে দুইটি শক্তির চাদর গায়ে (২টি শক্তিশালী দল) থাকবে”।

আমাদের নিকটবর্তী সময়ে আকাশে আলামত বলতে হেলির ধুমকেতু **১৯৮৬** সালে দেখা গিয়েছিলো। আর "আগামী কথন" এ লেখক বলেছেন **৩**য় বিশ্ব যুদ্ধের পর অর্থাৎ, ২০২৫ সালের পর। ৪০ বছর বয়সে সুফিয়ানের প্রকাশ ঘটবে। **১৯৮৬+৪০=২০২৬** সাল। অতএব, ২০২৬ সালেই দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের প্রকাশ হবে। যা ইমাম মাহদীর আগমনকে ইঙ্গিত করে।

প্যারাঃ (৪৮)

মহাযুদ্ধের দু সনের মাঝেই,
ভয়ংকরি এক তান্ডবে।
মুসলিমদের উপর আক্রমনে,
সুফিয়ানির জয় হবে বাগদাদে।

ব্যাখ্যাঃ বলা হয়েছে যে, ২০২৫ সাল থেকে ২ বছরের মধ্যেই আবু সুফিয়ান বাগদাদের মুসলিমদের উপর বিরাট একটি আক্রমন চালাবে। সেখানে মুসলমানেরা পরাজিত হবে। আবু সুফিয়ানের বিজয় হবে।

প্যারাঃ (৪৯)

সিরিয়াবাসী আবু সুফিয়ান
তারপর হবে একটু স্থির।
কালো পতাকাধারী পূর্বের সেনারা
জমাইবে আরবে ভীড়।

ব্যাখ্যাঃ বলা হয়েছে, সিরিয়াবাসী আবু সুফিয়ান বাগদাদে জয় লাভের পর স্থির হয়ে থাকবে। তারপরই মহাযুদ্ধের ২ বছর পর ২০২৭-২৮ সালের দিকে হাদিসের সেই বিখ্যাত ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবতাটা প্রকাশিত হবে। কালোপতাকাধারী সেনারা আরবে প্রবেশ করবে। ইমাম মাহদীকে সাহায্য করতে।

প্যারাঃ (৫০)

আরবে তখনও চলিবে তিনজন,
স্বার্থলোভি নেতার লড়াই।
আল্লাহর দ্বীন ভুলে গিয়ে তারা,
দেখাবে ক্ষমতার বড়াই।

ব্যাখ্যাঃ আরবে একজন খলিফার তিনজন পুত্র ক্ষমতার লোভে লড়াই করতে থাকবে। তারা কেউই সঠিক আকিদার নয়, শয়তান। যা ছহীহ হাদিছেও উল্লেখিত আছে। তাহলে কি তখনই প্রকৃত "ইমাম মাহদীর আগমনের সময়"?

প্যারাঃ (৫১)

আধুনিকতার অধ্বঃপতনের,
তৃতীয় বর্ষপর।
আঠাশে প্রকাশ পাইবেন "মাহদী",
এই দুনিয়ার উপর।

ব্যাখ্যাঃ একটি চিরাচরিত নাম ইমাম মাহদী। একজন প্রকৃত মুসলিম উম্মাহ হিসেবে, আপনার কাছে এই নামটিতে মিশ্রিত রয়েছে শত আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ-শান্তির বাতাস, অপেক্ষা। সবার একটাই প্রশ্ন? কবে ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে? সবার সেই জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে, আগামী কথন এর লেখক (আশ-শাহরান) প্রকাশ করলেন যে (আল্লাহ প্রদত্ত এই ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী) যখন কাশ্মীর বিজয় হবে, তার ২ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে হিন্দুস্থানের মুশরিকরা "দ্বিতীয় কারবালা" করবে, সে সময় ইমাম মাহমুদ (হাবীবুল্লাহ) ও তার বন্ধু বা সহচর শামীম বারাহ (সাহেবে কিরান) এদের প্রকাশ ঘটবে। তাদের নেতৃত্বে "গাজওয়াতুল হিন্দ" হবে। ২০২৫ সালে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হবে। যার ফলে আধুনিকতা চিরতরে ধ্বংস হবে। এরই তিন বছরের মাথায় অর্থাৎ, ২০২৮ সালে ইমাম মাহদীর প্রকাশ ঘটবে। লেখক আশ-শাহরান এর আগামী কথন এর সত্যতা যাচাই করিঃ

"ইমাম মাহদীর আত্নপ্রকাশ কবে হবে? এই বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেকটি যুগেই চলছে ভবিষ্যৎ বানী। যদিও নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। তারপরও কেবল মাত্র সতর্কতার জন্য ইমাম মাহদীর আগমনের কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়ে একটু লিখতে চাই। কারণ অনেকে হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও বর্তমান পৃথিবীর সত্য সংবাদগুলো না জানার কারণে মনে করছেন ইমাম মাহদীর আগমন আরো শতশত বছর পরে হবে। অপরদিকে কিছু ভাই মনে করছেন ২০২৩ সালের মধ্যেই ইমাম মাহদীর আগমন হবে। যদিও এর কোনটাই সঠিক নয়। বরং বর্তমানে ইমাম মাহদীর আত্নপ্রকাশের অধিকাংশ আলামত এই সময়টির সাথে মিলে যাচ্ছে। তবে এখনও কিছু আলামত বাস্তবায়ন বাকী রয়েছে। তাই কেউ আমার এই লেখাটিকে একমাত্র দলিল হিসেবে নির্ভরশীল হবেন না। কারণ আমার গবেষণা ভুলও হতে পারে"।

১। তুর্কি খিলাফত ধ্বংসঃ

হযরত আবু কুবাইল (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ১০৪ বছর পর মাহদী (আঃ) উপর মানুষ ভিড় করবে। ইবনে লাহইয়া বলেন, উক্ত হিসাবটা

আজমী তথা অনারবী হিসাব মতে। আরবী হিসাব মতে নয়। (আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ – ৯৬২, আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস - ৮১১)

আমরা সবাই জানি যে, তুর্কি খিলাফত আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯২৪ সালে বিলুপ্ত হয়েছিল। সুতরাং, ১৯২৪ +১০৪ =২০২৮ সাল।

বিঃদ্রঃ- একমাত্র তুর্কি খিলাফত আজমী, অর্থাৎ অনরবী। এছাড়া চার খলিফা, উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফত, ফাতেমীয় খিলাফত সবগুলোই আরবদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।

২। ১৫ ই শুক্রবার রাতে রমজান মাসে বিকট শব্দে আওয়াজ আসবেঃ

ফিরোজ দায়লামি বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন এক রমজানে আওয়াজ আসবে"। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! রমজানের শুরুতে? নাকি মাঝামাঝি সময়ে? নাকি শেষ দিকে'? নবীজি ﷺ বললেন, "না, বরং রমজানের মাঝামাঝি সময়ে। ঠিক মধ্য রমজানের রাতে। শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে"।
(মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১০)

সৌদি আরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী ১৫ ই রমজান শুক্রবার হয়, ১৪৪৯ হিজরী বা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ সাল।

৩। রমজান মাস শুরু হবে শুক্রবারঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্নিত, তিনি বলেন, কোন এক রমজানে অনেক ভূমিকম্প হবে। যে বছর শুক্রবার রাতে রমজান মাস শুরু হয়। তারপর মধ্য রমজানে ফজরের নামাজের পর আকাশ থেকে বিকট শব্দে আওয়াজ আসবে। তখন তোমরা সবাই ঘরের দরজা, জানালা সব বন্ধ করে রাখবে। আর সবাই সোবহানাল কুদ্দুস, সোবহানাল কুদ্দুস, রাব্বুনাল কুদ্দুস তেলাওয়াত করবে। (আল ফিতানঃ নুয়াইম বিন হাম্মাদ, হাদিস নং – ৬৩৮)

সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১ রমজান শুক্রবার ১৪৪৯ হিজরী বা ২৮ জানুয়ারি ২০২৮ সাল হয়।

(বিঃদ্রঃ হাদিস বড় হওয়ার কারনে সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি, তবে কিতাবুল ফিতানের হাদীসে শুক্রবার রমজান মাস শুরু হবে এরকম বর্ননা নেই।)

৪। আশুরা বা, ১০ মুহাররম শনিবার হবেঃ

ইমাম বাকির (রহঃ) বলেন, যদি দেখ আশুরার দিন বা, ১০ মুহাররম শনিবার ইমাম কায়িম (মাহদী) আঃ মাকামে ইব্রাহিম ও কাবার এর মধ্যখানে দাড়িয়ে থাকেন তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার পাশেই দাড়িয়ে থাকবেন এবং মানুষকে ডাকবেন তাকে বাইয়াত দেয়ার জন্য। (বিহারুল আনোয়ার, ভলিউম ৫২ পৃষ্ঠা – ২৭০; গাইবাত, লেখকঃ শাইখ আত তুসী, পৃষ্ঠা – ২৭৪; কাশফ উল গাম্মাহ, ভলিউম ৩, পৃষ্ঠা - ২৫২)

সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১০ মুহাররম শনিবার ১৪৫০ হিজরী বা, ৩ জুন ২০২৮ সাল হয়।

৫। ইমাম মাহদীর নাম ধরে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর আহ্বানঃ

হযরত আবু বাছির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক (হযরত জাফর সাদিক রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম? কখন আল কায়েম (ইমাম মাহদী) আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন আহলে বাইতের (রাসূলুল্লাহ সাঃ এর বংশধর) জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় (উল্লেখ) নেই। তবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে ৫টি বিষয় ঘটবে। যেমনঃ

১। আকাশ থেকে আহ্বান।
২। সুফিয়ানীর উত্থান।
৩। খোরাসানের বাহিনীর আত্মপ্রকাশ।
৪। নিরপরাধ মানুষকে ব্যাপকহারে হত্যা করা।
৫। (বাইদার প্রান্তে) মরুভূমিতে একটি বিশাল বাহিনী ধ্বংসে যাবে।

ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে।

১। শ্বেত মৃত্যু।
২। লাল মৃত্যু।

শ্বেত মৃত্যু (দুর্ভিক্ষের কারনে মৃত্যু) হল মহান মৃত্যু। আর লাল মৃত্যু হল তরবারি (যুদ্ধের) কারনে মৃত্যু। আর আকাশ থেকে তিনি (হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার (ইমাম মাহদীর) নাম ধরে আহ্বান করবে ২৩ ই রমজান শুক্রবার রাতে।
(হাদিস বড় হওয়ায় সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি)
(বিহারুল আনোয়ার, খন্ড - ৫২, পৃষ্ঠা – ১১৯; বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা – ১৫০; মুন্তাখাবুল আসার, পৃষ্ঠা – ৪২৫; মুজ'আম আল হাদিস আল ইমাম আল মাহদী, খন্ড - ৩, পৃষ্ঠা - ৪৭২)
সৌদি আরবের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২২ রমজান শুক্রবার (যেহেতু আরবী মাস সন্ধ্যা থেকে হিসাব করতে হয়, তাই শুক্রবার রাত ২৩ ই রমজান হবে) রাত ১৪৪৯ হিজরী বা ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ সাল হয়।

৬। রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবেঃ

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আল হানাফিয়্যাহ বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী থেকে দুটি বিষয় না ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত মাহদী আগমন হবে না। প্রথমটি হল, রমজানের প্রথম রাতে চন্দ্র গ্রহণ ও মধ্য রমজানে সূর্য গ্রহন না ঘটে। (ইমাম আল আলী বিন উমর আল দারাকতুনী; আল কাউলুল মুখতাসার ফি আলামাতিল মাহদী আল মুন্তাজার, লেখকঃ- ইবনে হাজার আল হাইতামী, পৃষ্ঠা-৪৭)
১ রমজান রবিবার ১৪৪৮ হিজরী বা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সালে সূর্য গ্রহন ঘটবে। এবং ১৪ রমজান শনিবার ১৪৪৮ হিজরী বা ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ চন্দ্র গ্রহণ ঘটবে। (সূত্রঃ Wikipedia)
বিঃদ্রঃ ২০২৬ সালেও রমজান মাসে দুই বার চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহন হবে।

৭। বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্তিঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ১৪০০ হিজরীর পর ২ দশক ও ৩ দশক পর ইমাম মাহদীর আগমন হবে। (আসমাউল মাসালিক লিইয়াম মাহদীয়্যাহ মাসালিক লি কুল্লিদ দুনিইয়া বি আমরিল্লাহীল মালিকঃ লেখক- কালদা বিন জায়েদ, পৃষ্ঠা- ২১৬)
সুতরাং ১৪০০+২০+৩০ =১৪৫০ হিজরী বা, ২০২৮ সাল।

৮। শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদাহঃ

শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদাহ মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভবিষ্যৎবাণী করা একটি ইলহামী কবিতা। কাসিদাহ লেখা হয়েছে ১১৫৮ সালে। কাসিদাহ এর (প্যারা-৫৭) বলা হয়েছে, 'কানা জাহুকার' প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত (ইমাম মাহাদি) দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত। উল্লেখ যে, 'কানা জাহুকা' শব্দটি পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা বানি ঈসরাইলের ৮১ নং আয়াতে রয়েছে। এবং আমরা জানি যে, উপমহাদেশ ভারত ও পাকিস্তান নামে ভাগ হয়েছিল, ১৯৪৭ সালে।

সুতরাং, ১৯৪৭ +৮১ =২০২৮ সাল।

মাহদীর প্রকাশের জন্য রমজানের ১ম ও ১৫তম তারিখ শুক্রবার হতে হবে। ২০20 সালের রমজান মাসে তা মিলে যায়, অন্য কোন সালে নয়। এরপর, ২০২১ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত আর কোন রমজানেই তা মিলবে না এবং এরপর, ২০২৮ সালের রমজানের ১ম ও ১৫ তারিখ শুক্রবার হয়। তাহলে বোঝা গেলো, এখন ২০20 সালে যদি মাহদী না প্রকাশ হয়, তাহলে ২০২৮ এর আগে আর হবেনা। এখন কথা হলো, উপরক্ত যত আলামত তা ২০২৮ সালের পক্ষে। এবং মাহদীর পুর্বে যা কিছু ঘটনা ঘটবে যেমনঃ

- ফুরাত নদীর সোনার পাহাড় প্রকাশ হবে।
- পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মানুষ মারা যাবে। তিন ভাগের দুই ভাগ।
- শ্বেত মৃত্যু হবে।
- লোহিত বা লাল মৃত্যু হবে।
- এক বছরের খাদ্য সংগৃহিত করতে হবে।
- ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ এবং সাহেবে কিরানের আত্মপ্রকাশ পাবে।
- গাজওয়াতুল হিন্দ হতে হবে।
- আবু সুফিয়ানের প্রকাশ হবে।

তাই ২০২৮ সালে হবার সম্ভবনা শতভাগ সঠিক। আল্লাহু আলাম। এ রকম আরো বহু সূত্রের যোগফল দেখলাম ২০২৮ সাল। যা লেখক "আশ-শাহরান" এর আগামী কথন এর বলা এই বাণীকে সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য করে। (ইংশাআল্লাহ হবে, বাকিটা আল্লাহই ভালো জানেন)

প্যারাঃ (৫২)

শত অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে,
ইমাম মাহদীর হবে আগমন।
দুঃখ দুর্দশা হবে দুর, শান্তিতে,
ভরে যাবে এ ভুবন।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) বলেছেন যে, শত অপেক্ষার অবশান ঘটিয়ে ২০২৮ সালে ইমাম মাহদীর আগমন হবে। আর আমরা তো সবাই অবগত আছিই যে, তার আগমন মানেই, সকল দুঃখ, দুর্দশা দুর হয়ে যাবে। পৃথিবী সুখ শান্তি ও ন্যায় ইনসাফে ভরে যাবে ঠিক যেমনটি অন্যায় দ্বারা ভরা ছিলো।

প্যারাঃ (৫৩)

শুনে রাখো তোমরা বিশ্ববাসী,
মাহদীর দেখা পেলে।
তার পাশেই রবে রবের রহমত,
শুয়াইব ইবনে ছালেহ।

ব্যাখ্যাঃ এখানে, লেখক আশ-শাহরান প্রকাশ করেছেন যে, যখনি বিশ্ববাসী ইমাম মাহদীকে পেয়ে যাবে তখন তারা ইমাম মাহদীর পাশে তার সহচর বা বন্ধু "শুয়াইব ইবনে ছালেহ" কেও পাবে।

উল্লেখ্য যে, লেখক আশ-শাহরান তাকে "রবের রহমত" বলে আক্ষায়িত করেছে। অতএব বুঝতেই পারছি, তার মর্যাদা রয়েছে। সেও আল্লাহর মনোনীত বান্দা। (যেমনঃ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও আবু বকর (রাঃ), ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ (দাঃ বাঃ) ও শামীম বারাহ (সাহেবে কিরান) (দাঃ বাঃ) এদের অনুরূপ)

প্যারাঃ (৫৪)

কালো পতাকাধারী "মাহমুদ" সেনারা,
মাহদী-র হাতে নিবে শপথ।
আরবে করিবে ঘোরতর রণ,
অতঃপর আনিবে আলোর পথ।

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক প্রকাশ করলেন যে, যে সৈনিকরা খোরাসান থেকে প্রকাশ পাবে এবং আরবে ইমাম মাহদীর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে এবং ঘোরতর

যুদ্ধ করবে। আগামী কথনে প্রকাশ করা হয়েছে ঐ সৈনিকগণ হবে ইমাম আল-মাহমুদ হাবীবুল্লাহ -এর সৈনিক। তারা ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহর নেতৃত্বেই আরবে প্রবেশ করবে। প্রবেশ করেই ইমাম মাহমুদ ও তার সৈন্যগণ, সবাই মাহদীর আনুগত্যের শপথ করবে। তারপর, আরবে যুদ্ধ করবে এবং ঐ যুদ্ধে সফলতা পাবে। এবং ইমাম মাহদীর পরিচয়টা সেখানে প্রকাশিত হবে।

প্যারাঃ (৫৫)

মধ্য রমজানের ভোরের আকাশে,
জিব্রাইল দেবেন ভাষণ।
প্রকাশ পাবেন, ক্ষমতায় যাবেন,
"মাহদী" করবেন বিশ্ব শাসন।

ব্যাখ্যাঃ যে বছর ইমাম মাহদী প্রকাশিত হবে ঐ বছর ১৫ ই রমজান শুক্রবার (বৃহস্প্রতি বার দিবাগত রাতে) ভোর রাতে আকাশ থেকে বিকট কন্ঠে আওয়াজ আসবে। আর তা হবে জিব্রাইলের কন্ঠ। (যদিও তার পরপরই আরও একটি আওয়াজ শয়তান দিবে। এই ঘটনাটি হাদিছেও বর্নিত আছে।)
অতঃপর, ইমাম মাহদী ঐ বছরই প্রকাশ পাবে, তার পরের বছরই ক্ষমতায় যাবেন।

প্যারাঃ (৫৬)

মাকামে ইব্রাহিম ও কাবা গৃহ,
এ দুয়ের মধ্যখানে,
মাহদীর সত্যায়ন দিবেন জিব্রাইল,
প্রকাশ্য মজলিসে দিবালোকে।

ব্যাখ্যাঃ যখন ইমাম মাহদীর প্রকাশ ঘটবে, কাবাগৃহ ও মাকামে ইব্রাহিমের মাঝখানে তখন জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশতা প্রকাশ্যে ইমাম মাহদীর পাশে দাড়িয়ে তার সত্যতার কথা ভাষন দিবে।

প্যারাঃ (৫৭)

সেই মজলিসে ইমাম মাহমুদ কে,
খোদা সম্মান দান করিবেন।
রহস্য উদ্‌ঘাটনের সেই দৃশ্য,
সবাই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।

ব্যাখ্যাঃ লেখক আশ-শাহ্‌রান ভবিষ্যৎবাণী তে বলেছেন যে, মজলিসে জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশতা প্রকাশ্যে মাহদীর পাশে থাকবেন এবং ঐ মজলিসে ইমাম মাহদীর পাশে ইমাম মাহমুদ কেও কোন একটা সম্মানী দান করবেন।

প্যারাঃ (৫৮)

আক্রমন করিতে আসিবে মাহদীকে,
অসংখ্য সেনা সহ সুফিয়ান।
বায়দাহ নামক প্রান্তরে এসে,
ধ্বসে যাবে সাত হাজার তিনশ প্রাণ।

ব্যাখ্যাঃ হাদিছ শরিফে বর্নিত আছে, ইমাম মাহদী কে হত্যা করার তাগিদে শাম দেশ (সিরিয়া) থেকে একদল সৈন্য প্রেরিত হবে। তারা যখন মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী বায়দাহ নামক স্থানে আসবে তখন ভূমি ধ্বসের ফলে সবাই প্রান হারাবে। উল্লেখ্য যে,আশ-শাহরান আগামী কথনে বলেছেন, ঐ সেনা দলটি দ্বিতীয় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে চলবে। আর ভূমি ধ্বসের ফলে ৭ হাজার ৩০০ মানুষ প্রান হারাবে।

প্যারাঃ (৫৯)

যদিও সে স্থানে ভূমি ধ্বসের ফলে,
হারাইবে সকলেই প্রাণ।
খোদার কুদরত; বেচে রবে শুধু,
দ্বিতীয় আবু সুফিয়ান।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, ভূমি ধ্বসের কারনে ঐ স্থানের সবাই প্রান হারালেও খোদার কুদরতে শুধু মাত্র আবু সুফিয়ানই বেচে রবে।

প্যারাঃ (৬০)

প্রাণ ভিক্ষা পেয়ে আবু সুফিয়ান,
মাহদীর প্রচারনা চালাবে,
অবশেষে সে ঈমান হারা হয়ে,
মৃত্যু বরণ করিবে।

ব্যাখ্যাঃ যখন ভূমি ধ্বসের পর সুফিয়ান কেবল নিজেকেই জীবিত দেখতে পাবে, তখন ভয় ভিতিতে দৌড়াতে থাকবে আর বলতে থাকবে, “ইমাম মাহদী এসে গেছে। ইমাম মাহদী এসে গেছে”। তবে সে ঈমান আনবে না। যার ফলে, পরবর্তীতে ঈমান হারা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

প্যারাঃ (৬১)

সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানরা,
মাহদীর হাতে নেবে শপথ।
বাদশাহী পাবে ইমাম মুহাম্মাদ,
পৃথিবী কে দেখাবেন সুপথ।

ব্যাখ্যাঃ সারা বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা ইমাম মাহদীর হাতে শপথ গ্রহন করবে এবং মাহদী কে বিশ্ব বাদশাহ হিসেবে গ্রহন করে নিবে। তখন ইমাম মাহদী পৃথিবী কে সুপথগামী করবেন।

প্যারাঃ (৬২)

ফলমুল, শস্যদানা ও উদ্ভিদমালার,
বহুগুনে হবে উৎপাদন।
আল্লাহুর খাছ রহমত পেয়ে,
শান্তিতে রবে জনগণ।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, ইমাম মাহদীর সময় কালে প্রচুর ফলমুল, শস্যদানার উৎপাদন হবে। কেউ কষ্টে রবেনা। মুহাম্মাদ ﷺ এর শরীয়ত অনুযায়ী পৃথিবী চলবে। কোন অভাব থাকবেনা। যা হাদিসের বাণীকে সত্য প্রমানিত করে। (আলহামদুলিল্লাহ)

প্যারাঃ (৬৩)

রবের চারটি দূত তখন,
থাকিবে দুনিয়ার উপর।
"মীম" ও "মীম" দুইটি আমীর,
"শীন" ও "শীন" তাদের সহচর।

ব্যাখ্যাঃ আশ-শাহরান প্রকাশ করেছেন চারজন রবের প্রেরিত বান্দা থাকবে একসাথে। তাদের ৪ জনের মধ্যে ২ জন আমীর। আর ২ জন তাদের ২ জনের সহচর। আমীর ২ জনের নাম "মীম" হরফে। এবং সহচর ২ জনের নাম "শীন" হরফে। যথাঃ

১। "মীম" = মুহাম্মাদ (খলীফা মাহদী) "আমীর ও খলীফা"।
২। "শীন" = শুয়াইব (সহচর)।
৩। "মীম" = ইমাম মাহমুদ (আমীর)।
৪। "শীন" = শামীম বারাহ (সহচর)।

প্যারাঃ (৬৪)

বাদশাহী পেয়ে বিশ্বনেতা,
সাত থেকে নয় বছরের পর।
ভারপ্রাপ্ত করিবে খিলাফত,
মাহদী, মাহমুদ এর উপর।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, ইমাম মাহদী তার বিশ্ব শাসন ভার সাত থেকে নয় বছরের মধ্যেই হঠাৎ ত্যাগ করবেন। আর তখন বিশ্ব শাসনভার ভারপ্রাপ্ত হবে ইমাম মাহমুদের উপর। বোঝা যায়, ইমাম মাহমুদের সম্মান তাহলে অনেক। ইমাম মাহদীর পরেই তার সম্মান। উল্লেখ্য যে, কুরাইশ বংশ থেকে, যে ১২ জন ইমাম/আমীরের আগমনের কথা হাদিছে বলা আছে, তারই শেষ/১২ নং ইমাম হলেন ইমাম মাহদী। আর তার নিচের পর্যায়ের ১১ নং ইমামই হলেন ইমাম মাহমুদ। (আগামী কথন থেকে প্রমান মেলে)

প্যারাঃ (৬৫)

দু সনের মধ্যেই ইমাম মাহমুদ,
বিশ্ব শাসন ভার।
হস্তান্তর করিবেন খিলাফত,
মানসূরের উপর।

ব্যাখ্যাঃ ইমাম মাহদীর পর, যখন ইমাম মাহমুদ বিশ্ব শাসন করবে। তার খেলাফতের দুই (২) বছরের মধ্যেই বিশ্ব শাসনভার ত্যাগ করবেন। আর ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন "মানসূর" নামক একজন ব্যক্তির উপর। কারণ সে ব্যক্তিটি আল্লাহর মনোনীতই হবে। কেননা এই মানসূরের নামটি কিছু হাদিছেও প্রকাশিত আছে। আবু দাউদ শরীফে একটি বর্ণনামূলক হাদিস আছে মানসূর নাম সহ, জঈফ হলেও এর সাথে মিলে যায়।

প্যারাঃ (৬৬)

কাহতান বংশীয়, লাঠি হাতে,
বড় কপাল বিশিষ্ট।
বিশ্ব শাসন করিবেন মানসূর,
থাকিবে শত্রুর উপর ক্ষিপ্ত।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) বলেছেন যে, সেই মানসূর কাহতান গোত্র থেকে জন্ম নিবে (উল্লেখ্য যে, কাহতান গোত্রটি কুরাইশ বংশেরই একটি গোত্র)। তার হাতে একটি লাঠি থাকবে। তার কপাল বড় হবে। (হাদিছে পাওয়া যায় যে, তার গায়ের রং শ্যামবর্নের হবে, আর কান ছিদ্র হবে। সে ইমাম মাহদীর সময় তার পাশে থেকে তাকে খিলাফত প্রতিষ্ঠাকালেও সহযোগিতা করবে। সে ইমাম মাহদী ও ইমাম মাহমুদের প্রিয় পাত্র হবেন।)

প্যারাঃ (৬৭)

আটত্রিশ থেকে আটান্ন সাল,
মানসুরের শাসন কাল।
শত্রুর উপর বিজয়ী থেকে,
রবের দ্বীন রাখবে অটল।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, মানসূর ২০৩৮-২০৫৮ সাল এই ২০ বছর বিশ্ব শাসন করবেন। শত্রুর উপর বিজয়ী থেকে শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত রাখবে।

প্যারাঃ (৬৮)

শাষক মানসুরের খিলাফত শেষের
অষ্ট বর্ষ পূর্বে,
মিথ্যা ঈসা-র হবে দাবিদার,
একজন পারস্য সাম্রাজ্যে।

ব্যাখ্যাঃ লেখক ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন যে, মানসূর শাসকের খেলাফত শেষ হবার ৮ বছর আগে। যেহেতু ২০৫৮ সালে শাসন শেষ হবে সুতরাং, আট বছর পূর্বে ২০50 সালে পারশ্য সাম্রাজ্য থেকে একজন ব্যাক্তি নিজেকে হযরত ঈসা (আঃ) বলে দাবি জানাবে। অথচ সে একজন মহামিথ্যুক, ভন্ড হবে।

(এ দ্বারা এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত হযরত ঈসা (আঃ) তখনও আগমন করেন নি। সুতরাং, বর্তমান বিশ্ব যে কথাটার উপর আস্থা রাখছে যে, ইমাম মাহদীর সময় কালেই দাজ্জাল ও ঈসা (আঃ) আগমন করবেন, সেই কথাটা আগামী কথন সমর্থন করেনা)

বিঃ দ্রঃ কোন হাদিছও এ কথা বলেনা যে ইমাম মাহদীর সময়কালেই, দাজ্জাল ও ঈসা (আঃ) আসবেন। যেই ইমামের বা আমীরের পিছনে ঈসা (আঃ) নামাজ পড়বেন বলছে যে হাদিসে, সেটিতে ইমাম বা আমীর হিসেবে ইমাম মাহদীকেই ধরে নিচ্ছেন, কিন্তু সেই ইমাম বা আমীর যে অন্যকেউ তা দেখে না। যদি খলীফাদের নাম ও বৈশিষ্ট্য দেখে তাহলে তারা জানতে পারে এ বিষয়ে। এবং এটাও চির সত্য যে ঈসা (আঃ) এর পরও কোন খলীফা হবেন না।

প্যারাঃ (৬৯)

বাতিল ধ্বংসে রবের দূত,
জামিল নামটি তার।
ভন্ড ঈসা কে ধ্বংস করার,
রব দিবেন দ্বায়িত্ব ভার।

ব্যাখ্যাঃ যখন ২০৫০ সালে পারশ্য সম্রাজ্য থেকে একজন ভন্ড মিথ্যাবাদী নিজেকে ঈসা (আঃ) বলে দাবি করবে, তখন ঐ ভন্ড ঈসা কে ধ্বংস করার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন শুভ শক্তির আগমন ঘটবে। তার নামটি লেখক আশ-শাহরান "আগামী কথন" এ প্রকাশ করেছেন আর তার নামটি হবে জামিল (সুন্দর্যের অধিকারী)। ভন্ড ঈসা কে ধ্বংস করার জন্য রব নিজেই তাকে দ্বায়িত্ব দিবেন। অর্থাৎ, সে ইলমে লাদুনির অধিকারী হবেন।

প্যারাঃ (৭০)

শত্রু নিধন করবে "জামিল"
হাতে রেখে "যুলফিকর"!
রক্ত নেশায় উঠবে মেতে,
সাথে রবে "সালমান" সহচর।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) বলেছেন যে, এই বীর যোদ্ধা "জামিল" যখন শত্রু নিধন করতে ময়দানে নামবে, তখন তার হাতে যুলফিকর তরবারি থাকবে (যেটা মুহাম্মাদ ﷺ ব্যবহার করতেন)। সে শত্রুদের রক্তের নেশায় মেতে উঠবে এবং তার পাশে থাকবে তার সহচর বা প্রিয় বন্ধু "সালমান"।
যেহেতু সালমানের নাম তার জন্মের পূর্বেই প্রকাশিত হলো, সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে সেও আল্লাহর মনোনীত বান্দা। (যেমনঃ ইমাম মাহদী ও শুয়াইব, ইমাম মাহমুদ ও শামীম বারাহ (সাহেবে কিরান) ঠিক তেমনই জামিল ও সালমান)

প্যারাঃ (৭১)

ভন্ড ঈসা কে ধ্বংস করিবে
জামিল চোয়ান্ন সালে।
বীর জামিল কে জানাইবে স্বাগতম,
মানসূর শাষকের দলে।

ব্যাখ্যাঃ দেখুন আশ-শাহরান রবের সাহায্যে কতটা নিখুত ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী দান করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পারস্য সাম্রাজ্য থেকে ২০৫০ সালে যে, ভন্ড নিজেকে ঈসা (আঃ) বলে দাবি জানাবে, তাকে ২০৫৪ সালে জামিল যুদ্ধের ময়দানে কতল করবে। তখন সে সময়ের বাদশা মানসূর জামিলের বীরত্ব,

সাহসিকতা, জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে জামিল কে তার দলে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাবে।

প্যারাঃ (৭২)

মানসূর তখন বানাবে জামিল কে,
তাহার প্রধান সেনাপতি।
রবের রহমতে সে বীর যোদ্ধা,
বিশ্বে পাইবেন স্বীকৃতি।

ব্যাখ্যাঃ জামিল যখন ভন্ড ঈসা ও তার অনুসারীদেরকে হত্যা করবে, তখন তাকে বাদশা মানসূর বিশ্বের প্রধান সেনাপতি বানাইবেন। বিশ্ববুকে জামিল বীরযোদ্ধা খেতাব পাবেন। কারণ, এই জামিল হবেন আল্লাহর বিশেষ মনোনীত বান্দা।

প্যারাঃ (৭৩)

তাহার পরেই ধরণী বাসী,
আগাইবে পঞ্চান্ন সালে।
জমিনের বুকে আসিবে "জাহজাহ",
ছিলো সে চোখের আড়ালে।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, তারপর যখন ২০৫৫ সাল আসবে তখন "জাহজাহ" নামক এক ব্যাক্তির আবির্ভাব ঘটবে। সে নাকি মানুষের চোখের আড়ালে ছিলো। (উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত হবে না যতদিন না জাহজাহ নামক এক আযাদকৃত কৃতদাস বাদশাহী না পাবে। অতএব, বোঝা গেলো, এই সেই হাদিছে বর্নিত জাহজাহ)

প্যারাঃ (৭৪)

পূর্বে কৃতদাস ছিলেন জাহজাহ,
আযাদ দিলেন রব।
ধরণীর মাঝে বন্ধ করবেন,
কোলাহলের উৎসব।

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক বলেছেন, এই "জাহজাহ" পূর্বে কৃতদাস ছিলেন। তারপর আল্লাহ নিজেই তাকে আযাদ করেছেন। আর জাহজাহ যখন আসবে, তখন

পৃথিবীতে, কোন একটা বড় কোলাহল (ইকতেলাফ/মতানৈক্য) থাকবে। যার অবসান ঘটাবেন এই জাহজাহ। (যেহেতু, হাদিসে জাহজাহ-র বাদশাহী পাবার পূর্ব ঘোষনা রয়েছে, সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে তিনিও আল্লাহর মনোনীত বান্দা।)

প্যারাঃ (৭৫)

ছাপ্পান্ন তে যাবেন জাহজাহ,
শাসন ক্ষমতায়।
দামেস্ক মসজিদে পাইবেন ইমামত,
সৎ চরিত্র ও সততায়।

ব্যাখ্যাঃ জাহজাহ ২০৫৬ সালে শাসন ক্ষমতায় যাবেন। তার সৎ চরিত্র ও সততার গুণে মানুষের মনে জায়গা করে নিবেন। সে দামেস্ক এর কোন এক মসজিদে ইমামতি করবেন এবং, রাজ্যপাট দেখাশোনা করবেন। বিঃ দ্রঃ যেহেতু বাদশাহ মানসূর ২০৫৮ সাল পর্যন্ত শাসন চালাবে। সেহুতু ২০৫৬ সালে জাহজাহ বিশ্ব বাদশাহী পাবেনা। সে উক্ত ২ বছর দামেস্ক মসজিদ এবং উক্ত মহাদেশ শাসন করবেন। (আগামী কথনের ভাষ্যে)

প্যারাঃ (৭৬)

ষাটের শেষে দাজ্জাল এসে,
দিবে বিশ্বে হানা।
আল্লাহর রসূল ﷺ বলে গিয়েছেন,
তার থাকবে এক চোখ কানা।

ব্যাখ্যাঃ সেই ভয়ংকর ফিতনা দাজ্জাল নিয়ে আশ-শাহরান এর ইলহামী ভবিষ্যৎবাণী। ২০৬০ সালের শেষের দিকে দাজ্জালের আগমন ঘটবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, দাজ্জালের ১ চোখ কানা হবে। কপালে "কাফির" লেখা থাকবে। (দাজ্জালের ব্যাপারে মোটামুটি সবাই জানি, তাই হাদিস উল্লেখ করা হলো না)

প্যারাঃ (৭৭)

মহা মিথ্যুক দাজ্জাল তখন,
করিবে রবের দাবি।
যে জন করিবে অস্বীকার তাকে,
সেই হইবে কামিয়াবী।

ব্যাখ্যাঃ দাজ্জাল প্রকাশ পেয়ে নিজেকে রব/সৃষ্টিকর্তা বলে দাবি করবে। তখন যারা দাজ্জাল কে অস্বীকার করবে, তারাই সফলকাম হবে এবং যারা তাকে মেনে নিবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

প্যারাঃ (৭৮)

দাজ্জাল সেনাদের তান্ডব লিলায়,
ঘটিবে বিশ্বে বিপর্যয়।
জাহজাহ চাইবেন সবার জন্য,
রবের রহতমের আশ্রয়।

ব্যাখ্যাঃ যখন দাজ্জাল ও তার অনুসারী সৈন্যরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, তখন বাদশা জাহজাহ আল্লাহর রহমতের আশ্রয় চাইবেন।

প্যারাঃ (৭৯)

সাদা গম্বুজের দামেস্ক মসজিদে,
জাহজাহ করিবেন ইমামত।
বাষট্টি সালে গম্বুজের উপর,
রব পাঠাইবেন রহমত।

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক বলেছেন যে, জাহজাহ যে মসজিদে ইমামতি করবেন সেটার রং হবে সাদা। গম্বুজ বিশিষ্ট। আর ২০৬২ সালে রব ঐ দামেস্কের মসজিদের সাদা মিনারে রহমত সরূপ কিছু পাঠাইবেন।

প্যারাঃ (৮০)

আছরের সময় দেখবে সবাই,
হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমন।
সাদা পোষাকে নামিবেন তিনি,
দু’ পাশে ফেরেস্তা দুজন।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহু আকবার। লেখক জানিয়েছন, ২০৬২ সালে দামেস্কের সাদা মসজিদে আছরের ছলাতের সময় গম্বুজের উপর সাদা পোষাক পরিহিত অবস্থায়, দুই ফেরেশতার কাধে ভর করে হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে নামবেন। ঐ মসজিদেরই ইমাম হলেন জাহজাহ! তিনি ঐ সময় ইমামতির জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকবেন।

প্যারাঃ (৮১)

ইমাম জাহজাহ জানাইবেন তাকে,
ছলাতে ইমামতির আহবান।
হযরত ঈসা (আঃ) বলবেন তাকে,
এ তো আপনারই সম্মান।

ব্যাখ্যাঃ একটি চিরাচরিত হাদিছ, যখন গম্বুজের উপর ঈসা (আঃ) নামবেন তখন, মুসলমানদের আমীর ঈসা (আঃ) কে বলবেন, "আসুন ছলাতের ইমামতি করুন" তখন ঈসা (আঃ) বলবেন, "না বরং আপনাদের আমীর তো আপনাদের মধ্যেই"। সারা বিশ্বের মুসলমানেরা ধরে নিয়েছে যে সেই ইমাম হবেন ইমাম মাহদী আর তার পিছনেই ঈসা (আঃ) ছলাত আদায় করবেন। কিন্তু কোথাও ইমাম মাহদীর নাম বলা হয়নি। বরং বলা আছে, "মুসলমানদের আমীর"। তাই হতেই পারে যে, সেই আমীর হলেন ইমাম জাহজাহ।

প্যারাঃ (৮২)

যুলফিকর হাতে "লুদ্দ" এর ফটকে,
ঈসা (আঃ) তখন,
হত্যা করিবেন, কানা দাজ্জালকে,
করিয়া আক্রমন।

ব্যাখ্যাঃ আসমান থেকে নামার পর, ২০৬২ সালে "লুদ্দ" নামক শহরের প্রথম ফটক বা গেইটের সামনে হযরত ঈসা (আঃ), দাজ্জাল কে যুলফিকর তরবারি দ্বারা কতল করবেন। (যুলফিকর তরবারি হলো মুহাম্মাদ ﷺ এর তরবারি। যা জামিল হাতে পাবে ভন্ড ঈসা কে হত্যা করার জন্য। অতপর, হযরত ঈসা (আঃ) কাছে পৌঁছে দিবে, দাজ্জাল কে হত্যা করার জন্য)

প্যারাঃ (৮৩)

ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন জাহজাহ,
ঈসা (আঃ) করিবেন শাসন।
রবের রহমতে দ্বিতীয় আগমনে,
তিনি পাইবেন উচ্চ আসন।

ব্যাখ্যাঃ ঈসা (আঃ) এর আগমনের পর ইমাম জাহজাহ বিশ্ব শাসন ভার তার হাতে তুলে দিবেন। তখন ঈসা (আঃ) ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিশ্বশাসন করতে থাকবে। তারপর এই পৃথিবীতে আর কখনো কোন খলীফা আসবেন না বা কেউ খলীফা হবেন না।

প্যারাঃ (৮৪)

সু-শৃঙ্খলময় শান্তি বিশ্বে,
করিবে বিরাজমান।
ছিয়াষট্টি তে 'দাব্বাতুল আরদ' এর,
হইবে উত্থান।

ব্যাখ্যাঃ দাজ্জাল কে হত্যা করার পর, ঈসা (আঃ) পৃথিবী তে সুখ-শান্তি দ্বারা শাসন করতে থাকবে। এমন সময় ২০৬৬ সালে দাব্বাতুল আরদ্ নামক একধরনের প্রাণী জমিনের নিচ থেকে বের হয়ে আসবে। কুরআনের সূরা নামলের ৮২ নং আয়াতে এই প্রাণীর কথা বলা আছে। আর হাদিছে বলা আছে, এই প্রানির আগমন হলো কিয়ামত নিকটবর্তী হবার বিরাট একটি আলামত।

প্যারাঃ (৮৫)

পাখনা বিহীন, অসংখ্য প্রানী,
বিড়ালের অবয়ব।
বাকশক্তিহীন দাত বিশিষ্ট তাদের,
গজবে নিঃশেষ করিবেন রব।

ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে, এই দাব্বাতুল আরদ্ এর কোন পাখনা থাকবে না। তারা সংখ্যায় অগনিত হবে। দেখতে প্রায় ই বিড়ালের আকৃতির হবে। তাদের দাতের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ থাকায় বোঝা যাচ্ছে দাতই তাদের মূল হাতিয়ার

হবে। আর বিশেষ উল্লেখ্য যে, তারা কথা বলবে না। যেহেতু কুরআনে বলা আছে যে, "যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর এসে যাবে তখন আমি মাটির গহ্বর হতে বের করবো এক জীব (দাব্বাতুল আরদ্), যা তাদের সাথে কথা বলবে, এ কারনে যে, তারা আমার নিদর্শনগুলো অস্বীকার করেছে"। (সুরা নামাল, আয়াতঃ ৮২)
তার প্রেক্ষিতে লেখল তার মূল কিতাবে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত মিকাইয়া (আঃ) এর জামানায়, একজন নষ্টা নারী অন্যের দ্বারা গর্ভপাত করে একটি বাচ্চাপ্রসব করে বলে যে, এ বাচ্চা টি মিকাইয়ার বাচ্চা। তখন সবাই জড়ো হয়ে সত্য যানতে চাইলে, হযরত মিকাইয়া (আঃ) বাচ্চাটির পেটে হাত দিয়ে বলে যে, হে বৎস্য তোমার পিতার নাম কি? তখন নাবালক টি সঠিক উত্তর দেয়, যে মিকাইয়া নয় আমার বাবা অমুক।
এবং ইউসুফ (আঃ) এর সময়ও ইউসুফ কে নির্দোষ প্রমান করতে একটি নাবালোক বাচ্চা কথা বলে সাক্ষী দেয়। এ দ্বারা এ কথা বলা যাবে না যে, বাচ্চা দুটি সবসময়ই কথা বলেছে/তারা কথা বলতো। বরং একথা বলা যায় যে, বাচ্চা দুটি একবার করে কথা বলেছে। কারণ তা ছিলো, নবীদের নির্দোষ প্রমান করা এবং তা ছিলো হযরত মিকাইয়া (আঃ) ও হযরত ইউসুফ (আঃ) এর মুজিজা। যেন সবাই নিদর্শন পেয়ে যায়, কেউ অস্বীকার না করে। ঠিক তেমনি, এই দাব্বাতুল আরদ্ ও ঐ শিশুদের ন্যয় ১ বার কথা বলবে। যাতে করে যারা আল্লাহর নিদর্শন মানতো না তারা সঠিক জবাব পেয়ে যায়।
হযরত ঈসা (আঃ) তাদের উত্থান সমন্ধে জিজ্ঞাসিত করলে আল্লাহর হুকুমে, তারা মানুষের সামনে একবার কথা বলবে। আর তা হবে হযরত ঈসা (আঃ) এর মুজিজা। আয়াত দ্বারা একথা বোঝানো হয়নি যে, দাব্বাতুল আরদ্ সবসময়ই কথা বলবে। বরং তারা একবার কথা বলবে। কারণ, কুরআনে বলা আছে, "তারা কথা বলবে এ কারনেই যে, মানুষ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে।" (সূরা নামল, আয়াতঃ ৮২)
তাই তারা একবার কথা বলবে যেন, অস্বীকারকারীগণ স্বীকার করে নেয়। তিনি লিখেছেন, এটাই ঐ আয়াতের সঠিক তাফসির।
*তারা মানুষকে অত্যাচার করবে। অতপর, কোন এক ব্যাধিতে ঐ বছরই তাদের ধ্বংস হবে।

বিঃ দ্রঃ উপরক্ত ব্যাখ্যা টি লেখক "আশ-শাহরান" এর নিজের লেখা ব্যাখ্যাই প্রচার করা হয়েছে। এখানে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

প্যারাঃ (৮৬)

বছর শেষেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া,
ইয়াজুজ-মাজুজ এর দল।
প্রকাশ পাইয়া আক্রমন চালাবে,
তারা জনশক্তিতে সবল।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, ২০৬৬ সালে দাব্বাতুল আরদের উত্থান ও পতনের পরবর্তী বছরই ২০৬৭ সালে যুলকার নাঈনের প্রাচির ভাঙ্গিয়া ইয়াজুজ-মাজুজ এর দল পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে । তারা বের হয়ে এসে মানব সমাজে আক্রমন চালাবে। আর তারা জনশক্তিতে ব্যপক সবল হবে।

প্যারাঃ (৮৭)

হাতে থাকিবে তীর-ধনুক আর,
আকারে থাকিবে ভিন্ন।
পশ্চাৎ হইবে পশুর ন্যয়,
দেহ সবল ও জীর্ন শীর্ন।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, ইয়াজুজ মাজুজের প্রধান অস্ত্রই হবে তীর-ধনুক। আর তারা আকারে বিভিন্ন ধরনের হবে। কেউ লম্বা, কেউ বেটে, কেউ মোটা, কেউ চিকন ইত্যাদি। তাদের পিছন হবে পশুর মত। অর্থাৎ, পা হবে এমন যাতে করে লাফাতে পারে (যেমনঃ ক্যাংগারু)। আর হয়তো লেজও হতে পারে। (আল্লাহই ভালো জানেন)

প্যারাঃ (৮৮)

মানব জাতীর অভিশাপ স্বরূপ,
আগমন হইবে তাদের।
হযরত ঈসা (আঃ) করিবেন দোয়া,
সাহায্য চাইবেন রবের।

ব্যাখ্যাঃ এই ইয়াজুজ মাজুজ এর আগমন মানুষের জন্য অভিশাপ, গজব ও শাস্তির কারণ হবে। তখন ঈসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইবেন।

প্যারাঃ (৮৯)

দুই-তৃতীয়াংশ মানব হত্যা করিবে,
প্রকাশ পাওয়ার পর।
আসমান থেকে আসবে গজব,
তাদের ঘাড়ের উপর।

ব্যাখ্যাঃ ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর ভেঙ্গে বের হয়ে আসার পর, ঐ সময়ের পৃথিবীর ৩ ভাগের ২ ভাগ মানুষকে হত্যা করবে। তারপর, মহান আল্লাহ তাদের ঘাড়ের উপর কোন একটি অসুখ দিবে। যা মহামারী আকার ধারন করবে।

প্যারাঃ (৯০)

প্রকাশ পাওয়ার সনেই হবে,
ধ্বংস পঙ্গপাল।
সুখ ও শান্তি আসিবে ফিরিয়া,
দুঃখ যাইবে অন্তরাল।

ব্যাখ্যাঃ এখানে লেখক, আশ-শাহরান ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে, যে বছর ইয়াজুজ-মাজুজের প্রকাশ হবে ঐ বছরের শেষের দিকে তারা গজবে শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, ২০৬৭ সালেই বের হয়ে ২০৬৭ সালেই মারা যাবে।

প্যারাঃ (৯১)

শাসন আমল চলিবে ঈসা (আঃ)-এর,
তেতত্রিশটি বৎসর।
ওয়াফাত হবে, কবরস্থ হবে,
এই দুনিয়ার উপর।

ব্যাখ্যাঃ হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়ায় আগমন করে ৩৩ বছর জীবিত থাকবেন। তারপর, তার ওফাত (মৃত্যু) হবে। মুসলমানেরা তার জানাযার ছলাত আদায় করবে এবং দুনিয়াতে তাকে কবরস্থ করবে।

প্যারাঃ (৯২)

এরপর চলবে দুই-তিন বর্ষ,
শান্তিময় বসুন্ধরা।
তারপর সবাই ধীরে ধীরে হবে,
আদর্শ ও ঈমান হারা।

ব্যাখ্যাঃ বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর পর ২-৩ বছর তার আদর্শ মতে পৃথিবীবাসী চলতে থাকবে। তার পর সবাই ধীরে ধীরে ঈমান হারা হতে থাকবে। শয়তানকে অনুসরণ করতে থাকবে।

প্যারাঃ(৯৩)

অশ্লীলতা, পাপ-পঙ্কিলতায়,
ভরে যাবে ধরণী ফের।
কাবাগৃহের উপর আক্রমন করিবে,
সৈন্যরা জর্ডানের।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুর ১০ বছরের মধ্যেই মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে উঠবে। জঘন্যতম অন্যায় তাদের দ্বারা হতে দেখা যাবে। অতঃপর, যুগ যুগের পবিত্র কাবা গৃহের উপর, বর্তমান জর্ডানের ঐ সময়ের নেতার নেতৃত্বে অসংখ্য সেনাবাহিনী আক্রমন করবে।

প্যারাঃ (৯৪)

কাবাগৃহ ভাঙ্গবে জর্ডানী হাবশি,
একুশশত দশে তা হবে নিশ্চিহ্ন।
প্রকাশ্য জ্বেনায় মাতিবে তারা,
রাখিবে পাপের পদচিহ্ন।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, যার নেতৃত্বে কাবাগৃহ ভাঙ্গা হবে, সে জর্ডানের একজন হাবশি বংশউদ্ভোত ব্যাক্তি হবে। এই মর্মাহত ঘটনা ২১১০ সালে ঘটবে। (ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী)। আর তাঁর কথা হাদিসেও আছে, যেখানে মহানবী ﷺ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।

প্যারাঃ (৯৫)

কাবাগৃহ ভাঙ্গার দশ বর্ষ পর,
আসিবে শীতল হাওয়া।
মুমিনেরা প্রাণ হারাইবে তাতে,
এটাই রবের চাওয়া।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন যে, কাবাঘর যখন জর্ডানের এক হাবশী ভেঙ্গে ফেলবে (২১১০) তার ১০ বছর পর (২১২০ সালে) এক ধরনের শীতল হাওয়া আসবে। তার ফলে, যে সকল ঈমানদার মুমিনগণ পৃথিবীতে টিকেছিলো তাদের জান কবজ হয়ে যাবে। তারপর গোটা বিশ্বে তিল পরিমান ঈমানও আর থাকবে না। (হাদিছে উল্লেখ্য আছে, শীতল হাওয়া দ্বারা মুমিনদের রুহ কবজ, কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী আলামত)

তারপর, পরে রবে শুধু ঈমানহারা বেঈমান, নিকৃষ্ট হতভাগা জাতী।

প্যারাঃ (৯৬)

ঈমান ছাড়া পৃথিবী বাসী,
হইবে পশুর অধম।
নিকৃষ্টতার চূড়ায় পৌছাবে,
করিবে সকল সীমালঙ্ঘন।

ব্যাখ্যাঃ লেখক বলেছেন, যখন কোন মুমিন ব্যাক্তি থাকবেনা, তখন বাকি নরকিটরা এতটা অশ্লীলতায় ডুবে যাবে, এমন নিকৃষ্ট কাজ করবে, যা ইতিপূর্বে কোন জাতিই করেনি। তারা সকল সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

প্যারাঃ(৯৭)

বছর শেষেই পশ্চিম দিকে,
হইবে সূর্যোদয়।
তাওবাহর দরজা হইবে বন্ধ,
আসিবে কিয়ামতের মহালয়।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) বলেছেন, ২১২০ সালে শীতল হাওয়া আসার ১ বছর শেষে বা ১ বছর শেষ হবার পর যে কোন সময়, যে কোন মুহুর্তে, পশ্চিম

আকাশ থেকে সূর্য উদয় হবে। আর আমরা জানি, পশ্চিমে সূর্য উদয় যেদিন হবে, তখন থেকেই তাওবাহর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর ঐ দিনটিই হবে, শেষ দিন, কিয়ামতের দিন।

প্যারাঃ (৯৮)

চলে আসিবে সেই মহা কিয়ামত,
বেশি দূরে নয় আর।
পৃথিবী বাসীকে এই কবিতায়,
করিলাম হুঁশিয়ার।

ব্যাখ্যাঃ লেখক, সতর্ককারী স্বরূপ সতর্ক করে বলেছেন যে, কিয়ামত বেশি দূরে নয়। খুব দ্রুতই চলে আসবে। অতএব, সময় থাকতেই সাবধান হও!

প্যারাঃ (৯৯)

গায়েবী মদদে পাইলাম কথন,
দুই-সহস্র-দশ-আট সালে।
অদ্ভুত এই "আগামী কথন"
ফলে যাবে কালে কালে।

ব্যাখ্যাঃ লেখক আশ-শাহরান বলেছেন, এই কবিতার জ্ঞান সে গায়েবী মদদে লাভ করেছে। আর তিনি বলেছেন, অদ্ভুত ভাবে সবাই দেখতে পাবে, কালে কালে এই আগামী কথন ঠিকই ফলে যাবে।

প্যারাঃ (১০০)

রহস্যময় এই পুঁথিগাথা,
খোদায়ী মদদে পাওয়া রতন।
শেষ করিলাম, আমি এক্ষণে,
পৃথিবীর "আগামী কথন"।

ব্যাখ্যাঃ লেখক (আশ-শাহরান) বলেছেন, আগামী কথন একটি রহস্যময় পুঁথিগাথা। যা তিনি খোদায়ী মদদে পেয়েছেন অর্থাৎ, আল্লাহ নিজেই তাকে দান করেছেন। আর এই "আগামী কথন" লেখকের কাছে অমূল্য রতন। এই বলে তিনি তার আগামী কথনের সমাপ্তি ঘোষনা করেছেন।

যুক্তির আলোকে আশ-শাহরান এর "আগামী কথন" এবং তাতে মুসলিম উম্মাহর দৃষ্টিভঙ্গি ও করনীয়

সম্প্রতি সময়ে অনলাইন মাধ্যমের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে যারা আখেরী জামানা নিয়ে বিশ্লেষনে ব্যস্ত, তাদের গবেষনার মস্তিষ্কে আরো এক নতুন মাত্রা যোগ করলো "আগামী কথন" নামক একটি ভবিষ্যৎবাণীর পুথীমালা। যার লেখক আশ-শাহরান নামক এক ব্যক্তি। তিনি আল্লাহর আরেকজন মনোনীত বান্দা। পুথিমালাটিতে রয়েছে ১০০ টি প্যারা। আর ৪ টি করে লাইন প্রতি প্যারায়, মোট ৪০০ টি লাইন। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, তিনি সকল ভবিষ্যৎবাণীগুলো ঈসায়ী সাল (খ্রীঃ) সহ উল্লেখ করেছেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি সর্বত্রই মহান আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। আগামী কথনে দেওয়া প্রথম ভবিষ্যৎবাণীটি বাস্তবায়ীত হবার যে ইঙ্গিত রয়েছে তা ২০১৯ থেকে ২০২১ এর মধ্যেই বাস্তবায়ীত হবার কথা। আল্লাহু আলিম। বলা আছে, এ সময়ের মধ্যেই একজন তুরস্কের অধিবাসী নিজেকে ইমাম মাহদী দাবি জানাবে। তার নাম হবে ৭ টি অক্ষরে। প্রথম হরফ "হা" শেষের হরফ "ইয়া"। সে প্রকৃত মাহদি নয়। সে ভন্ড মাহদী। তিনি ধারাবাহিক ভাবে বলেছেন, অতপর, ঐ ভন্ড মাহদীকে পাকিস্থানের সৈন্যরা ধ্বংস করবে। তারপর কাশ্মীর এর একটি অঞ্চল মুক্ত হবে। এবং ফুরাত নদী থেকে ২০২৩ সালে সোনার পাহাড় প্রকাশ পাবে। কাশ্মীর বিজয় ঘটনার ২ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ কে ভারত দখল করবে। (ইঙ্গিতিয়মান)

তারা এ দেশে ঘরে ঘরে হত্যা চালাবে, নারীদের ইজ্জত লুন্ঠিত করবে। এক কথায় "দ্বিতীয় কারবালা" হবে। তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে দুজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে। তারা হলেনঃ (১) ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ এবং (২) সাহেবে কিরান (সহচর)। তাদের নেতৃত্বেই গাজওয়াতুল হিন্দ হবে। আর গাজওয়াতুল হিন্দই হলো "৩য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা"। এর পর আধুনিকতার ধ্বংস ২০২৫ সালে এবং ২০২৮ সালে ইমাম মাহদির প্রকাশ। (আগামী কথনের ভাষ্যে)

এখন সবার একটাই প্রশ্ন। কে এই আশ-শাহরান? আগামী কথন কি ঠিক?

একজন সচেতনশীল মুসলিম হিসেবে আমাদের উচিত সতর্ক থাকা। আগামী কথন এমন কোন গ্রন্থ নয়, যেটার প্রতি ঈমান না আনলে, আমরা ঈমানহারা হয়ে যাবো। এটা ইসলামের কোন স্তম্ভও নয়। (বরং আখীরুজ্জামান নিয়ে গবেষনা করলে আশ-শাহরানের আগামী কথন ৯৫% হাদিসের সাথে মিল পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহ মালুম)

আমরা প্রথমে আগামী কথন কে, মনে প্রানে বিশ্বাসও করবো না। আবার অবিশ্বাস করে ফেলেও দেবো না। নিন্দাও জানাবো না। আবার প্রশংসাও জানাবো না। বরং, চোখ কান খোলা রাখবো এবং জ্ঞানী মানব হিসেবে আগামী কথনকে আমরা সতর্কবাণী মনে করে উপদেশ গ্রহণ করবো। আর আল্লাহ্ আজাব পাঠানোর আগে এভাবেই তাঁর মনোনীত বান্দাদের সতর্কবাণী পাঠিয়ে থাকেন বা ইলাহাম পাঠিয়ে থাকেন। এটাকে শেষ সময়ের সতর্কবার্তা হিসেবে ধরা যায়। আর আগামী কথন সত্য নাকি মিথ্যা সেটার প্রমান করার একটি বড় সুযোগ রয়েছে। কেননা, আমরা এখন ২০১৯ এ আছি। সামনের ২-৪ বছরেই সব উত্তর পাওয়া যাবে। (ইংশাআল্লাহ)

যখন দেখবো তার সবকটি ভবিষ্যৎবাণী সঠিক ভাবে ফলে যাচ্ছে তখন আমরা জ্ঞানবানের মত আগামী কথন কে বিশ্বাস করে তা থেকে উপদেশ গ্রহন করবো। কেননা, কেবল জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহন করে। আর আশ-শাহরানের কথামতো ২০২৩-২০২৪ সালের দিকেই আমরা সাহেবে কিরান ও হাবিবুল্লাহর দলে যোগ দিবো এবং তাদের আনুগত্যের মাধ্যমে গাজওয়াতুল হিন্দ করবো। এর আগেও তাঁর ক্ষুদ্র সেনারা জিহাদের প্রস্তুতি নিতে থাকবে। কেননা, তাদের মাধ্যমেই আমরা সঠিক ইমাম মাহদী পর্যন্ত পৌছতে পারবো।

আশ-শাহরান কে?

তার পরিচয় বর্তমান সময়ে গুপ্ত রাখা একটি কৌশল। কিন্তু এতটুকু বলা যায়, তিনি আল্লাহর একজন মনোনীত বান্দা ও শেষ সময়ের সতর্ককারী। দেখতে হবে যে তার আগামী কথন সত্যে রূপান্তরিত হয় কিনা। যখন দেখবো আগামী কথন ফলে যাচ্ছে, তখন আমরা দ্রুতই সঠিক পথের সন্ধান করবো।

পাঠকের মন্তব্যঃ

...

আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত আরো বইসমূহঃ

- ইমাম মাহমুদের ঐক্যের ডাক।
- গাজওয়াতুল হিন্দ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা।
- আখীরুজ্জামান গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।
- সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ।
- গাজওয়াতুল হিন্দ -কড়া নাড়ছে আপনার দুয়ারে।
- কি হয়েছিল সেইদিন? -আবু উমার।
- আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে।

পিডিএফ আকারে বইগুলো ডাউনলোডঃ

https://dl.gazwatulhind.com | https://cutt.ly/akhirujjaman